উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৩,৩৮২.৭১ (-২৪৪.৯৮)

নিফটি : ২৫,৬৬৫.৬০ (-৬৬.৭০)

আইনি যুদ্ধে জয়ী পালং পনির ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৫°	১০°	২৬°	১০°	২৬°	১১°	২৩°	১১°

হঠাৎ হাজির ২০০-র বেশি অফিসার ৩

রাজকোটে ব্যর্থ রাহুলের শতরান লজ্জার হার ভারতের ১২

১ মাঘ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 15 January 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 237

আইপ্যাক-এ তল্লাশি

তৃণমূলের ধাক্কা, ইডি'র মামলা স্থগিত

রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : আইপ্যাক-এ তল্লাশি নিয়ে আইনি লড়াইয়ে আপাতত ইডি'র বক্তব্যকে মান্যতা দিল হাইকোর্ট। অন্যদিকে, তৃণমূলের মামলার নিষ্পত্তি করে দিয়েছে। তল্লাশি অভিযান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিযোগ করেছিল তৃণমূল। দলের গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে

বিতর্কিত ফাইল হাতে মমতা।

জানিয়ে সেই নথি সংরক্ষণের আর্জিও জানিয়েছিল তৃণমূল।

কিন্তু বুধবার শুনানির সময় পালটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নথি ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করে ইডি। সওয়াল-জবাব শেষে তৃণমূলের আবেদনের নিষ্পত্তি করে দেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। অন্যদিকে, ইডি'র মামলায় সুপ্রিম কোর্টে শুনানি না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্টে শুনানি মুলতুবি করার আর্জি জানান কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু।

শীর্ষ আদালতে মামলার অগ্রগতি দেখে হাইকোর্টে সেই মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। বৃহস্পতিবারই অবশ্য সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র ও বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চলির বেঞ্চে ইডি'র দুই মামলা শুনানির জন্য নির্ধারিত হয়েছে। বেলা ১১টায় শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা।

ইডি'র যুক্তি মেনে হাইকোর্ট তৃণমূলের মামলার নিষ্পত্তি করে দেওয়াটা শাসকদলের কাছে অস্বস্তিকর বলে মনে করা হচ্ছে। আগের দিন বিশৃঙ্খলার কারণে শুনানি স্থগিত হয়ে যাওয়ায় বুধবার শুনানি হয় রুদ্ধদ্বার কক্ষে। মামলায় যুক্ত আইনজীবী ছাড়া আর কারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না। তবে টানটান উত্তেজনা তৈরি হয় একদিকে আত্মপক্ষ সমর্থনে তৃণমূলের বক্তব্য, অন্যদিকে মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ইডি প্রশ্ন তোলায়।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করার দাবি করেন ইডি'র আইনজীবী এসভি রাজু। ইডি'র মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন আছে বলে হাইকোর্টে শুনানি মুলতুবি রাখার আর্জি জানিয়ে তিনি বলেন, 'মামলা এখন না শুনলে আকাশ ভেঙে পড়বে না।' তৃণমূলের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামীর দাবি, শীর্ষ আদালতে ইডি'র মামলায় পার্টি করা হয়নি তৃণমূলকে। *এরপর আটের পাতায়*

শনিবার কামাখ্যা ও হাওড়ার মধ্যে বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধন। মালদায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

নমো নমো

দূত 'দিদি'

শুক্রবার মহাকাল তীর্থর শিলান্যাস। শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

শনিবার তাঁর হাত ধরেই জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন

মহাদ্বৈরথ

উদ্বোধনের আগে আলোয় ভরে উঠেছে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন। জলপাইগুড়িতে বুধবার সন্ধ্যায়।

যামিনী রায়ের ছবি মোদির তাঁবুতে

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৪ জানুয়ারি : পুরাতন মালদায় বাইপাসের ধারে ফাঁকা জমিতে সাদা-গেরুয়া রঙে মোড়া বিশাল মঞ্চ গড়ে উঠছে। অদূরেই অস্থায়ী হেলিপ্যাডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুধবার মালদা রেল ডিভিশনের কর্তাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষীরা গোটা এলাকার দখল নিয়েছিলেন। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারাও সেখানে ছিলেন। গোয়েন্দাদের নেতৃত্ব 'লেক্স'। সে অবশ্য কোনও পুলিশকর্তা নয়, একটি ল্যাব্রাডর কুকুর। বয়স মোটে ১৭ মাস, কিন্তু কাজে দারুণ দক্ষ। এদিন সকালে তাকে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত চষে বেড়াতে দেখা গেল। ব্যারাকপুরে ট্রেনিং দিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

তবে, এদিকে এখনও পর্যন্ত মালদা ডিভিশনের রেলকর্তাদের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের চূড়ান্ত সফরসূচি এসে পৌঁছায়নি। এতদিন জানা যাচ্ছিল, প্রধানমন্ত্রী মালদার টাউন স্টেশনে গিয়ে বন্দে ভারতের স্লিপার রেকের উদ্বোধন করবেন। সেই ট্রেনটি হাওড়ার দিকে যাবে। তবে সম্ভবত সেই সূচির কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে। মালদা থেকে একটি মাত্র বন্দে ভারত স্লিপার রেক কামাখ্যার দিকে যাবে। আর সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নন, *এরপর আটের পাতায়*

তেরঙা আলোয় সেজেছে সার্কিট বেঞ্চ

অনীক চৌধুরী ও পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : পাহাড়পুর থেকে গোশালা মোড়ের পথে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ চত্বরে ঢুকতেই এলাহি আয়োজন চোখ টানতে বাধ্য। প্রথম গেটের ডানদিকে প্লাস্টিক ঘেরা সুবিশাল উদ্বোধনী মঞ্চ তৈরি হয়েছে। দর্শকদের বসার জন্য আলাদা আসনের ব্যবস্থাও সারা। এই ঘেরাটোপের ভেতরে গোটা পঞ্চাশেক এয়ার কন্ডিশনার বসানো হয়েছে। গেটের বাঁদিকে সাধারণ মানুষের জন্য পৃথক মহিলা ও পুরুষ রেস্টরুম। বিচারপতিদের যাতায়াতের পথে কিছুটা এগোলেই মঞ্চের পেছনে ভিভিআইপিদের জন্য আলাদা বিশ্রামকক্ষ। এক কর্মী জানান, উদ্বোধনের আগে মুখ্যমন্ত্রী সহ বিশেষ অতিথিরা সেখানেই বিশ্রাম নেবেন।

ভিভিআইপি রেস্টরুম পেরিয়ে প্রায় ১০ মিটার এগোতেই চোখে পড়বে ইট-ঘিয়ে রঙের সার্কিট বেঞ্চের সুবিশাল স্থায়ী ভবন। সেই ভবনের গায়ে পরতে পরতে বসানো তেরঙা এলইডি আলো সন্ধ্যার আলোয় এক নৈসর্গিক দৃশ্য তৈরি করেছে। সার্কিট বেঞ্চ উদ্বোধনের ঠিক দু'দিন আগে এই গেরুয়া-সাদা-সবুজ আলোর খেলায় সৌন্দর্যের বিচারে কলকাতা হাইকোর্টের মূল ভবনও যেন কিছুটা পেছনে পড়ে। সার্কিট বেঞ্চের সামনের খোলা বাগান থেকে ভবনটির দিকে তাকিয়ে থাকলে সময় যে কখন পেরিয়ে যায়, তা টের পাওয়া যায় না। ভবনের সর্বোচ্চ অংশে বসানো গেরুয়া আলো গোধূলির সূর্যের আভা তৈরি করেছে। *এরপর আটের পাতায়*

মমতার মহাকাল তীর্থে গেরুয়ার ছোঁয়া

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : বৈষ্ণব সংস্কৃতির জগন্নাথধামের পর শাক্ত ঘরানার মহাকাল মন্দির। হিন্দু ধর্মের দুই ঘরানার স্বাক্ষর দিঘার পর শিলিগুড়িতে। দুই-ই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। আরও ভালো করে বললে হিন্দুত্বের পালের হাওয়া কাড়তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনার বাস্তবায়ণ। জগন্নাথধামের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন নিজেই। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস তাঁর হাতেই হবে শুক্রবার বিকেলে।

গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে মমতা ও তাঁর দলের বৈরিতা যতই থাক, মহাকাল মন্দিরে থাকবে গেরুয়া রংয়ের ছোঁয়া। শিলিগুড়ি শহরের অদূরে প্রস্তাবিত মন্দিরটির এআই ছবি অনুযায়ী রং হবে হালকা গেরুয়া। মন্দিরের চূড়ায় থাকবে সোনালি রং। দিঘার জগন্নাথধাম ইতিমধ্যে ধর্মীয় স্থানের সঙ্গে অন্যতম পর্যটন গন্তব্য হয়ে উঠেছে। একই লক্ষ্যে মহাকাল মন্দিরকে সাজানোর পরিকল্পনা এখন স্পষ্ট।

রাজ্য সরকারের সংস্থা 'হিডকো'র করা ডিজাইন ও ড্রয়িংয়ের ভিত্তিতে 'এআই' প্রযুক্তি ব্যবহার করে মন্দিরটির ছবি তুলে ধরেছে। ওই ছবি অনুযায়ী মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকলেই দুই পাশে

- ১৭ একর জমিতে গড়ে উঠবে বিশাল মন্দির
- মন্দিরের পিছন দিকে ত্রিশূল হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে স্বয়ং মহাকাল
- শিলিগুড়ির শহরের যেকোনও প্রান্তে ঢোকার মুখ থেকে মহাকালের মাথা দেখা যাবে

থাকবে ফুলের বাগান। আরেকটু সামনে এগোলে ছোট দিঘি। দিঘির পাশের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে 'মহাকাল মহাতীর্থ' ধাম। মন্দিরের পিছন দিকে ত্রিশূল হাতে দাঁড়িয়ে স্বয়ং মহাকাল।

দিঘার জগন্নাথধামের আছে ২৪ একর জমি। মহাকাল মন্দিরেরও কম নেই। মাটিগাড়ায় একটি উপনগরীর ঠিক উলটোদিকে প্রায় ১৭ একর জমি চিহ্নিত হয়েছে মন্দিরটির জন্য। মাসতিনেক আগে দার্জিলিং থেকে এই মন্দিরের ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। *এরপর আটের পাতায়*

ছেলের দেহ দেখে 'আত্মঘাতী' বাবা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৪ জানুয়ারি : 'আর বাঁচতে চাই না, আমি মরে যাচ্ছি।' বাড়িতে ফোন করে শেষবার এই কথাটুকুই বলেছিল ছেলে। তারপর সব শেষ। বাড়ির অদূরেই গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় পাওয়া যায় বছর ছাব্বিশের তরুণকে। কিন্তু মমান্তিক ঘটনার তখনও বাকি ছিল। ছেলের ঝুলন্ত দেহ নিজের চোখে দেখার পর আর নিজেকে সামলাতে পারেননি বাবা। যে ছেলেকে শাসন করতে গিয়ে এই চরম পরিণতি, সেই অনুশোচনা এবং পুত্রশোক সহ্য করতে না পেরে নীরবে বাড়ি ফিরে 'আত্মঘাতী' হলেন বাবাও।

মঙ্গলবার রাতে আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলা থানার বানিয়াডাবরি সংলগ্ন রাভাবস্তি এলাকায় এই জোড়া মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ছেলের নাম গঙ্গা খড়িয়া (২৬) এবং বাবার নাম এতোয়া খড়িয়া (৬০)। বাবা ও ছেলে দুজনেই পেশায় দিনমজুর ছিলেন। পুলিশ দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গঙ্গা ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। *এরপর আটের পাতায়*

ভাড়ায় খাটছে চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর

সমীর দাস

জয়গাঁ, ১৪ জানুয়ারি : তুকারাম বিনামূল্যে পাওয়া নিজের সরকারি ফ্ল্যাট ২ হাজার টাকায় ভাড়া দিয়ে নিজে বসবাস করছিলেন ঝুপড়িপট্টিতে। ২০০১ সালের হিন্দি চলচ্চিত্র 'নায়ক'-এ এমন দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। অনিল কাপুর অভিনীত ওই ছবিতে একদিনের মুখ্যমন্ত্রী অনিল কাপুর সরকারি ফ্ল্যাট বণ্টনে দুর্নীতি ধরতে চলে গিয়েছিলেন ঝুপড়িপট্টিতে। তুকারাম নামের ওই চরিত্র একদিনের মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানিয়েছিলেন সরকার যেভাবে ফ্ল্যাট দিয়েছে সেভাবে রুটিরুজির ব্যবস্থা করে দিলে ভালো হয়। তাহলে ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে তাঁদের পেটের ভাত জোগাতে হত না। ফ্ল্যাট বণ্টনে অবশ্য দুর্নীতির কোনও অভিযোগ নেই। তবে পেটের ভাত জোগাতে জয়গাঁর তোর্ষা চা বাগানে রাজ্য সরকারের তৈরি করে দেওয়া সরকারি ঘর ভাড়া দিয়েছেন ওই বাগানের শ্রমিকদের একাংশ। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, এক গৃহবধূ বাড়ির সামনে ছোট দোকান খুলে বসেছেন। ০০৯ নম্বরের ওই আবাসিক জানান, তাঁরা ঘরভাড়া নিয়ে থাকন। তাঁদের বাড়ি চা সুন্দরী প্রকল্প থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। তাঁদের গৃহনির্মাণের কাজ চলছে। তাই ৭ মাস ধরে তাঁরা চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস করছেন। ভাড়া কত দিচ্ছেন? উত্তরে গৃহবধূ বললেন মাসে ১ হাজার টাকা।

- তোর্ষা চা বাগানে রাজ্য সরকারের তৈরি করে দেওয়া সরকারি ঘর ভাড়া দিয়েছেন ওই বাগানের শ্রমিকদের একাংশ
- দেড় হাজার টাকায় ভাড়া দিয়ে শ্রমিকরা তাঁদের পুরোনো বাসস্থানেই বসবাস করছেন
- তোর্ষা চা বাগানের দুই প্রান্তের একটি এলাকায় রয়েছে ২৫৬টি ঘর, আরেকটি এলাকায় রয়েছে ২২০টি ঘর

তবে বাড়ির মালিকের সঙ্গে তাঁদের কোনও চুক্তি হয়নি। তাঁর সংযোজন, শুধু তাঁরাই নয়, চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে দিব্যি বসবাস করছেন অনেকেই। বাড়ির মালিক কোথায়? তিনি তো বাড়িভাড়া দিয়ে তোর্ষা বাগানের গোপাল লাইনে নিজের পুরোনো শ্রমিক আবাসনে বসবাস করছেন। গোপাল লাইনে গিয়ে অবশ্য চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর প্রাপক বির্জু মুন্ডার দেখা পাওয়া যায়নি। তিনি কাজে গিয়েছেন বলে জানালেন বির্জুর স্ত্রী সরিতা। তাঁর বক্তব্য, 'দুটি বাড়ির বিদ্যুতের বিল দিতে হয়। সংসার চালাতে আমাদের ভরসা আড়াইশো টাকা মজুরি। সেজন্য ঘরভাড়া দিয়ে কিছুটা উপার্জন করছি।' তবে শুধু বির্জু নয়। চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর অনেকেই এক, দেড় হাজার টাকায় ভাড়া দিয়ে নিজেরা তাঁদের পুরোনো বাসস্থানেই বসবাস করছেন।

গোপাল লাইনে আরেক শ্রমিক কিষান মালপারির সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, বাপঠাকুরদার আমল থেকে তাঁরা চা বাগানের আবাসনে বসবাস করছেন। চা সুন্দরী প্রকল্পের যে ঘর সরকারের তরফে দেওয়া হয়েছে সেটা শুধুই ঘর। সেগুলোকে বাড়ি বলা যায় না। তাঁদের পুরোনো বাড়িতে বেশ কিছুটা করে ফাঁকা জমি রয়েছে। সেখানে শাকসবজি চাষ করেন তাঁরা। কেউ বাড়িতে গৃহপালিত প্রাণী প্রতিপালন করে কিছু রোজগার করেন। *এরপর আটের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

গোটা বনবস্তির ত্রাতা মনোজ

এলাকায় অনেকেরই নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর দশা। রাতবিরেতে কেউ অসুস্থ হলে পাশে দাঁড়ানোর কেউ ছিল না। ময়নাগুড়ির মনোজ সাহা অবশ্য সেই পরিস্থিতির বদল ঘটিয়ে সবাইকে নতুনভাবে স্বপ্ন দেখাতে শেখাচ্ছেন।

আলোর সারথি

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : রামশাই বুধুরাম বনবস্তি। গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া এই এলাকা রোজকার দুনিয়ার অনেকটাই বাইরে। ২৮টি পরিবারে সবমিলিয়ে ১২৬ জন সদস্য। বেশিরভাগই আশপাশের নানা চা বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে যা আয় হয় তাকে মোটেও 'ভালো' বলা যায় না। কিছু সরকারি সাহায্য রয়েছে বটে কিন্তু তা পরিবার ঠিকমতো চালাতে মোটেও ভরসা দেয় না। রাতবিরেতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বাইরে যাতায়াতের বন্দোবস্ত নেই। এমন পরিবেশে থাকতে হলে যে কেউই আতঙ্কে ভুগবেন। এই বস্তির বাসিন্দাদের অবশ্য সেই আতঙ্ক নেই। 'মুশকিল আসান' হিসেবে যে তাঁদের পাশে রয়েছেন ময়নাগুড়ির মনোজ সাহা। সব সময়।

বুধুরাম বনবস্তিতে গ্রামের মানুষদের নিয়ে অনুষ্ঠানে মনোজ সাহা।

তাঁর কীর্তিটা একনজরে দেখে নেওয়া যাক। গ্রামের শিশু, বয়স্কদের প্রতিদিনের তিনবেলা খাবারের ব্যবস্থার পাশাপাশি ছোটদের জন্য এলাকায় একটি মুক্ত বিদ্যালয়। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে গ্রামবাসীদের জন্য নতুন পোশাক। গ্রামের কেউ অসুস্থ হলে কিংবা চিকিৎসার জন্য বাইরে নিয়ে যেতে হলে সেই খরচ সামলানো। রয়েছে বিনামূল্যে অক্সিজেন ও অ্যাম্বুল্যান্সের বন্দোবস্তও। এখানেই শেষ নয়, *এরপর আটের পাতায়*

গুগল, জিও'র সঙ্গে এআই পাঠ

উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ সংবাদও

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৪ জানুয়ারি : পড়াশোনার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কীভাবে সাহায্য করতে পারে, পড়ুয়াদের মধ্যে সেই ধারণা তৈরি করতে বিভিন্ন স্কুলে যৌথভাবে সার্টিফিকেট কোর্স করানোর উদ্যোগ নিয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ, রিলায়েন্স জিও এবং গুগল। তারই অঙ্গ হিসাবে বুধবার জলপাইগুড়ির টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলে শিক্ষক ও পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করেন রিলায়েন্স জিও-র প্রতিনিধিরা। রিলায়েন্স জিও-র প্রতিনিধিদের তরফে জানানো হয়, ভবিষ্যতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অপরিহার্য অংশ হতে চলেছে। তাই স্কুলে প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রোগ্রামে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। স্কুলের প্রিন্সিপাল কৃতীকা ঘোষ বলেন, 'আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা একসঙ্গে কাজ করে লাভবান হব।'

শিলিগুড়ির দুন হেরিটেজ স্কুলেও এদিন একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পড়াশোনার ক্ষেত্রে এআই কীভাবে পথপ্রদর্শন করবে ও গুগল জেমিনি ব্যবহারের সুবিধে সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বোঝান বিশেষজ্ঞরা। স্কুলের নবম ও একাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। পড়ুয়াদের জন্য এটি একটি সময়োপযুক্ত কর্মসূচি বলে স্কুলের প্রিন্সিপাল ডঃ মৃন্ময়কান্তি দাস জানান।

আলিপুরদুয়ার টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলেও এদিন এআই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে রিলায়েন্স জিও ও গুগল জেমিনি। প্রশিক্ষণ শিবিরে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এআই-এর ভূমিকা, স্মার্ট লার্নিং টুল, অনলাইন রিসার্চ, প্রেজেন্টেশন তৈরি, পরীক্ষার প্রস্তুতি ও সৃজনশীল বিকাশে এআই কীভাবে সহায়ক হতে পারে- সেসব বিষয় হাতে-কলমে দেখানো হয় পড়ুয়াদের।

শিলিগুড়ির একটি স্কুলে চলছে এআই প্রশিক্ষণ শিবির। বুধবার।

প্রশিক্ষণ শিবিরে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান শিক্ষিকা মিলি মিত্র এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পড়ুয়াদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া সময়ের দাবি। এধরনের প্রশিক্ষণ পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।' অনুষ্ঠানে রিলায়েন্স জিও-র তরফে উপস্থিত ছিলেন জেসিএম রঞ্জিতকুমার ঝা, এফসিসিএনএ সুরজিৎ রায় এবং জেপিএল গোবিন্দ সাহা।

জুনিয়ার মিস ইন্ডিয়া মালদার প্রিন্সিপ্রিয়া

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৪ জানুয়ারি : পাঁচ বছর বয়স থেকে স্বপ্ন দেখা শুরু। অবশেষে স্বপ্নপূরণ। মালদার প্রিন্সিপ্রিয়া ভৌমিক আবারও প্রমাণ করল, যদি লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকা যায়, তবে সাফল্য ধরা দিতে বাধ্য। চলতি বছর রাজস্থানের জয়পুরে আয়োজিত জুনিয়ার মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় ১৫-১৬ বছর বিভাগে সেরার শিরোপা জিতে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে প্রিন্সিপ্রিয়া। এবার তার নজর মিস ইন্ডিয়া ও মিস ইউনিভার্সে।

প্রিন্সিপ্রিয়ার বাড়ি মালদা শহরের ৩ নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনিতে। সে শহরের একটি নামী বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। তার বাবা সুরজিৎ ভৌমিক পেশায় ব্যবসায়ী। মা পূর্ণিমা ভৌমিক সংসার সামলানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ইভেন্টে টুকটাক কাজ করেন। সেরা সুন্দরীর খেতাব জিতে মঙ্গলবার বাড়ি ফিরেছে প্রিন্সিপ্রিয়া।

সে জানিয়েছে, এবার জয়পুরের ক্লার্ক আমেরে জুনিয়ার মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। মোট ২৬টি রাজ্য থেকে প্রায় ১৭০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রথম দিন প্র্যাকটিস সেশন ছিল। দ্বিতীয় দিন কালচারাল রাউন্ড। সেখানে প্রিন্সিপ্রিয়ার বিষয় ছিল বাংলার নবান্ন উৎসব। কালচারাল রাউন্ডে সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এরপর তৃতীয় দিন চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় জুনিয়ার মিস ইন্ডিয়ার মুকুট ওঠে প্রিন্সিপ্রিয়ার মাথায়।

প্রিন্সিপ্রিয়ার কথায়, 'পরিবার বরাবর আমার পাশে ছিল। এই জয়ের সমান ভাগীদার আমার পরিবার। বাড়ি ফেরার পর চারিদিক থেকে প্রশংসা পাচ্ছি। এখন আমার লক্ষ্য মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় মালদা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করা। তারপর মিস ইন্ডিয়া হিসাবে মিস ইউনিভার্সে প্রতিনিধিত্ব করা। এটা আমার স্বপ্ন, তাই পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে এগিয়েছি।'

বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রিন্সিপ্রিয়া ভৌমিক। -সংবাদচিত্র

> আমারই মেয়ে যখন এত বড় একটা প্ল্যাটফর্মে সাফল্য অর্জন করেছে, তখন গর্বিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। ও এখন মিস ইন্ডিয়ার জন্য দু'বছর প্রস্তুতি নেবে।
>
> -পূর্ণিমা ভৌমিক
> *প্রিন্সিপ্রিয়ার মা*

পূর্ণিমা বলেন, 'আমি একটি ইভেন্টের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে কমবয়সিদের পাশাপাশি কলেজ পড়ুয়া, বিবাহিতা মহিলারাও আসেন। আমার মেয়ে-ই তাঁদের গ্রুমিং ও মডেলিংয়ের ক্লাস করায়। অনেকের ধারণা, ছোট জামাকাপড় পরে হাঁটা মানেই মডেলিং। কিন্তু মডেলিং আসলে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা। আমারই মেয়ে যখন এত বড় একটা প্ল্যাটফর্মে সাফল্য অর্জন করেছে, তখন গর্বিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। ও এখন মিস ইন্ডিয়ার জন্য দু'বছর প্রস্তুতি নেবে।' ইতিমধ্যেই প্রিন্সিপ্রিয়ার কাছে বেশ কিছু অফার আসতে শুরু করেছে বলেও তিনি জানান।

মঙ্গলবার প্রিন্সিপিয়া জয়পুর থেকে মালদায় বাড়িতে ফিরেছে। তাকে ঘিরে প্রতিবেশীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেকেই তাকে বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

নমোর স্তুতি কার্তিকের

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : আগামী শনিবার মালদায় অমৃত ভারত সহ একাধিক ট্রেনের উদ্বোধনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই উপলক্ষ্যে বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে তৎপর। হাওড়া ও কামাখ্যার মধ্যে চলাচলকারী বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন হবে সেদিন। রাধিকাপুর থেকে বেঙ্গালুরুগামী যে ট্রেনটি চলবে তাতে এমন কিছু জায়গায় স্টপ রয়েছে যেখান থেকে পুরী, বিশাখাপত্তনম, তিরুপতি, কাটপাডির মতো জায়গায় খুব সহজেই যাওয়া যাবে।' সিঙ্গুর থেকেও প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু ট্রেনের উদ্বোধন করবেন বলে জানা গিয়েছে।

স্মরণে

জ্যোতীকা রাণী বণিক

প্রয়াণ ১৫/১/২৩। তোমার শ্রীচরণে শত শত প্রণাম। ছেড়ে দিতে নাহি চাই, তবুও ছেড়ে দিতে হয়, তুমি আছো আমাদেরই হৃদয় মাঝে, মোদের দৃষ্টি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। বণিক পরিবার, রবীন্দ্রনগর, শিলিঃ। (C/113663)

অ্যাফিডেভিট

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং (WB-63 20100873781) পিতার নাম ভুল করে Umar Hoque থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 13.01.2026 অ্যাফিডেভিট বলে Umar Ali হইল। Esraful Haque, সাং- সুকারুরকুঠি, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

•

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং (WB-63 19990940940) পিতার নাম ভুল করে Omar Ali থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 13.01.2026 অ্যাফিডেভিট বলে Umar Ali হইল। Sirajul Hoque, সাং- সুকারুরকুঠি, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

•

দিনহাটা Ld. JM কোর্টে 31.12.2025 অ্যাফিডেভিট বলে আমি Hasanur Jaman পিতা Abu Siddik Ali হলাম। সাং- নান্দিনা, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

•

দিনহাটা Ld. JM কোর্টে 31.12.2025 অ্যাফিডেভিট বলে আমি Babu Hoque Saheb পিতা Lt. Bayatulya Miya হলাম। সাং- নান্দিনা, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৭৮৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৭৮৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

আমি Sri Subhash Sarkar পিতা স্বপন সরকার টটপাড়া, আলিপুরদুয়ার, গত ১২-১১-২০২৪ (ইং) তারিখে Judicial Magistrate আলিপুরদুয়ার কোর্টে অ্যাফিডেভিট (No 9201) বলে Subhash Sarkar এবং Subhas Sarkar একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (C/120000)

•

ভোটার ID কার্ড নং WB/01/004/555097 আমার নাম ভুল থাকায় গত 14.01.26 J.M. (1st Class), 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Rajkumar Nindra এবং Rajib Nindra এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। Rajib Nindra মুছে দিয়ে উল্লেখিত ভোটার লিস্ট এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিতে শংসোধন করে আমার নাম Rajkumar Nindra পেতে এই হলফনামা পেশ করলাম। S.N. রোড বাই লেন। কোচবিহার, থানা- কোতোয়ালি, পোঃ+জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ। (C/118991)

•

আমি MD Zakir Hossain, S/o- Milkul Hoque, Vill- Samir Gharami Tola, P.O.- Alinagar, P.S.- Kaliachak, Dist-- Malda, আমার H.S, B.Sc (Hons), M.Sc. and B.Ed ও আধার কার্ডে আমার নাম MD Zakir Hossain আছে কিন্তু মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট Index No- RI-005, Reg No- R1005061-001 Roll- R10251, No-0065 আমার নাম ভুল থাকায় গত 2/12/2016তে প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Zakir Hossain থেকে Md Zakir Hossain করা হয় যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119997)

•

আমি Laili Bibi, W/o- Rabu Rahaman, Vill- Narendrapur, P.O- Kanchantar, P.S- English Bazar, Dist- Malda, Pin- 732103 (WB) আমার DOB 25/05/1985, কমলাবাড়ী হাইস্কুলে পড়াশোনাকালে স্কুল ঠিকানা (P.O- Kamalabari, P.S- English Bazar, Dist- Malda). আমার নাম Gouri Mandal (D/o- Naresh Ch Mandal @ Naresh Mandal, Gour Banga Jodupur, P.O- Kamalabari, P.S- English Bazar, Dist- Malda) ছিল, 2007 এ আমি মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে Rabu Rahaman, S/o- Muklesur Rahaman-এর সাথে বিয়ে করি ও নাম পরিবর্তন করে Laili Bibi রাখি, আমার এক মেয়ে (Rakiba Khatun, DOB- 22/12/2008) ও এক ছেলে Mobarak Sk, DOB- 31/08/2011) বর্তমান, গত 18 বছর ধরে আমি সংসার করছি, গত 13/01/2026 এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমি Laili Bibi, W/o- Rabu Rahaman নামে পরিচিত হলাম, Gouri Mandal, D/o- Naresh Ch Mandal @ Naresh Mandal @ Laili Bibi, W/o- Rabu Rahaman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120001)

কর্মখালি

B. Tech/Diploma in Civil & Mechanical, Site Supervisor (Experienced, Fresher), Computer Operator with Tally. Email : raiganjoffice309@gmail.com (C/120003)

•

হাকিমপাড়া শিলিগুড়িতে অবস্থিত একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে একজন প্রাইভেট ড্রাইভার (অভিজ্ঞ, সমস্ত ধরনের এলাকায় ড্রাইভ করতে সক্ষম) নিয়োগ করবে। মাসিক বেতন ১৫,০০০/- এবং বহিরাগতদের জন্য বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা আছে, আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন - Mob: 9733263726.

•

E-Commerce কোম্পানীতে Lastmile Delivery করার জন্য শিলিগুড়ি অঞ্চলে 734002, 734003, 734005, 734009, 734010, 734011, 734012, 734013, 734014, 734015, 734421- এই পিনকোডগুলোতে পুরুষ প্রার্থী চাই। ১ কপি বায়োডাটা, ২ কপি ছবি, বাইক, পার্মানেন্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান, আধার কার্ড আবশ্যক। আয় ঃ 30000 পর্যন্ত এবং ১ লাখ টাকার Medical Insurance এবং ৫ লাখ টাকার Accidental Benefit-এর সুবিধা। যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ। বয়স ঃ ২১-৩৫। যোগাযোগ ঃ Zodiac Express Pvt. Ltd. 9830741640, 6296051762. (K)

বিক্রয়

Flat for sale 'Kuber Shree Apartment', 3BHK, Burdwan Road, Near Heritage Hospital, Santhosi Nagar, Siliguri. 9871790983, 8367810278.

•

মালদা জেলার উত্তর হরিশ্চন্দ্রপুর (জেএল-102) মৌজার, 109 দাগে নিজ খতিয়ান (12331 নং) মূলে 12.38 শতক জমি সত্বর বিক্রয় করিতে চাই। প্রকৃত ক্রেতা সত্বর যোগাযোগ করুন। পাপ্পু কুমার সাহা - 9563413012. (C/119999)

অ্যাফিডেভিট

15-09-25 তারিখ কোচবিহার সদর J.M. কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে দুটি শিশুর জন্ম সার্টিফিকেটে, আমার নাম আজাদি মিঞার বদলে, আজিরউদ্দিন মিঞা হলাম। ছোট নলঙ্গীবাড়ি, কোচবিহার।

•

আমি Dibendu Ghosh, পিতা: Kalachan Ghosh, ঠিকানা: উত্তর ইটখোলা, ওয়ার্ড নং 7, পোঃ ও জেলা: আলিপুরদুয়ার। ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 6920200001696-এ আমার নাম ভুলবশত Debendu Ghosh উল্লেখ থাকায় গত ১৩/০১/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st class J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার নাম Debendu Ghosh থেকে Dibendu Ghosh, করা হল। Dibendu Ghosh এবং Debendu Ghosh একই ব্যক্তি। (C/118794)

আজ টিভিতে

নামকরা তারকাদের সঙ্গে জোয়ার ভাঁটা-তে পিঠেপুলি উৎসব। রাত ৮.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ শয়তান, দুপুর ১.০০ জামাইবাবু জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.৩০ ঘাতক, সন্ধে ৭.৩০ অন্যায় অবিচার, রাত ১০.৩০ পাগলু-টু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সুজন সখি, দুপুর ১.০০ মহাগুরু, বিকেল ৪.১৫ গল্প হলেও সত্যি, সন্ধে ৬.৪৫ শত্রুর মোকাবিলা, রাত ১০.১৫ সঙ্গী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চিঠি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আদরের বোন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম প্রতিজ্ঞা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩১ ফুকরে, দুপুর ২.০৮ আ অব লওট চলেঁ, বিকেল ৫.১০ খিলাড়ি ৭৮৬, সন্ধে ৭.৩০ ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, রাত ১১.১০ আচার্য

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৫৯ ইজ্জতদার, বিকেল ৩.৩০ সৈনিক, সন্ধে ৬.৫০ অর্জুন পণ্ডিত, রাত ১০.০০ হাউসফুল-টু

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৫২ দিল হ্যায় বেতাব, দুপুর ১.৪৬ ক্ষত্রিয়, বিকেল ৫.০৭ নাজায়েজ, সন্ধে ৭.৪৮ ময়দান-এ-জঙ্গ, রাত ১০.৫০ আগ

জি সিনেমা : সকাল ১০.৫০ দ্য রোড, দুপুর ১.৫৭ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, বিকেল ৪.৪৩ কিক, সন্ধে ৭.৫২ স্কন্দ, রাত ১০.৫৪ খুঁখার

জি বলিউড : বেলা ১১.১০ মহারাজা, দুপুর ২.০০ অন্দাজ, সন্ধে ৭.৫৫ চালবাজ, রাত ১১.১৬ ধরম করম

গল্প হলেও সত্যি বিকেল ৪.১৫ কালার্স বাংলা সিনেমা

পিকনিক স্পেশাল পর্ব

চিকেন রোল উইথ ইয়েলো পেপার সস তৈরি শেখাবেন মৌসুমি মিত্র। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

মহাপর্ব

বৃন্দাবন বিলাসিনী সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

মালদা টাউন স্টেশনে কিছু ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর পরিবর্তন

পরিচালনগত কারণে, ১৬.০১.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) ও ১৭.০১.২০২৬ তারিখে (শনিবার) মালদা টাউন স্টেশনে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির আগমন এবং প্রস্থানের প্ল্যাটফর্ম নম্বর নিম্নরূপে পরিবর্তিত হবে :

১৬.০১.২০২৬ তারিখে (শুক্রবার)

ট্রেন নং ও নাম	প্ল্যাটফর্ম নং.
১৩১৫৩ শিয়ালদহ - মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস	৫
১৩১৫৪ মালদা টাউন - শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস	
৫৫৪২২ বালুরঘাট - মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার	
১৩৪১৬ পটনা - মালদা টাউন এক্সপ্রেস	৬
১৩৪১৭ দিঘা - মালদা টাউন এক্সপ্রেস	
১৩৪১৫ মালদা টাউন - পটনা এক্সপ্রেস	
১৩৪১০ কিউল - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	
২২৩০২ নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস	৩
১৩০৩৪ কাটিহার - হাওড়া এক্সপ্রেস	
১২৫০৮ শিলচর - তিরুবনন্তপুরম আরোনই এক্সপ্রেস	
১৫৭৩৪ ভাতিন্ডা - বালুরঘাট ফারাক্কা এক্সপ্রেস	
১৫৯৬২ ডিব্রুগড় - হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস	
১৩০৬৪ বালুরঘাট - হাওড়া এক্সপ্রেস	
১৩৪৬৫ হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	৭
১৩০১১ হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	

১৭.০১.২০২৬ তারিখে (শনিবার)

ট্রেন নং ও নাম	প্ল্যাটফর্ম নং.
১৫৭২২ নিউ জলপাইগুড়ি - দীঘা পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস	৫
১৩১৫৩ শিয়ালদহ - মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস	
২০৫০৭ সাইরাং - আনন্দ বিহার টার্মিনাল রাজধানী এক্সপ্রেস	
১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস	৩
১৫৬৫৮ কামাখ্যা - ওল্ড দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল	
১২০৪২ নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস	
১৩০১২ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	৭
১৩৪৬৬ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	
৬৩৪০১ সাহেবগঞ্জ - মালদা টাউন মেমু প্যাসেঞ্জার	
১২৩৪৩ শিয়ালদহ - হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল	৪
১৩১৫৯ কলকাতা - যোগবাণী এক্সপ্রেস	
১৩৪০৯ মালদা টাউন - কিউল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	৬
৫৫৪২১ মালদা টাউন - বালুরঘাট প্যাসেঞ্জার	
১৩১৭৪ সাব্রুম - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস	
১৩৪২৫ মালদা টাউন - সুরাট এক্সপ্রেস	

যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T No.
KMG/BDO-ET/17/2025-26 (2nd Call)
KMG/BDO-ET/22/2025-26 (2nd Call)
KMG/BDO-ET/14/2025-26 (3rd Call)
KMG/BDO-ET/15/2025-26 (3rd Call)
KMG/BDO-ET/16/2025-26 (3rd Call)
KMG/BDO-ET/21/2025-26 (3rd Call)
under APAS
Last date and time for bid submission-21/01/2026 at 18.00 hours. For more information please visit : **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

Notice Inviting Tender

Tenders are invited vide NIT No.-03/BDO/K-I of 2025-26 Dated - 14.01.2026 by the B.D.O Kaliachak-I B.D.O, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. of West Bengal, intending bidders are requested to visit the Block office for details. Last date of application for Tender paper at 21.01.2026 up to 14:00 PM.
Sd/-
Block Dev. Officer
Kaliachak-I Dev. Block, Malda

Cancellation of Advertisement for Recruitment

The advertisement vide memo no. 2904/DH&FWS/SLG/23 Dated 26-12-2023, Part of 2905/DH&FWS/SLG/23 dated 26-12-2023, 2578/DH&FWS/SLG/24 Dated 03/09/2024 by the CMOH, Darjeeling for the selection of the contractual staffs under various health programmes under DH &FWS, SMP stands cancelled.
For details please check **www.wbhealth.gov.in www.siliguri.gov.in www.darjeeling.gov.in**
Sd/- Chief Medical Officer of Health, Darjeeling &
The Secretary, DH&FWS, Siliguri

Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himachal Vihar, Near- Passport Seva, Laghu Kendra, Matigara-734010
RECRUITMENT NOTICE
Applications are hereby invited from suitable retired state/central Government Sub-Assistant Engineer (Civil) at Siliguri Jalpaiguri Development Authority on contractual basis for a period of 1 (one) year, which may be renewed on year wise basis on satisfactory service of the candidate concerned. Applicants age should not be above 64 years as on 01.01.2026. Willing candidates should submit the application within 30.01.2026. For details please visit the website-**www.sjda.org** or contact Administrative Section of SJDA at (0353)2512922, 2515647.
Sd/-
Chief Executive Officer

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং.: ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪০১, তারিখ: ১২.০১.২০২৬, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **কাজের নাম:** (১) "ভাগলপুরে কোচিং স্টেবলিং লাইনের জন্য ওএইচই এবং আলোর ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (২) "মালদা ডিভিসনের মেন লাইনে বারিয়ারপুর (বিইউপি) এবং ধরহরা (ডিআরএইচ)-এর জন্য সিআইবি টিআইবি-র ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৩) "বাঁকা-বাঁকা স্টেশনে দ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা স্থাপন" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৪৮,৯৯,৮২৯.৪০ টাকা, **বায়নামূল্য:** ৯৮,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়:** ২০.০১.২০২৬ থেকে ০৩.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড:** ওয়েবসাইট: **www.ireps.gov.in,** নোটিস বোর্ড: সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/ অফিস/মালদা টাউন। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
MLD-293/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনে সুলতানগঞ্জ (এসজিজি), বারহারওয়া (বিএইচডব্লু), শিবনারায়ণপুর (এসভিআরপি), পীরপৈঁতি (পিপিটি), রাজমহল (আরজেএল) এবং মুঙ্গের (এমজিআর) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।
অকশন ক্যাটালগ নং.: পিএনইউ-০২-২০২৬
ক্রমিক নং., লট নং., স্টেশন নিম্নরূপ: **(১)** পিএনইউ-এমএলডিটি-এসজিজি-টিওআই-৪১-২৫-৩, সুলতানগঞ্জ **(২)** পিএনইউ-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-টিওআই-০৫-২৬-১, বারহারওয়া **(৩)** পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি-টিওআই-৫০-২৫-২, শিবনারায়ণপুর **(৪)** পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি-টিওআই-৩৪-২৫-২, পীরপৈঁতি **(৫)** পিএনইউ-এমএলডিটি-আরজেএল-টিওআই-৩৯-২৫-৩, রাজমহল **(৬)** পিএনইউ-এমএলডিটি-এমজিআর-টিওআই-৩৭-২৫-২, মুঙ্গের **(৭)** পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি-টিওআই-৫১-২৫-২, শিবনারায়ণপুর। **অকশন শুরুর তারিখ:** ২৮.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-292/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : যে কোনও বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া আগে বাবার সঙ্গে আলোচনা করে নিন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। বৃষ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের সুবাদে ভালো চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। স্ত্রীর হস্তক্ষেপে সাংসারিক সমস্যা মিটবে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিপত্তি বজায় থাকবে। হঠাৎ কোনও খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ, জ্বর-সর্দিকাশিতে ভোগান্তি। কর্কট : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা সাংগঠনিক কাজে সুফল পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন। সিংহ : শিল্পী ও কলাকুশলীদের আজ নতুন কোনও কাজের খবর মিলতে পারে। বিদেশে কর্মরত সন্তানের সুখবর পাবেন। কন্যা : আজ ব্যবসায়ীদের আর্থিক সমস্যা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। সামাজিক কাজে নিজেকে যুক্ত করতে পারলে প্রতিপত্তি বাড়বে। তুলা : কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ার ফলে পদোন্নতি আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা। নার্ভের সমস্যায় ভোগান্তি। বৃশ্চিক : স্ত্রীর ভাগ্যে শ্বশুরকুল থেকে স্থাবর সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। ধনু : কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সঙ্গে বদলির খবরও পেতে পারেন। কর্মপ্রার্থীর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফল আশা করতে পারেন। মকর : পাওনা টাকা আদায় নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। ব্যবসায়ীরা শুল্ক সংক্রান্ত সমস্যায় পড়তে পারেন। কুম্ভ : বাবার শরীর নিয়ে একটু চিন্তা যাবে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আজ চেষ্টা করুন কিছুটা ঋণ শোধ করার। ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। মীন : জমি, বাড়ি, কেনার জন্য অন্যের কথায় বিনিয়োগ করবেন না। ভোগবিলাসে অত্যধিক টাকা খরচ করায় সঞ্চিত অর্থে টান পড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২৫ পৌষ, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬, ১ মাঘ, সংবৎ ১২ মাঘ বদি, ২৫ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৮। বৃহস্পতিবার, দ্বাদশী রাত্রি ৮।৩৪। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র অহোরাত্র। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ৯।৫১। কৌলবকরণ দিবা ৭।২৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৮।৩৪ গতে গরকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ রাত্রি ৮।৩৪ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈঋতে, রাত্রি ৮।৩৪ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ২।২৭ গতে ৫।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৭ গতে ১।২৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। রাত্রি ৮।৩৪ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৮।৩৪ মধ্যে মাসদগ্ধা। পূর্বাহ্ণ ১০।০ মধ্যে একাদশীর পারণ। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। পশ্চিমঙ্গের কোনও কোনও স্থানে সায়ংকালে বহিঃপ্রাঙ্গণে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপুজো। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ১০।৪৩ গতে ১২।৫৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১।৭ গতে ৩।৪২ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্নানের পর তটজুড়ে নারকেল, ফুল

পুলকেশ ঘোষ

গঙ্গাসাগর, ১৪ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে বুধবার ২৫ লক্ষ পুণ্যার্থী অবগাহন করলেন গঙ্গাসাগরে। এবারে এই নিয়ে ৮৫ লক্ষ মানুষ পুণ্যস্নান সেরেছেন গঙ্গাসাগরে। বুধবার রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই দাবি করেছেন। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বলেছেন, 'তিল আর গুড়ের মিষ্টত্বে ভরা মকর সংক্রান্তি ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। সবার জীবন সুখ-সমৃদ্ধি এবং সফলতায় ভরে উঠুক।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সবাইকে মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

স্নানের মহাযোগ শুরু হয় দুপুর একটা বেজে উনিশ মিনিটে। কিন্তু কাকভোর থেকেই থিকথিকে ভিড়ে রীতিমতো বেসামাল পরিস্থিতি। লট-৮ এ আটকে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েন সাগরের জলে। ভাঙনের কারণে বন্ধ রাখা ঘাট বাদে সর্বত্র বিপুল সংখ্যক মানুষ স্নান সেরে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য ধাবিত হন। স্নান সেরে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দিলে পুর্নজন্ম হয় না। এই বিশ্বাসে ভর করে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ৮ থেকে ৮০'র ভক্তবৃন্দকে ড্রপ গেট দিয়েও পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক, সিভিক পুলিশের বাহিনী আটকে রাখতে হিমসিম খায়। দেশি-বিদেশি ভক্তের দল অব্যবস্থার অভিযোগও তোলেন। ভিড়ের দাপটে যে যথেষ্ট 'অসুবিধা হয়েছে', তা অরূপ স্বীকার করলেও বিষয়টিকে 'বদনামের অপচেষ্টা' হিসাবেই দেখছেন।

মেসি কাণ্ডের পর থেকে বড় ইভেন্টের ক্ষেত্রে অরূপকে সামনের সারিতে দেখা যায়নি। কিন্তু

ভালো রেখো... বুধবার গঙ্গাসাগরে। - রাজীব মণ্ডল।

মমতা যে আবারও অরূপেই আস্থা রাখছেন তার উদাহরণ এই মেলা। প্রতিদিনের সাংবাদিক বৈঠকের দায়িত্বও তাঁরই হাতে। ভিড় ও ঠাণ্ডায় এদিন আরও দু'জনকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে পাঠিয়ে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অসমের বাসিন্দা ৫১ বছরের মিঠু মণ্ডল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। সাগরমেলায় এটিই প্রথম মৃত্যুর ঘটনা।

ভিড়ের চাপে সারাদিনই মাইকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘোষণা। পুণ্যার্থীদের ভিড় আর অস্থায়ী আবাসনে কান পাতলেই কান্নার আওয়াজ। বজরং দলের শিবিরে আর হ্যাম রেডিওর স্বেচ্ছাসেবকদের চূড়ান্ত ব্যস্ততা তাঁদের নিয়ে। বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ নিয়ে হিমশিম। ভিড়ের সুযোগে পকেটমারদেরও রমরমা। দেখা হল মোহন্ত ধর্মরাজের সঙ্গে। তাঁদের দু'জনের পকেটমারি হয়েছে। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, ২৭২টি পকেটমারির ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালপত্র উদ্ধার হয়েছে বলে তাঁর দাবি। গ্রেপ্তার ৭৭২ জন।

দুপুরে যখন আসল স্নানযোগ শুরু হল, তখন সাগরতট অনেকটাই ফাঁকা। তট জুড়ে ছড়িয়ে পুজোর নারকেল, ফুল। সৈকত প্রহরী জাহিদ ব্যস্ত তট সাফাইয়ে।

হঠাৎ হাজির ২০০-র বেশি অফিসার

নিজাম প্যালেসে দফায় দফায় বৈঠক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : কয়লা পাচার মামলায় গত সপ্তাহেই তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের অফিস এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির তল্লাশি অভিযানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদ চরমে উঠেছে। এরই মধ্যে গত কয়েকদিনে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি এবং সিবিআইয়ের ২০০ জনেরও বেশি অফিসার কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারি হস্টেল ও কয়েকটি বেসরকারি হোটেলে তাঁদের রাখা হয়েছে। বুধবার নিজাম প্যালেসে এই আধিকারিকরা দফায় দফায় বৈঠক করেন। নিয়োগ দুর্নীতি মামলা ছাড়াও এই দুই তদন্তকারী সংস্থার হাতে এই রাজ্যের বালি, কয়লা, গোরু পাচার, চিটফান্ড কেলেঙ্কারি সহ একাধিক মামলা রয়েছে। এছাড়া র‍্যাশন দুর্নীতি মামলারও তদন্ত চালাচ্ছে এই দুই সংস্থা। এদিন এই মামলার তদন্তকারী আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁদের দফায় দফায় বৈঠক হয়। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্যে ফের বড় ধরনের তল্লাশি অভিযান হতে পারে বলেই সূত্রের খবর।

গত বৃহস্পতিবার লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের বাড়ি ও সল্টলেক সেক্টর-ফাইভে আইপ্যাকের অফিসে

- দিল্লি, মুম্বই ও উত্তরপ্রদেশের অফিসাররা এসেছেন
- রাজ্যে চলা মামলাগুলি নিয়ে তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক
- ফের বড় ধরনের তল্লাশি অভিযান হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে

একযোগে তল্লাশি চালায় ইডি। তল্লাশি চলাকালীন এই দুই জায়গাতেই পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে তিনি বেশ কিছু নথি সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। ইডি ও সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, এই রাজ্যে চলা মামলাগুলির তদন্তে অগ্রগতি কী, কতগুলি চার্জশিট আপাতত আদালতে জমা পড়েছে, অভিযুক্তদের কতজন পলাতক রয়েছে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে কোন মামলার সূত্রে একঝাঁকে এতজন অফিসার কলকাতায় এসেছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে এই অফিসাররা কেউই এরাজ্যে কোনওদিন কর্মরত ছিলেন না। মূলত দিল্লি, মুম্বই ও উত্তরপ্রদেশ থেকেই এই অফিসারদের জরুরি ভিত্তিতে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অতিসক্রিয়তা যে আরও দেখা যাবে তা একপ্রকার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধেও সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে ইডি। ফলে পরিস্থিতি কোনদিকে যায় তার ওপর নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

টেট তালিকায় নজর একাধিক বিষয়ে

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের নির্দেশিকার পরিপ্রেক্ষিতে টেট অনুত্তীর্ণ শিক্ষকদের তালিকা প্রস্তুত করছে রাজ্য। সেই তালিকা তৈরি করতে গিয়ে একাধিক স্তরের চাকরিপ্রার্থীদের বিষয়ে নজরে রাখতে হচ্ছে শিক্ষা দপ্তরকে। চাপ বাড়াচ্ছে শিক্ষকমহলও। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি সহ শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের উদ্দেশে তাদের আবেদন, অবিলম্বে রাজ্যের অবস্থান সুনির্দিষ্ট করা হোক, যাতে কোনও শিক্ষক রাজ্যের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তের ফলে বিপদে না পড়েন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি ট্রেন্ট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে ২০১১ সালের আগে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই শিক্ষকদের টেট পরীক্ষায় বসা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। কারণ, ২০১১ সালের ২৯ জুলাই প্রকাশিত কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ওই সমস্ত শিক্ষক সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের আওতায় পড়ছেন না। ২০০১ সালের প্রাথমিক নিয়োগ নীতি অনুযায়ী টেট বাধ্যতামূলক নয়। শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের দাবি, ২০০৯ সালের শিক্ষা অধিকার আইনের পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি ভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত

> ২০১৬ সালের আগে নিযুক্ত শিক্ষকদের উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে দেখানো হলে আমরা আইনের দ্বারস্থ হব।
>
> **সৌরেন ভট্টাচার্য**

সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে টেট মুক্ত হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারীর কথায়, রাজ্যে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এই শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার আগে প্রকাশিত হলেও নিয়োগ কার্যকর হয়েছে বহু বছর পর। এই প্রশাসনিক ও আইনি জটিলতার ভুক্তভোগী শিক্ষকরা হতে পারেন না। ফলে, তাঁদেরকে টেট অনুত্তীর্ণ হিসেবে গণ্য করা সম্পূর্ণ অন্যায্য।

বৃহত্তর গ্র্যাজুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, ২০১৬ সালে প্রথম এসএলএসটি পরীক্ষার আগে নিযুক্ত সকল ক্যাটিগোরির শিক্ষককে উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নয়, নরম্যাল সেকশন শিক্ষক হিসেবে দেখাতে হবে। সংগঠনের অভিযোগ, বাংলার শিক্ষা পোর্টাল থেকে রাজ্য সরকার শিক্ষকদের তথ্য সংগ্রহ করবে। কিন্তু ওই পোর্টালে শিক্ষকদের সেকশন সংক্রান্ত তথ্য এখনও সুনির্দিষ্টভাবে সংশোধন করা হয়নি। ডক্টর সৌরেন ভট্টাচার্য বলেন, '২০১৬ সালের আগে নিযুক্ত শিক্ষকদের উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে দেখানো হলে আমরা আইনের দ্বারস্থ হব।' শিক্ষক মহলের প্রত্যেকটি অভিযোগকে খতিয়ে দেখে টেট অনুত্তীর্ণ শিক্ষকদের সুনির্দিষ্ট তথ্য তৈরি করছে শিক্ষা দপ্তর।

উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে অভিষেক। সংবাদচিত্র

শুভেন্দুকে তলব চাঁচল থানার

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সাতদিনের মধ্যে চাঁচল থানায় হাজিরা দিতে নোটিশ পাঠাল পুলিশ। সোমবার চাঁচল থানার আইও মহম্মদ মনিরুল ইসলামের সই করা এই নোটিশ হাতে পেয়েছেন শুভেন্দু। প্রাক্তন পুলিশ কর্তা ও তৃণমূল নেতা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে এই নোটিশ ইস্যু করেছে চাঁচল থানা। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২ জানুয়ারি চাঁচলে সভা করতে গিয়ে প্রসূনকে লক্ষ্য করে শুভেন্দু বলেছিলেন, 'গনি খান চৌধুরীর পরিবারকে কেউ চোর বলতে পারবে না। কিন্তু এখন মালদার ক্ষমতা যাদের হাতে চলে গিয়েছে...। খগেন মুর্মুর কাউন্টিং এজেন্টদের গণনার আগের দিনে এই প্রসূন একটা ডাকাত, লম্পট, চরিত্রহীন ইয়াসিনকে নিয়ে ভোট লুঠ করতে গিয়েছিল।'

প্রসূনের দাবি, সভা থেকে শুভেন্দু শুধু তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণই করেননি, সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক একাধিক মন্তব্যও করেছেন। এর বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় অভিযোগ জানানোর পর প্রসূন বলেন, 'একটা কনস্টেবলকে খুন করেছে। ভয়ের চোটে এতদিন হাইকোর্টের রক্ষাকবচ নিয়ে গ্রেপ্তারি এড়াচ্ছিলেন। কিন্তু এবার তদন্ত হবে। মৃত কনস্টেবলের বৌ ১৬৪ ধারায় শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মামলাও করবে।' বেশ কয়েক বছর আগে শুভেন্দুর নিরাপত্তায় থাকা এক কনস্টেবলের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর শুভেন্দুর বিরুদ্ধে নতুন করে সেই মামলা শুরু করতে চেয়েছিল রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশে গ্রেপ্তারি নিয়ে রক্ষাকবচ থাকায় শুভেন্দুর বিরুদ্ধে বেশি দূর এগোতে পারেনি রাজ্য। সম্প্রতি শুভেন্দুর সেই রক্ষাকবচ তুলে নিয়ে নিয়েছে হাইকোর্ট। তারপরেই এদিন চাঁচলের প্রসঙ্গে পুরোনো সেই মামলার কথা তুলে এনে হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন পুলিশ কর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারী কী বলেছেন, সেটা আমরা সবাই শুনেছি। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে যা বলেছেন, তার জন্য কেউ আদালতে মানহানির মামলা করতেই পারেনি। কিন্তু পুলিশের কাছে এফআইআর করার উদ্দেশ্য কী সেটা স্পষ্ট নয়। প্রসূনবাবু একসময় মালদা সহ এই এলাকার ডিআইজি ছিলেন। আমার মনে হয় তিনি তাঁর পুরোনো পদের অমর্যাদা করছেন।' চাঁচল থানার নোটিশকে প্রতিহিংসার রাজনীতি বলেই দেখছে বিজেপি।

শুভেন্দুকে নোটিশ প্রসঙ্গে চাঁচল থানার আইসি অভিজিৎ দত্ত বলেন, 'প্রসূনবাবুর অভিযোগের ভিত্তিতে শুভেন্দুবাবুকে (৩৫/৩)বিএনএসএস ধারায় নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সাতদিনের মধ্যে ওঁকে থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।'

সিইও দপ্তরে তৃণমূল-বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : ফরাক্কার বিধায়কের নেতৃত্বে শুনানি কেন্দ্রে গিয়ে ভাঙচুরের ঘটনায় জেলা শাসকের কাছে জরুরি রিপোর্ট তলব করে এফআইআর করার নির্দেশ দিলেন সিইও। খবর, ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর ও শুনানি কেন্দ্রে হামলার ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সমাজমাধ্যমে পাওয়া ভিডিওতে (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) শুনানিকেন্দ্রে গণ্ডগোলের সময় স্থানীয় বিধায়ককেও সেখানে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অধীন ফরাক্কা থানা থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে বিডিও অফিসে শুনানি চলাকালীন আচমকাই সেখানে হামলা করে দুষ্কৃতীরা। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে জোর করে নাম কেটে দেওয়ার অভিযোগ তুলে শুনানি বন্ধ করে দেয় দুষ্কৃতীরা।

শুনানি পর্বের মধ্যেই ভোটার তালিকায় নাম তোলা ও বাদ দেওয়া নিয়ে তৃণমূল-বিজেপির তর্জায় সরগরম রাজ্য রাজনীতি। তৃণমূলের অভিযোগ, এসআইআরের লক্ষ্যপূরণ না হওয়ায় এখন ফর্ম-৭ দিয়ে বৈধ ভোটারদের নাম কাটার উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি। মঙ্গলবারই মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছিলেন। তারপরেই পথে নেমেছে তৃণমূল। এদিকে ফর্ম-৭ জমা না নেওয়ার জন্য এইআরওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব বিজেপি।

বুধবার তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ, পার্থ ভৌমিক, মন্ত্রী শশী পাঁজা ও মানস ভুঁইয়া সিইও দপ্তরে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁদের স্মারকলিপি পেশ করেন। এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে নদিয়ায় হাজার হাজার ফর্ম-৭ জমা করে ইআরওদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে বিজেপি। ১১ হাজার ৪৭২ জনের নাম শুনানিতে বাদ গিয়েছে, তার মধ্যে শুধু নদিয়া থেকেই বাদ গিয়েছে ৯ হাজার ২২৮ জনের। মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'ফর্ম-৭ নিয়ে এইআরওদের ওপর মাইক্রো অবজার্ভারদের দিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে বিজেপি। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। অবিলম্বে এটা বন্ধ করতে হবে।' তৃণমূলের পরেই সিইও-র কাছে পালটা দাবি নিয়ে হাজির হয় বিজেপির প্রতিনিধিদল। বিজেপির দাবি, রাজ্যজুড়েই ফর্ম-৭ জমা নিতে অস্বীকার করছে আধিকারিকরা।

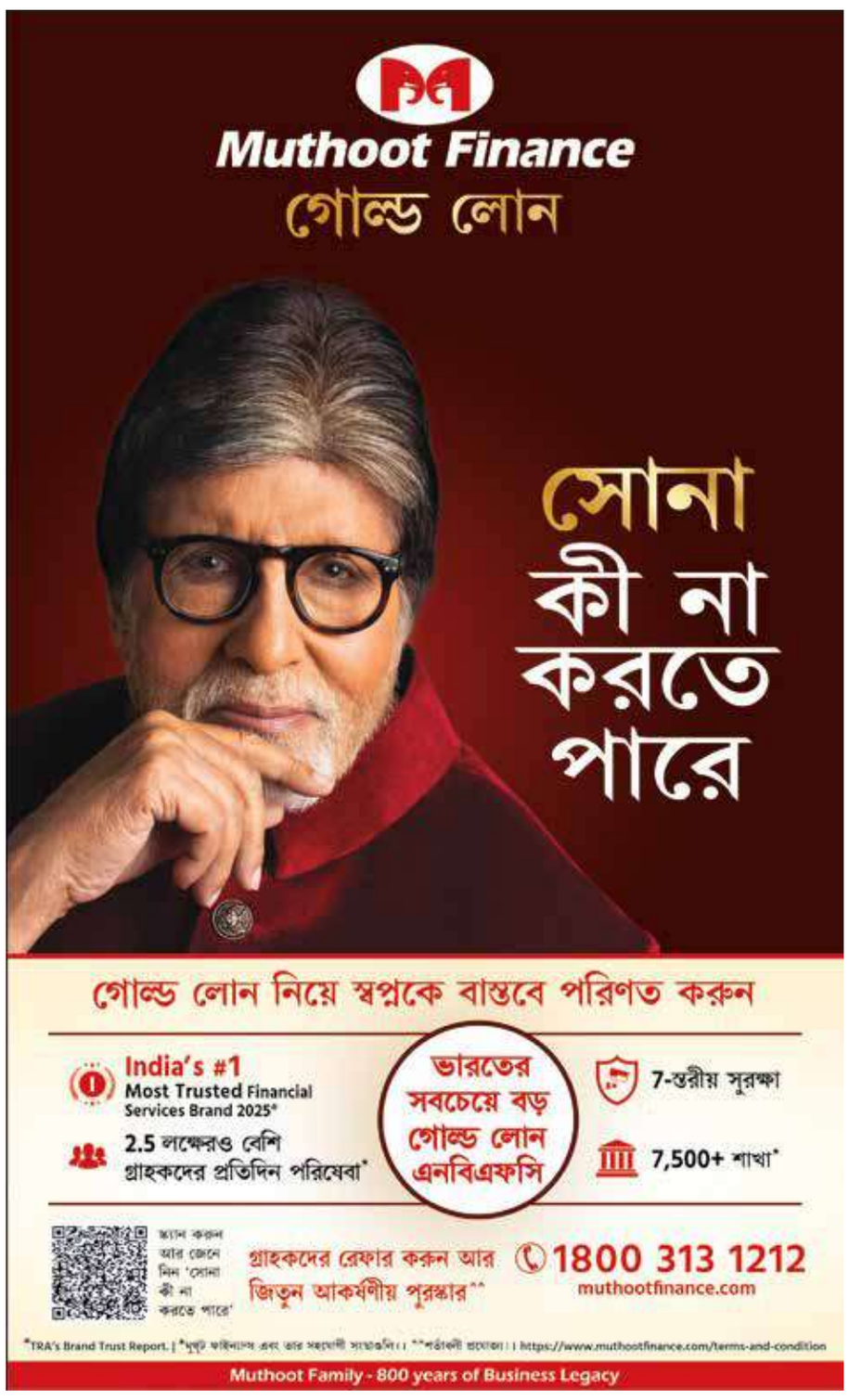

মালদা টাউন - কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার স্পেশালের উদ্বোধনী যাত্রা

কামাখ্যা ও হাওড়া-র মধ্যে একটি নতুন ট্রেন পরিষেবা তথা ২৭৫৭৬/২৭৫৭৫ কামাখ্যা-হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা করা হবে। একটি উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেন তথা ০২০৭৫ মালদা টাউন-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল ১৭.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে মালদা টাউন থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং নিম্নলিখিত সম্ভাব্য সময়সূচী ও স্টপেজ অনুসারে চলবে :

স্টেশন	০২০৭৫ মালদা টাউন-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল		
	পৌঁছবে	ছাড়বে	দিন
মালদা টাউন	–	১৩.১৫	১৭.০১.২০২৬ (শনিবার)
আলুয়াবাড়ী রোড	১৫.১৫	১৫.২০	
নিউ জলপাইগুড়ী	১৬.০৫	১৬.১৫	
জলপাইগুড়ি রোড	১৬.৫০	১৬.৫৫	
নিউ কোচবিহার	১৮.০৫	১৮.১০	
নিউ আলিপুরদুয়ার	১৮.২৫	১৮.৩০	
নিউ বঙ্গাইগাঁও	২০.০০	২০.০৫	
রঙ্গিয়া	২১.৩০	২১.৩৫	
কামাখ্যা	২৩.১৫	–	

ট্রেনটির নিয়মিত পরিষেবা সম্পর্কে পরে বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হবে।
গঠন : ১৬ কোচ বন্দে ভারত স্লিপার রেক।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)

নিউ ফরাক্কা রেলওয়ে স্টেশনে বাণিজ্যিক ভবন

নং : সি.২৮/এনএফআর/সিবি/এনএফকে/মালদা/ডিআইডিএন/২০২৬ তারিখ : ১২.০১.২০২৬

আগ্রহী পার্টিদের অনুরোধ করা হচ্ছে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে তাঁদের পরিকল্পনা এবং ব্যবসার/টার্নওভারের প্রত্যাশিত পরিমাণ এবং প্রস্তাবিত লভ্যাংশ ভাগাভাগির পদ্ধতি বা অন্য কোনো পরামর্শ সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন সহ আগ্রহের প্রকাশ জমা করার জন্য।

এই বিষয়ে, পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য, ইওআই-তে (**www.er.indianrailways.gov.in**-তে উপলব্ধ) নির্ধারিত ন্যূনতম যোগ্যতার মানদণ্ডের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংস্থাগুলির সাথে একটি মিটিং আহ্বান করা হবে।

ইওআই-তে অংশগ্রহণ, পরবর্তীকালে আহ্বান করা কোনো টেন্ডারে অংশগ্রহণের কোনো অধিকার প্রদান করে না।

আগ্রহী সংস্থা/ব্যক্তিদের, নিউ ফরাক্কা রেলওয়ে স্টেশনে বাণিজ্যিক ভবনের জন্য **"আগ্রহের প্রকাশ"** লেখা একটি সিলকরা খামে ইওআই আবেদনপত্র ভরে **০৪.০২.২০২৬ তারিখ বিকাল ৫টার** মধ্যে **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা** অথবা **স্টেশন ম্যানেজার/নিউ ফরাক্কার** কার্যালয়ে জমা করতে হবে এবং আবেদনপত্রগুলি **০৫.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টায়** খোলা হবে। আবেদনপত্র ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in** থেকেও ডাউনলোড করা যাবে। আবেদনপত্র ডাউনলোড করার শেষ তারিখ **০৪.০২.২০২৬ দুপুর ২টা** অবধি।

সুষ্ঠ যোগাযোগের জন্য **আগ্রহ প্রকাশের (ইওআই)** আবেদনে পিন কোড সহ সম্পূর্ণ ঠিকানা, ই-মেল ও মোবাইল (হোয়াটসঅ্যাপ) নম্বর উল্লেখ করতে হবে। আবেদনপত্রটি **"সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম কার্যালয়, মালদা ডিভিশন, ২য় তল, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩২১০২"**-কে সম্বোধন করতে হবে।

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Public Notice

The vehicles as listed below, which has been seized in connection with cases initiated under Bengal Excise Act, 1909, as amended up to date is presently lying in Excise malkhanas, under the custody of Excise officer in Charge of the respective Excise Circles under Alipurduar Excise District.

SL No.	Vehicle Description	Registration No.	Chassis No.	Engine No.	Make & Model	Seizure List No. & Date	Excise Circle/Station
1	Two wheeler	WB-86-0624	---	---	Hero Glamour motor bike	SI's SL No. 55/17-18 Date : 05-10-2017	Alipurduar
2	Two wheeler	WB-70E-1035	---	---	Honda Aviator	SI's SL No. 125/22-23 Date : 03-03-2023	Alipurduar
3	Two wheeler	WB-72A-7463	---	---	Bajaj Kawasaki Boxer	SI's SL No. 50/2022-23, Dated : 15.07.2022	Kumargram
4	Two wheeler	WB-70P-8751	---	---	Honda Grazia	ASI's SL No. 10/2024-25, Dated : 18.05.2024	Kumargram
5	Two wheeler	WB-70B-1100	---	---	TVS Star City 100	SI's SL No. 128/2015-16, Dated : 28.01.2016	Kumargram
6	Two wheeler	WB-70A-3044	---	---	Bajaj Discover	SI's SL No. 207/2021-22, Dated : 24.12.2021	Kumargram
7	Two wheeler	WB-70C-6579	---	---	TVS Star City 110	SI's SL No. 146/2020-21, Dated : 20.09.2021	Kumargram
8	Two wheeler	WB-70F-9500	---	---	TVS Jupiter	ASI's SL No. 16/24-25-26, Dated : 09.04.2024	Birpara
9	Two wheeler	WB-70K-6362	---	---	Two wheeler	SI's SL No. 63/23-24, Dated : 03.02.2024	Birpara
10	Two wheeler	WB-72N-1025	---	---	Two wheeler	SL No. 06/24-25, Dated : 24.05.2024	Birpara
11	Two wheeler	WB-72E-7472	---	---	Two wheeler	SI's SL No. 56/17-18, Dated : 29.07.2017	Birpara
12	Two wheeler	WB-70K-2603	---	---	TVS JUPITER	ASI's SL No.289/23-24, Dated : 06.03.2024	Birpara
13	Two wheeler	WB-74X-6150	---	---	Super Splendor	SI's SL No. 110/19-20, Dated :04.07.2019	Birpara
14	Two wheeler	WB-70G-8184	---	---	Honda Activa 125	S.I's SL No.50/19-20, dt–09.08.2019	Jaigaon
15	Two wheeler	WB-70D-9860	---	---	Honda Activa	S.I's SL No. 106/18-19 dt -05.11.2018	Jaigaon
16	Two wheeler	WB-70C-2115	---	---	Bajaj Discover	S.I's SL No. 163/18-19 dt -11.02.2019	Jaigaon
17	Two wheeler	WB-74Z-1304	---	---	Honda Hunk	S.I's SL No. 51/19-20 dt –11.08.2019	Jaigaon
18	Two wheeler	WB 72 5788	---	---	---	S.I's SL No. 144/19-20 dt -22.02.2020	Jaigaon
19	Two wheeler	WB 74V 4582	---	---	Hero Honda CD Delux	S.I's SL No. 182/20-21 dt -05.03.2021	Jaigaon
20	Two wheeler	WB 70M 9941	---	---	TVS Moto	S.I's SL No. 231/20-21 dt -31.03.2021	Jaigaon
21	Two wheeler	WB 72F 1703	---	---	Honda Shine	S.I's SL No. 17/21-22 dt -19.07.2021	Jaigaon
22	Two wheeler	WB 70G 8936	---	---	Honda Activa 125	S.I's SM No. 110/22-23 dt -30.08.2022	Jaigaon
23	Four wheeler	WB72M 7848	---	---	Maruti Omni Van	S.I's SM No. 221/22-23 dt -21.01.2023	Jaigaon
24	Two wheeler	WB 74AE 0865	---	---	Pleasure Scooty	S.I's SL No. 39/23-24 dt -05.11.2023	Jaigaon
25	Two wheeler	WB 70K 1842	---	---	Activa 125	S.I's SL No. 15/23-24 dt -10.01.2024	Jaigaon
26	Two wheeler	WB-70G-5650	---	---	Honda Activa	S.I's SL No. 127/19-20 dt -24.09.2019	Kalchini
27	Two wheeler	WB-72G-0536	---	---	Bajaj Discover	S.I's S.L No. 67/23-24, dt-23.12.2023	Kalchini
28	Two wheeler	WB-70Q-5851	---	---	----	A.S.I's S.L No. 70/23-24, dt-12.02.2024	Kalchini
29	Two wheeler	WB70E-9951	---	---	Yamaha	A.S.I's S.L No. 65/23-24, dt-22.02.2024	Kalchini
30	Two wheeler	WB74A-3383	---	---	Yamaha RX 100	A.S.I's S.L No. 72/2018-19, dt-16.09.2018	Kalchini
31	Two wheeler	WB-74E-3069	---	---	Bajaj Boxer	ASI's Sl No. 01/23-24 Dated : 29-04-2023	Alipurduar
32	Two wheeler	WB-70J-9143	---	---	TVS Sport	SI's Sl No. 179/21-22 Dated :21-03-2022	Alipurduar
33	Two wheeler	WB-70A-3783	---	---	TVS Star City	SI's Sl No. 33/18-19 Dated :07-07-2018	Alipurduar
34	Two wheeler	WB-64B-4341	---	---	----	SI's Sl No. 81/13-14	Alipurduar
35	Two wheeler	WB-70K-7496	---	---	Hero Glamour	ASI's Sl No. 01/23-24 Dated :27-04-2023	Alipurduar
36	Truck	MH-46AR-0621	---	---	TATA Truck	SI's Sl No. 13/21-22 Dated :16-10-2021	Alipurduar
37	Container Truck	AS01-DC-3134	---	---	TATA LPT 25186 X2 TC EX BS-III	SI's Sl No. 26/20-21 Dated :08-01-22021	Alipurduar
38	Two wheeler	WB-70H-2745	---	---	Bajaj Platinum 100	ASI's Sl No. 13/20-21 Dated :16-07-2020	Alipurduar
39	TATA Truck	JH-02V-9756	---	---	TATA Truck LPT 31118TC	SI's Sl No. 07/21-22 Dated :04-06-2021	Alipurduar
40	Four wheeler	WB-72D-5918	---	---	Maruti Suzuki Alto	SI's Sl No. 13/13-14 Dated :23-04-2013	Alipurduar
41	Two wheeler	WB-74D-3884	---	---	Bajaj Boxer	SI's Sl No. 51/12-13 Dated :12-10-2012	Alipurduar
42	Four wheeler	WB-74C-2196	---	---	Maruti Omni Van	SL Memo No. 11/19-20	Alipurduar
43	Four wheeler	BP-03A0820	---	---	Mahindra Max	SI's Sl No. 24/17-18 Dated :13.05.17	Alipurduar RPU
44	Two wheeler	CH-03R-3731	---	---	----	SI's Sl No. 188/15-16 Dated :26.02.16	Alipurduar RPU
45	Two wheeler	----	MD2A18AY6JPF27454	DUYPJF20599	Bajaj CT-100	SI's SL No 73/2022-23, Dated 07.09.2022	Kumargram
46	Three wheeler	WB-63X-0677	---	---	Piaggio Ape	SI's SL No. 02/2023-24, Dated :09.04.2023	Kumargram
47	Two wheeler	WB-72F-6028	---	---	Hero Honda Super Splendor	ASI's Seizure Memo No. 04/2023, Dated 04.05.2023	Kumargram
48	Two wheeler	WB-64B-7952	---	---	Hero Honda Splendor Plus	ASI's SL No. 22/2023-24, Dated :09.08.2023	Kumargram
49	Two wheeler	WB-72U-6741	---	---	Yamaha R15	ASI's SL No. 44/2023-24, Dated :07.11.2023	Kumargram
50	Two wheeler	WB-70G-4162	---	---	Hero Xtream Sports	ASI's SL No. 43/2023-24, Dated :13.10.2023	Kumargram
51	Two wheeler	WB-70C-2596	---	---	Bajaj pulsar	ASI's SL No. 23/2024-25, Dated :04.06.2024	Kumargram
52	Two wheeler	WB-70A-3951	---	---	Bajaj		Kumargram
53	Two wheeler	WB-72G-8063	---	---	Bajaj		Kumargram
54	Two wheeler	WB-74AL-7432	---	---	Hero Super Splendor	SI's SL No. 69/2023-24, dated 07.03.2024	Kumargram
55	Four wheeler	WB74D 1001	---	---	Maruti Zen	SI's SL No. 01/2019-20, dated 04.04.2019	Kumargram
56	Two wheeler	WB70C 9914	---	---	Honda Activa	SI's SL No. 67/2020-21, dated 06.09.2020	Kumargram
57	Two wheeler	----	MBLJAR030J9H64302	JA05EGJ9H12761	Super Splender	SI's SL No. 70/2020-21, dated 09.09.2020	Kumargram
58	Two wheeler	WB-74H-5141	---	---	Bajaj CT 100	SI's SL No. 130/2020-21, dated 24.01.2021	Kumargram
59	Two wheeler	WB72F 4055	---	---	Hero Honda Passion Pro	SI's SL No. 84/2021-22, dated 02.07.2021	Kumargram
60	Truck	MH-04FU-5709	---	---	TATA Motors Ltd	Samuktala PS case No- 58/2022, dated 10.03.2022	Kumargram
61	Two wheeler	WB70E 3554	---	---	Yamaha SZ	SI's SL No. 05/2017-18, dated 09.04.2017	Kumargram
62	Two wheeler	WB-70A-5443	---	---	TVS Star City	SI's SL No. 63/2017-18, dated 13.10.2017	Kumargram
63	E-Rickshaw	----	MD9FECMI21M570095	---	MILYF	SI's SL No. 46/2023-24, Dated 17.08.2023	Kumargram
64	E-Rickshaw	----	---	---	'KINITIC super DX	Kumargram PS Case No. 260/2022, Dated 28.08.2022	Kumargram
65	Two wheeler	WB-70C-5204	---	---	---	SI's SL No. 16/16-17, dated 29.04.2016	Birpara
66	Two wheeler	WB-74J-6275	---	---	---	SI's SL No. 07/16-17, dated 08.04.2016	Birpara
67	Two wheeler	WBX-9806	---	---	---	SI's SL No. 21/16-17, dated 07.05.2016	Birpara
68	Two wheeler	WB-72G-6162	---	---	---	SI's SL No. 86/16-17, dated 09.11.2016	Birpara
69	Two wheeler	WB-72E-1685	---	---	---	SI's SL No. 97/15-16, dated 14.03.2016	Birpara
70	Two wheeler	WB-70F-0974	---	---	---	SI's SL No. 93/15-16, dated 10.03.2016	Birpara
71	Two wheeler	WB-70C-7025	---	---	---	SI's SL No. 92/15-16, dated 10.03.2016	Birpara
72	Two wheeler	WB-70E-2544	---	---	---	SI's SL No. 41/16-17, dated 15.06.2016	Birpara
73	Two wheeler	WB-70D-6029	---	---	---	SI's SL No. 49/16-17, dated 04.07.2016	Birpara
74	Two wheeler	WB-70B-3185	---	---	---	SI's SL No. 87/15-16, dated 04.03.2016	Birpara
75	Two wheeler	WB-72G-3672	---	---	---	SI's SL No. 144/16-17, dated 10.02.2017	Birpara
76	Two wheeler	WB-72G-8182	---	---	---	SI's SL No. 190/18-19, dated 23.02.2019	Birpara
77	Two wheeler	WB-72E-6723	---	---	---	SI's SL No. 193/18-19, dated 27.02.2019	Birpara
78	Two wheeler	WB-74N-8071	---	---	---	SI's SL No. 158/20-21, dated 16.12.2020	Birpara
79	Two wheeler	WB-70F-9103	---	---	---	ASI's SL No. 126/23-24, dated 02.10.2023	Birpara
80	Four wheeler	WB-74V-9406	---	---	---	SI's SL No. 42/23-24, dated 02.10.2023	Birpara
81	Two wheeler	WB-70K-1669	---	---	---	ASI's SL No. 83/23-24, dated 24.08.2023	Birpara
82	Two wheeler	WB 72P-1961	---	---	---	SI's SL No. 33/23-24, dated 31.07.2023	Birpara
83	Two wheeler	WB-70K-2643	---	---	---	OC's SL No. 20/23-24, dated 15.05.2023	Birpara
84	Two wheeler	WB-74K-0928	---	---	---	OC's SL No. 50/22-23, dated 06.03.2023	Birpara
85	Two wheeler	WB-71B-2135	---	---	---	OC's SL No. , dated 10.03.2016	Birpara
86	Two wheeler	WB-72-4462	---	---	---	SI's SL No. 316/19-20, dated 05.03.2020	Birpara
87	Two wheeler	WB-74Q-4532	---	---	---	SI's SL No. 265/19-20, dated 13.01.2020	Birpara
88	Two wheeler	WB-74H-9890	---	---	---	SI's SL No. 195/19-20, dated 21.10.2019	Birpara
89	Two wheeler	WB-70C-3833	---	---	---	SI's SL No. 13/18-19 dated 08.04.2019	Birpara
90	Two wheeler	WB-74J-6700	---	---	---	SI's SL No. 165/19-20, dated 26.08.2019	Birpara
91	Two wheeler	PB-41B-0308	---	---	---	SI's SL No. 216/18-19, dated 15.03.2019	Birpara
92	Two wheeler	WB-70E-9672	---	---	---	SI's SL No. 27/17-18, dated 03.07.2017	Birpara
93	Two wheeler	WB-72B-8223	---	---	---	SI's SL No. 179/17-18, dated 12.02.2018	Birpara
94	Two wheeler	WB-74D-9029	---	---	---	SI's SL No. 23/19-20, dated 13.04.2019	Birpara
95	Four wheeler	WB-72A-0222	---	---	Maruti 800	SI SL No. 144/17-18, Dated- 17.12.2017	Birpara
96	Two wheeler	WB-74X-6150	---	---	---	SI sl no 110/19-20,dated-04.07.2019	Birpara
97	Two wheeler	WB-70E-4034	---	---	---	SI sl no 23/18-19,dated-28.05.2018	Birpara
98	Two wheeler	WB-71-5115	---	---	---	OC Sl no 244/20-21 ,dated-23.03.2021	Birpara
99	Two wheeler	WB-74J-0346	---	---	---	SI SL no 07/2018-19/19-20,dated-10.04.2018	Birpara
100	Two wheeler	WB-74F-7480	---	---	---	SI SL No 223/2018-19/dated-20.03.2019	Birpara
101	Two wheeler	WB-70K-9067	---	---	---	SI SL No 47/2019-20/dated-11.05.2019	Birpara
102	Two wheeler	WB-72E-3148	---	---	---	SI SL No 253/2019-20/dated-06.01.2020	Birpara
103	Two wheeler	WB-70C-7965	---	---	---	SI SL No 69/2016-17/dated-11.09.2016	Birpara
104	Two wheeler	WB-70C-6863	---	---	---	SI SL No 91/2018-19/dated-14.11.2018	Birpara
105	Two wheeler	WB-70C-9927	---	---	---	SI SL No 199/2017-18/dated-28.03.2018	Birpara
106	Two wheeler	WB-74G-9544	---	---	---	SI SL No 201/2019-20/dated-31.10.2019	Birpara
107	Two wheeler	WB-70K-4697	---	---	---	SI SL No 183/2018-19/dated-14.02.2019	Birpara
108	Two wheeler	WB-70E-7598	---	---	---	SI SL No 179/2019-20/dated-19.09.2019	Birpara
109	Two wheeler	WB-72F-5207	---	---	---	SI SL No 200/2018-19/dated-06.03.2019	Birpara
110	Two wheeler	WB-74E-9482	---	---	---	SI SL No. 155/2018-19 Dated- 23.01.2019	Birpara
111	Two wheeler	WB-70B-2955	---	---	---	SI SL No. 01/2019-20 Dated-01.04.2019	Birpara
112	Four wheeler	WB-70C-6194	---	---	Tata NANO	04/14-15	Jaigaon
113	Four wheeler	WB-73A-6095	---	---	Mahindra Bolero Pickup	04/13-14	Jaigaon
114	Two wheeler	WB-74J-3160	---	---	Hero Honda Passion	S.I. SL No.82/19-20	Jaigaon
115	Two wheeler	WB-70G-1596	---	---	Hero Splendor		Jaigaon
116	Two wheeler	WB72B 6785	---	---	Bajaj CT 100	ASI SL No. 11/16-17	Jaigaon
117	Three wheeler	WB69/4749	---	---	Auto Rikshaw	SI Seizure memo No. 12/16-17 Dated-28.08.16	Jaigaon
118	Four wheeler	WB-74AA-4831	---	---	TATA NANO	SI SL No. 03/16-17 Dated-04.05.16	Jaigaon
119	Four wheeler	WB74AA 3989	---	---	TATA NANO	SI SL No. 19/15-16 Dated-11.03.16	Jaigaon
120	Two wheeler	WB 70G 5439	---	---	Honda Aviator	SI SL No. 44/16-17 Dated-08.01.17	Jaigaon
121	Four wheeler	WB 64B 2868	---	---	Alto	SI Seizure memo No. 19/17-18 Dated-30.03.18	Jaigaon
122	Two wheeler	WB74K 4118	---	---	TVS Star City	SI SL No. 91/17-18 Dated-16.03.18	Jaigaon
123	Four wheeler	WB-79-3653	---	---	Maruti OMNI E Van	SI SL No. 25/18-19 Dated-13.07.18	Jaigaon
124	Two wheeler	WB-72B-9584	---	---	Bajaj CT 100	SI SL No. 51/18-19 Dated-24.08.18	Jaigaon
125	Two wheeler	WB-70D-8130	---	---	TVS Jupiter	SI SL No. 79/18-19 Dated-07.10.18	Jaigaon
126	Two wheeler	WB-70D-1868	---	---	Honda Activa	SI SL No. 86/18-19 Dated-11.10.18	Jaigaon
127	Two wheeler	WB 72H 4655	---	---	Hero Super Splendor	ASI SL No. 105/18-19 Dated-11.02.19	Jaigaon
128	Two wheeler	WB 74E 2205	---	---	Hero Honda Passion	SI's SL No. 27/19-20 Dated-22.05.19	Jaigaon
129	Two wheeler	WB 72D 1971	---	---	Bajaj XCD 125	SI's SL No. 28/19-20 Dated-27.05.19	Jaigaon
130	Two wheeler	WB 74Q 2986	---	---	Hero Glamour	SI's SL No. 31/19-20 Dated-12.06.19	Jaigaon
131	Two wheeler	WB 70D 2172	---	---	Hero Glamour	SI's SL No. 57/19-20 Dated-17.08.19	Jaigaon
132	Two wheeler	WB 70J 6355	---	---	TVS Jupiter	ASI's SL No. 81/19-20 Dated-22.08.19	Jaigaon
133	Two wheeler	WB-70F-9828	---	---	TVS Jupiter	ASI's SL No. 94/19-20 Dated-12.09.19	Jaigaon
134	Two wheeler	WB-72C-8653	---	---	Hero Glamour	SI's SL No. 110/19-20 Dated-15-01.20	Jaigaon
135	Two wheeler	WB-72E-5984	---	---	Hero Honda CBZ Extreme	SI's SL No. 139/19-20 Dated-15.02.20	Jaigaon
136	Two wheeler	WB-70F/5696	---	---	TVS Jupiter	SI's SL No. 165/19-20 Dated-04.03.20	Jaigaon
137	Two wheeler	WB-70B-3186	---	---	Hero Super Splendor	SI's SL No. 170/19-20 Dated-11.03.20	Jaigaon
138	Two wheeler	WB-70H-4955	---	---	TVS Jupiter	SI's SL No. 172/19-20 Date : 12.03.20	Jaigaon
139	Two wheeler	WB 74 B 1023	---	---	LML NV	SI's SL No. 52/19-20 Date :19.10.20	Jaigaon
140	Two wheeler	WB 74 J 7018	---	---	TVS Star City		Jaigaon
141	Two wheeler	WB 70B 1072	---	---	Hero Honda Passion	SI's SL No. 129/20-21 Date :28.12.20	Jaigaon
142	Two wheeler	WB72A 7583	---	---	----	SI's SL No. 139/20-21 Date :22.10.21	Jaigaon
143	Two wheeler	WB74G 5408	---	---	----	SI's SL No. 48/21-22 Date :14.04.21	Jaigaon
144	Two wheeler	WB72 E 0951	---	---	----	SI's SL No. 47/21-22 Date :14.04.21	Jaigaon
145	Two wheeler	WB74H 5254	---	---	Bajaj Discover	SI's SL No. 50/20-21 Date :19.10.20	Jaigaon

বনে ফিরল ১৭টি হাতি

রাঙ্গালিবাজনা ও জটেশ্বর, ১৪ জানুয়ারি : ফালাকাটার দলগাঁও ফরেস্ট থেকে সোমবার রাতে মাদারিহাটের খয়েরবাড়ি ফরেস্টে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কুয়াশায় পথ হারিয়ে কোচবিহারের বালাসুন্দরে ঢুকে পড়ে ১৭টি হাতির একটি পাল। মঙ্গলবার থেকে বনকর্মীদের চেষ্টার পর বুধবার সকাল ছ'টা নাগাদ খয়েরবাড়ি ফরেস্টে ঢোকে হাতিগুলি।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার রাতে তাসাট্টির পানু লাইনে এক দাঁতালের হানায় জখম হন বৃদ্ধা। দরজায় আওয়াজ পেয়ে ষাট বছর বয়সি লালো গোয়ালা সেখানে যেতেই দরজা ভেঙে পড়ে। দরজা ভাঙার পর শুঁড় ঢুকিয়ে ঘরের সর্বত্র চলে তল্লাশি। কোনওরকমে খাটের তলায় লুকিয়ে প্রাণে বাঁচেন বৃদ্ধা। ঘণ্টাখানেক হামলা চালানোর পর হাতিটি জঙ্গলে ফিরে যায়। বৃদ্ধাকে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বন দপ্তরের দলগাঁও রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায় বলেন, 'বিষয়টি দেখা হবে। চা বাগানের ক্ষতিপূরণ বন দপ্তর দিতে পারে না। চা বাগান কর্তৃপক্ষই দেয়।'

হাতিগুলি জঙ্গলে ফেরায় জলদাপাড়ার ডিএফও পারভিন কাশোয়ান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও উদ্বেগে খয়েরবাড়ি ফরেস্ট লাগোয়া গ্রামগুলির বাসিন্দারা। কারণ মাদারিহাট-বীরপাড়া এবং ফালাকাটা ব্লকের ওই গ্রামগুলিতে হাতির হানা অব্যাহত। বন দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, আগে থেকেই খয়েরবাড়িতে ১৮টি হাতি ছিল। এবার সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হল। মাদারিহাটের বাসিন্দা পাপ্পু আলম বলেন, 'হাতির হানা ঠেকাতে রাত জাগতে হচ্ছে। এবার হাতির সংখ্যা বাড়ায় ক্ষতিও বাড়বে।'

তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে বন দপ্তরের তরফে নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে জানান বনকর্তারা। উত্তর এবং দক্ষিণ খয়েরবাড়ির দুটি বিটে

হানায় জখম বৃদ্ধা

মোট বনকর্মী রয়েছেন পনেরোজন। গাড়ি নেই। ওই এলাকায় টহল দিতে হেডকোয়ার্টারের কর্মীরাও যান। হেডকোয়ার্টারে তিনটি গাড়ি রয়েছে, জানালেন মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায়। অন্যদিকে, ডিএফও জানান, জলদাপাড়া ডিভিশন এলাকায় হাতি চলাচলের ৩০টি করিডরে রিয়েল টাইম জিএসএম ভিত্তিক ক্যামেরার মাধ্যমে ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম থেকে ২৪ ঘণ্টা হাতির গতিবিধির ওপর নজর রাখছেন বনকর্মীরা।

ফসল রক্ষা করতে বুড়িমায়ের পুজো

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৪ জানুয়ারি : ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বংশীধরপুর এলাকায় প্রায় ৫ হাজার মানুষের বাস। বাসিন্দারা বেশিরভাগই কৃষিজীবী। জলদাপাড়া জঙ্গল লাগোয়া এই এলাকায় মাঝে মাঝেই হানা দেয় হাতির পাল। নষ্ট হয় ফসল। হাতির হানা থেকে বাঁচতে পৌষ সংক্রান্তির দিন এই গ্রামের মানুষ 'বুড়িমা' নামের এক লৌকিক দেবীর পুজো করেন। বুড়িমার প্রতিমার পরনে সাদা শাড়ি, মাথায় পাকা চুল, হাতে লম্বা লাঠি। স্থানীয়দের বিশ্বাস এই লাঠি দিয়েই বুড়িমা বুনোদের লোকালয় থেকে দূরে রাখেন।

বুধবার পৌষ সংক্রান্তির দিনে বংশীধরপুর এলাকায় সাড়ম্বরে বুড়িমায়ের পুজো হয়।

কথিত আছে বছর পঞ্চাশ আগে এই এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা শিবনাথ ভৌমিক স্বপ্নাদেশ পেয়ে বুড়িমায়ের পুজো শুরু করেছিলেন। সেই সময় ওপার বাংলা থেকে বেশকিছু মানুষ এই এলাকায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। বাংলাদেশেও এই দেবীর পুজো হত বলে শোনা যায়। তবে মকর সংক্রান্তিতে এই পুজো হলেও এর সঙ্গে পিঠে খাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। শুভ দিন বলেই পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে বুড়িমায়ের পুজো হয় বলে জানা গিয়েছে।

পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা

পরান সরকার বলেন, 'আমাদের গ্রাম জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের একদম পাশে অবস্থিত। ৫০ বছর আগে দিনের বেলাতেও হাতি, বাঘ এবং অন্যান্য বন্যজন্তু লোকালয়ে চলে আসত। এই কারণেই বুড়িমায়ের পুজো শুরু হয়। পরবর্তীতে বুড়িমায়ের সঙ্গে জোড়া হাতি ও শিব ঠাকুরের পুজো শুরু হয়। তারপর থেকে পৌষ সংক্রান্তির দিন বুড়িমায়ের সঙ্গে জোড়া হাতি এবং শিব ঠাকুর পূজিত হন।' তিনি যোগ করেন, 'এই পুজো উপলক্ষ্যে একদিনের মেলাও বসে। এই মেলা বুড়ির মেলা নামে প্রসিদ্ধ। আগে এই মেলায় দৌড় প্রতিযোগিতা, ষাঁড়ের লড়াই হত। এখন আর সে সব হয় না। তবে মেলা উপলক্ষ্যে অনেক দোকানপাট বসে।'

এদিন সকাল থেকেই বট, পাকুড় ও বেল গাছের তলায় বুড়িমায়ের থানে পুজো শুরু হয়। স্থানীয় পুরোহিত শেখর আচার্য পুজো করেন। এলাকার সবাই এই পুজোয় অংশ নেন। এই পুজোতে বলির রীতি নেই। তবে মানত পূরণ হলে স্থানীয়রা পায়রা বা পাঁঠা বুড়িমায়ের নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেন। থানে সারাবছর বুড়িমায়ের প্রতিমা রাখা থাকে। এলাকার কারও বাড়িয়ে বিয়ে, অন্নপ্রাশন এবং অন্যান্য শুভ অনুষ্ঠানের দিন প্রথমে বুড়িমায়ের পুজো দেওয়া হয় বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

পুজো দিতে এসে স্থানীয় বাসিন্দা মণীন্দ্র সরকার বলেন, 'এইবার হাতির হানায় আমাদের এলাকার অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে। মায়ের কাছে প্রার্থনা করলাম, যাতে বুড়িমা বুনোদের হাত থেকে আমাদের ফসল রক্ষা করেন।'

হলং নদীর পাড়ে এই রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ করল বন দপ্তর।

ট্যুরিস্ট লজের বিকল্প রাস্তা তৈরিতে বাধা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৪ জানুয়ারি : এবার বন দপ্তরের সঙ্গে সংঘাত শুরু পর্যটন দপ্তরের। পর্যটকদের জন্য জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের তরফে হলং নদীর পাড় বাঁধিয়ে গাড়ি যাতায়াতের বিকল্প রাস্তা তৈরি করা হচ্ছিল। সেই কাজ বুধবার বন্ধ করে দিয়েছে বন দপ্তর। এ নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের আধিকারিকরা। তাঁদের বক্তব্য, প্রায় ৪০০ মিটার পথ হেঁটে পর্যটকদের লজে আসতে হয়।

জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের কর্মী বললেন, 'হলংয়ের কাঠের সেতু দিয়ে তো আবার বন দপ্তর ছাড়া অন্য কারও গাড়ি যেতে পারবে না। ট্যুরিস্ট লজে সবাইকে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়। পর্যটকরা আমাদের গালাগাল করেন। এই সমস্যা মেটাতে হলংয়ের পাড় থেকে পাথর দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছিল।'

এখন শুখা মরশুম হওয়ায় নদীতে জল অনেকটাই কম। সেটা দেখেই পর্যটকদের জন্য বিকল্প রাস্তার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু বন দপ্তর এদিন সেই কাজও বন্ধ করে দিল।

কেন এই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল, সে বিষয়ে জানতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা-কে একাধিকবার ফোন করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি।

অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভের সুর জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার নিরঞ্জন সাহার গলাতেও। তিনি বললেন, 'এই সেতু উড়ে যাওয়ার পর প্রচুর ট্যুরিস্ট লজের বুকিং বাতিল করেছেন। রেস্তোরাঁয় স্থানীয়রা আসা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে এবার লজের বাৎসরিক আয় অনেক কমে যাবে।'

এদিকে, হলং নদীর উপর উড়ে যাওয়া কাঠের সেতু নতুনভাবে তৈরির জন্য রাজ্য পর্যটন দপ্তর ব্যয়বরাদ্দের

- হলংয়ের কাঠের সেতু উড়ে যাওয়ার পর থেকে সমস্যায় পর্যটকরা
- একটা বিকল্প সেতু থাকলেও সেখান দিয়ে শুধু বন দপ্তরের গাড়ি যেতে পারে
- জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে যেতে পর্যটকদের ৪০০ মিটার পথ হাঁটতে হয়

পরিকল্পনা তৈরি করছে। এই ব্যাপারে পর্যটন দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত সরকার বললেন, 'সেতু তৈরির জন্য আমরা পরিকল্পনা করছি। আশা করছি, এবছর বর্ষার আগেই শেষ করা সম্ভব হবে। আর আমাদের তরফেই বিকল্প রাস্তা তৈরির করা হচ্ছিল। কিন্তু বন দপ্তর কাজ বন্ধ করে দিয়েছে শুনলাম।' তাঁর সংযোজন, 'আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলব। পর্যটকদের খুব সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

মনোজের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশের

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : সোমবার জলপাইগুড়িতে পিএফ অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাকে কটাক্ষ করেছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। প্রকাশের অভিযোগ, পিএফ অফিসে দুর্নীতি করেছেন মনোজ। বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে একই অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর কথায়, কোনও চা বাগানের শ্রমিক কাজ করতে গিয়ে মারা গেলে তাঁর পরিবার আড়াই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পান। সেই ক্ষতিপূরণের নামে জীবিত মানুষকে মৃত দেখিয়ে টাকা তোলা হয়েছে। আর জীবিতর নামে শংসাপত্র দিয়েছেন বিজেপির একাধিক বিধায়ক এবং সাংসদ।

প্রকাশ বললেন, 'মনোজ টিগ্গা পিএফ অফিসের দুই আধিকারিকের সঙ্গে মিলে ওই অবৈধ কাজ করে ৭০ লক্ষ টাকার লেনদেন করেছেন।'

যদিও প্রকাশের এই অভিযোগ মানতে চাননি মনোজ। তাঁর বক্তব্য, 'আমার বিরুদ্ধে লেনদেনের যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তার প্রমাণ দিতে হবে। না হলে আমি আইনি নোটিশ ধরাব। যদি পরিবারের কেউ কোনও চা শ্রমিকের মৃত্যুর শংসাপত্র নিয়ে এসে জনপ্রতিনিধিদের শংসাপত্র চান, তাহলে তো সেই ভিত্তিতেই শংসাপত্র দেওয়া হবে। মৃত্যু শংসাপত্র ঠিক না ভুল, সেটা জনপ্রতিনিধি কীভাবে বুঝবে।'

তাঁর সংযোজন, মৃত্যু শংসাপত্র রাজ্য সরকারের থেকে ইস্যু করা হয়। সেটা দেখার দায়িত্ব তাদের।

মাটি খুঁড়ে উদ্ধার চোরাই সোনা

জয়গাঁ, ১৪ জানুয়ারি : ভাড়াবাড়িতে মাটি খুঁড়ে চোরাই সোনা পুঁতে রেখেছিলেন। কিন্তু পুলিশের জেরার মুখে ভেঙে পড়ে সব কথা স্বীকার করে নিলেন সোনার দোকানের কর্মী। আর তারপরই মাটি খুঁড়ে সেই সোনা উদ্ধার করে জয়গাঁ থানার পুলিশ।

গত বছরের ২৬ নভেম্বর জয়গাঁর এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকান থেকে সোনার গয়না চুরি যায়। অভিযোগ, দোকানের কর্মী সঞ্জয় দে ওই সোনা চুরি করে চম্পট দিয়েছিলেন। দোকানের মালিক জয়দীপ সূত্রধরের লিখিত অভিযোগ পেয়ে জয়গাঁ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। ৩ দিন আগে অভিযুক্তকে তাঁর কোচবিহারের শিবগঞ্জ রোডের বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আলিপুরদুয়ার আদালতের মাধ্যমে অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করতেই চুরি যাওয়া সোনার হদিস পেয়ে যায় পুলিশ। বুধবার জয়গাঁর চিলড্রেন পার্ক এলাকায় মাটি খুঁড়ে সেই সোনা উদ্ধার করা হয়।

জয়গাঁ থানার ওসি মিংমা শেরপা বলেন, 'ধৃতকে বুধবার ফের আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। জেরায় সঞ্জয় দে স্বীকার করেছেন যে, আর্থিক অনটনের জন্য তিনি সোনা চুরি করেছিলেন। পুলিশের খাতায় ধৃতের নামে পুরোনো কোনও অপরাধের রেকর্ড অবশ্য নেই।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর দোকান থেকে ২৩ গ্রাম সোনা চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন সুভাষপল্লি এলাকার ওই দোকান মালিক। জয়গাঁ থানার এএসআই বিশ্বজিৎ বর্মন তদন্ত শুরু করে কোচবিহার থেকে অভিযুক্তকে পাকড়াও করেন। এদিকে, চিলড্রেন পার্ক এলাকায় অভিযুক্ত যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, সেখানেই মাটি খুঁড়ে সোনার গয়না লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, মামলা কিছুটা ধামাচাপা পড়লে লুকিয়ে রাখা সোনা মাটি খুঁড়ে তুলে আনবেন। যদিও পুলিশের তৎপরতায় তাঁর সেই চেষ্টা বানচাল হয়ে যায়।

গাঁজা চাষ রুখতে অভিযান

কামাখ্যাগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পূর্ব নারারথলি এলাকায় ৫০টি গাঁজা গাছ নষ্ট করে পুড়িয়ে দিল পুলিশ। বুধবার দুপুরে কামাখ্যাগুড়ি থানার পুলিশের একটি দল এই অভিযান চালায়।

এদিন বিভিন্ন বাড়ির আশপাশের রাস্তাঘাট ও কৃষিজমির আড়ালে লুকিয়ে থাকা গাঁজা গাছ চিহ্নিত করে তা নষ্ট করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি সুবিমল বর্মন বলেন, 'কেউ যেন গোপনে গাঁজা চাষ বা মাদক কারবার করতে না পারে, সেজন্য নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে।' ভবিষ্যতেও এমন অভিযান চালানো হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। পুলিশের অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয়দের একাংশ।

বন্যপ্রাণ সচেতনতা

বীরপাড়া, ১৪ জানুয়ারি : জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগ এবং মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির হল। বুধবার রাঙ্গালিবাজনার ধুমচি ফরেস্টের রাভাবস্তিতে এই শিবিরে উপস্থিত মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় বলেন, '৬৪ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি মহল্লাবাসীকে বন্যপ্রাণ-মানুষের সংঘাত কমানোর জন্য সচেতন করা হয়।' এদিন বন্যপ্রাণের গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করা হয়।

নেশা করে গাড়ি চালালে জরিমানা

শামুকতলা, ১৪ জানুয়ারি : নেশা করে গাড়ি চালানোর ফলে মাঝেমধ্যেই ৩১ সি জাতীয় সড়কে ঘটছে দুর্ঘটনা। নেশাগ্রস্ত গাড়িচালকদের বিরুদ্ধে তাই কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ। নিয়ম ভাঙলে মোটা অঙ্কের জরিমানাও করা হচ্ছে। সোমবার রাতে এমনই দুজনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, গত তিন মাসে এরকম ৫০ জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। জরিমানার অঙ্কটা প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা।

ডিসেম্বর মাসে এবং বছরের শেষ দিনেও অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। ৩১ ডিসেম্বর রাতে তিন লরিচালককে গ্রেপ্তার করে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় তিনটি গাড়ি।

জরিমানা করা হয় তিন গাড়িচালকের ত্রিশ হাজার টাকা। এছাড়া বছরের প্রথম দিন তিরিশজন বাইকচালকের বিরুদ্ধে একইভাবে ব্যবস্থা নিয়েছিল পুলিশ।

তার আগে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে নেশা করে গাড়ি চালানোয় পাঁচটি বাইক এবং একটি বিলাসবহুল গাড়ি আটক করেন শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক। চালকদের গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি দশ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক জানান, 'নেশা করে গাড়ি চালালে চালকদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালানো হবে।'

বুথ চলো

ফালাকাটা, ১৪ জানুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেস কিষান ও খেতমজদুরের তরফে ফালাকাটা ব্লকের খাউচাঁদপাড়া গ্রামে বুথ চলো কর্মসূচি হল। বুধবার সেখানে গ্রামের সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে জনসংযোগ করেন শাসকদলের নেতারা। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায়, জেলা সাধারণ সম্পাদক এক্রামুল হক প্রমুখ।

146	Two wheeler	WB74M 1728	---	---	Suzuki	SI's SL No. 73/20-21 Date :06.11.20	Jaigaon
147	Two wheeler	WB70F 7570	---	---	Hero Maestro edge.	SI's SL No. 261/21-22 Date :23.11.21	Jaigaon
148	Two wheeler	WB70K 2490	---	---	Aprila SR 150	SI's SL No. 338/21-22 Date :02.03.22	Jaigaon
149	Two wheeler	WB70K 8279	---	---	TVS Jupiter	SI's SL No. 127/22-23 Date :16.09.22	Jaigaon
150	Two wheeler	WB70E 4517	---	---	Hero Glamour	SI's SL No. 131/22-23 Date :20.09.22	Jaigaon
151	Two wheeler	WB70B 8598	---	---	Honda Aviator	SI's SL No. 213/22-23 Date :23.12.22	Jaigaon
152	Two wheeler	WB70P 2218	---	---	Honda Grazia	SI's SL No. 215/22-23 Date : 23.12.22	Jaigaon
153	Two wheeler	----	MBLJA06AC DGK00311	JA06EJDG K00249	---	SI's SL No. 224/22-23 Date : 15.02.23	Jaigaon
154	Two wheeler	WB 72A 2146	---	---	Bajaj Caliber 115	SI's SL No. 228/22-23 Date : 02.03.23	Jaigaon
155	Two wheeler	WB 70D 6868	---	---	Bajaj Pulsar 220	SI's SM No. 32/23-24 Date : 22.08.23	Jaigaon
156	Two wheeler	WB 72G5983	---	---	Pulsar 220	SI's SM No. 43/23-24 Date : 09.12.23	Jaigaon
157	Two wheeler	WB-70B-1979	MD626BG4 0F1G95834	BG4GF159 5766	TVS Jupiter	SI'S SM No. 31/23-24 Date : 19.02.24	Jaigaon
158	Two wheeler	WB70K 1609	---	---	Honda Shine	ASI's SL No. 51/23-24 Date :29.02.24	Jaigaon
159	Two wheeler	WB72C 4946	---	---	----	SI's SL No. 13/23-24 Date :10.03.24	Jaigaon
160	Two wheeler	WB-70K-4928	---	---	Hero Maestro	S.I's S.L No. 40/23-24, Date :01.07.2023	Kalchini
161	Two wheeler	WB-74Y-1013	---	---	Avenger 220	S.I's S.L No. 155/22-23, Date :23.11.2022	Kalchini
162	Two wheeler	WB-72G-2043	---	---	Hero	S.I's S.L No. 20/23-24, Date :05.05.2023	Kalchini
163	Two wheeler	WB-72G-4014	---	---	Pulsar	S.I's S.L No. 236/21-22, Date :19.12.2021	Kalchini
164	Two wheeler	WB-74L-7239	---	---	Unicorn Satvik	S.I's S.L No. 90/20-21, Date :02.10.2020	Kalchini
165	Two wheeler	WB-72B-0285	---	---	Kawasaki Caliber	S.I's S.L No. 60/20-21, Date :25.08.2020	Kalchini
166	Two wheeler	WB72A0736	---	---	Yamah RX 100	S.I's S.L No. 156/18-19, dt-28.12.2019	Kalchini
167	Two wheeler	WB72C3303	---	---	Bajaj CT 100	A.S.I's S.L No. 15/19-20, Dt- 19.04.2019	Kalchini
168	Two wheeler	WB74S2904	---	---	Bajaj Pulsar	S.I's S.L No. 163/19-20, Dt- 03.11.2019	Kalchini
169	Two wheeler	WB70A9036	---	---	Hero Glamour	S.I's S.L No. 154/19-20, Dt-23.10.2019	Kalchini
170	Two wheeler	WB-74N-1920	---	---	Super Splendor	S.I's S.L No. 152/17-18, Dt-22.03.2018	Kalchini
171	Two wheeler	WB-74H-1563	---	---	TVS Apache	S.I's S.L No. 47/18-19, Dt-04.08.2018	Kalchini
172	Two wheeler	WB70E 4845	---	---	Honda Activa	A.S.I's S.L No. 67/23-24, Dt- 24.03.2024	Kalchini
173	Two wheeler	AS-15T-9156	---	---	Bajaj Pulsar	A.S.I's S.L No. 85/23-24, Dt-23.03.2024	Kalchini
174	Two wheeler	WB 72 D 5446	---	---	TVS Apache	A.S.I's S.L No. 80/23-24, Dt-14.03.2024	Kalchini
175	Two wheeler	WB 70 A 6748	---	---	Bajaj	A.S.I's S.L No. 50/23-24, Dt-31.01.2024	Kalchini
176	Two wheeler	WB 72 E 6645	---	---	Honda Activa	A.S.I's S.L No. 49/23-24	Kalchini
177	Two wheeler	WB 72 C 9681	---	---	TVS	A.S.I's S.L No. 53/23-24	Kalchini
178	Two wheeler	WB 74 M 8812	---	---	Super Splendor	A.S.I's S.L No. 40/23-24	Kalchini
179	E-Rickshaw	WB 69A 4865	---	---	----	A.S.I's S.L No. 33/23-24	Kalchini
180	Two wheeler	WB 74 Q 6130	---	---	TVS Star City	A.S.I's S.L. No. 19/23-24, Dt-26.09.2025	Kalchini
181	Three wheeler	WB 69 167	---	---	Piaggio Ape	S.I's S.L No. 77/23-24, Dt- 08.03.2024	Kalchini
182	Two wheeler	-----	MBLJA05E WG9K32257	---	Super Splendor	S.I's S.L No. 72/18-19, Dt-01.10.2018	Kalchini
183	Two wheeler	WB 70B 1933	---	---	Super Splendor	S.I's S.L No. 04/19-20, Dt-21.06.2019	Kalchini
184	Two wheeler	WB 70K 6047	---	---	Super Splendor		Kalchini
185	Two wheeler	WB 74 N 5902	---	---	Suzuki	S.I's S.L No. 262/19-20, Dt-09.02.20	Kalchini
186	Two wheeler	WB 72 C 5521	---	---	Hero Glamour	S.I's S.L Memo No. 70/23-24, Dt-13.02.2024	Kalchini
187	Truck	HR-55V-4457	---	---	Ashok Leyland Stile	S.I's S.L No. -23/22-23, 23A/22-23, 23B/22-23, Dt-15.09.22	Kalchini

Any person who has a claim on any of the said vehicles may present such claim with all relevant documents in support of such claim, to the Special Commissioner of Revenue, Jalpaiguri Excise Division, empowered for confiscation and disposal under the West Bengal Excise (Confiscation and Disposal of Seized articles and Conveyances) Rules, 2024 read with Section 78(2) of the Bengal Excise Act, at his office at Jalpaiguri Excise Division, Siliguri Excise Complex, Court More, Siliguri, Pin 734001, within a period of 15 (fifteen) days from the date of this notice, failing which ex parte action will be taken by the competent authority in terms of section 78(2) of the Bengal Excise Act, 1909 as amended.

Sd/- By Order
Special Commissioner of Revenue
Jalpaiguri Excise Division

বিকল ডাম্পারে যানজট

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৪ জানুয়ারি : ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের চরতোর্ষা ডাইভারশন নিয়ে যেন ভোগান্তি দূর হচ্ছে না। এর আগে ডাইভারশনে ফেঁসে গিয়েছিল ট্রাক, ডাম্পার। আর বুধবার ডাইভারশনের মাঝে ফের বিকল হয়ে পড়ে মাটিবোঝাই একটি ডাম্পার। এজন্য অন্য পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলে ব্যাপক সমস্যা হয়। এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ ডাম্পারটি বিকল হয়। প্রায় এক ঘণ্টা পর ডাম্পার ঠিক করা হয়।

৪ জানুয়ারি রাতে ডাইভারশনে অন্য গাড়ি সাইড দিতে গিয়ে ফেঁসে যায় একটি ডাম্পার। একইভাবে ১০ জানুয়ারি রাতেও এই ডাইভারশনে বিকল হয়ে পড়ে একটি ট্রাক। এদিন দিনেরবেলায় ডাইভারশনে আটকে পড়ে মাটিবোঝাই ডাম্পার। গাড়িটি শিলতোর্ষা নদী থেকে মাটি নিয়ে ফালাকাটার দিকে যাচ্ছিল। গাড়ির চালক বললেন, 'হঠাৎ করেই গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। পরে গ্যারাজকর্মীরা এসে ঠিক করে দেন।' এদিকে, ডাইভারশনের মাঝামাঝিতে ডাম্পার দাঁড়িয়ে থাকায় অন্য পণ্যবাহী গাড়ি যেতে পারছিল না। তবে এদিন খুব বেশি যানজট হয়নি। নজরদারি চালাতে দেখা যায় সিভিক ভলান্টিয়ারদের।

স্থানীয়রা বলছেন, এবার যেন শীতকালেও বর্ষাকালের মতো ভোগান্তি হচ্ছে ডাইভারশনের কারণে। এখন ফালাকাটার সাইনবোর্ড, রাইচেঙ্গার দিকে মহাসড়কে মাটির কাজ চলছে। এজন্য রোজ ভোর থেকে নির্মীয়মাণ মহাসড়কে মাটি পরিবহণ শুরু করে একের পর এক ডাম্পার। প্রচুর পরিমাণে ডাম্পার চলায় এমনিতেই পথচলতি মানুষ অসন্তুষ্ট। তার মধ্যে ডাম্পার বিকল হয়ে ভোগান্তি আরও বাড়ছে।

চরতোর্ষায় অর্ধসমাপ্ত সেতু।

এলাকাবাসী চন্দন দাসের কথায়, 'এই রাস্তায় সব নদীতেই পাকা সেতুর কাজ চলছে। তার মধ্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ চরতোর্ষা নদী। অথচ এখানেই কাজ চলছে ঢিমেতালে। প্রায় এক মাস আগে পিলারের উপর গার্ডার বসানো হয়। তারপর থেকে কাজই এগোচ্ছে না।'

একইসঙ্গে দুটি সেতুর কাজ চলা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। স্থানীয় দীপক রায়ের মতে, এই ডাইভারশনের জন্য বহু বছর ধরে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। সড়ক কর্তৃপক্ষের উচিত একইসঙ্গে দুটি সেতুর কাজ না করে আগে অন্তত একটি সেতু দ্রুত তৈরি করা। সিঙ্গল রোড হওয়ায় ডাইভারশনে কিছু হলেই ভোগান্তি হচ্ছে।

যদিও মহাসড়কের সাইট ইনচার্জ বিজয় গুপ্ত বললেন, 'ডাম্পারটি তাড়াতাড়ি ঠিক করা হয়। আর সেতুর কাজ নিয়ম মেনেই এগোচ্ছে। বর্ষার আগে অন্তত একটি সেতুর কাজ হয়ে যাবে।'

পরীক্ষার অপেক্ষায় টোলের পড়ুয়ারা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সিমেস্টার, বার্ষিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। অথচ প্রায় ১৮ বছর ধরে পরীক্ষা বন্ধ আলিপুরদুয়ারের টোলে (সংস্কৃত কলেজ)। ২০০৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ শেষ পরীক্ষা হয়েছিল। তারপর থেকে সরকারিভাবে টোলগুলিতে পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পলাশবাড়িতে দ্বারিকানাথ চতুষ্পাঠী সংস্কৃত কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এখনও পরীক্ষার আশায় বসে রয়েছেন। কেন পরীক্ষা বন্ধ, সদুত্তর নেই কারও কাছে। এই দীর্ঘ সময়ে টোলে পরীক্ষা নেওয়ার অনুমতি মেলেনি বলে খবর। পড়ুয়াদের অনেকেই আশাহত হয়ে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। এবিষয়ে স্কুল পরিদর্শক (প্রাথমিক) লক্ষ্মণা গোলে বলেন, 'টোলে পরীক্ষার বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখা হবে। পরীক্ষার বিষয়ে কোনও নির্দেশিকা আসেনি।' কলকাতা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের টোল বিভাগের সম্পাদক পলাশ বিশ্বাস জানালেন, টোলে ফের পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে কথাবার্তা চলছে।

একসময় দ্বারিকানাথ চতুষ্পাঠী প্রায় তিন বিঘা জমির উপর গড়ে ওঠে। কয়েক বছর চলার পর এই সংস্কৃত কলেজ ১৯৩৬ সালে সরকারি অনুমোদন পায়। তবে কালজানি নদীর বাঁধ নির্মাণ সহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের জন্য টোলের জমির পরিমাণ কমে যায়। এখন অবশ্য টোলের একাংশ জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। এমনকি এ বিষয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগও করেছে টোল কর্তৃপক্ষ।

বাম আমলের শেষের দিকে টোলের জন্য সরকারি উন্নয়নমূলক অনুদান আসা একরকম বন্ধ হয়ে পড়ে। এখন পর্যন্ত অধ্যক্ষরা মাসিক সাত হাজার টাকা সাম্মানিক পান। সমস্যা মেটাতে টোলের অধ্যক্ষরা শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তবে সমস্যা সেই তিমিরেই। দ্বারিকানাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ নিত্যানন্দ নন্দী বলেন, 'টোলে পরীক্ষার অনুমতি মিললে ফের নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে। এখনও অনেক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার আশায় রয়েছে। টোলগুলিকে স্বমহিমায় ফেরাতে সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন।'

দ্বারিকানাথ চতুষ্পাঠী সংস্কৃত কলেজ। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে।

টোলে পরীক্ষার অনুমতি মিললে ফের নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে। এখনও অনেক পড়ুয়া পরীক্ষার আশায় রয়েছে। টোলগুলিকে স্বমহিমায় ফেরাতে সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন।

নিত্যানন্দ নন্দী
অধ্যক্ষ, দ্বারিকানাথ চতুষ্পাঠী

টোলে মাধ্যমিক পাশের পর থেকেই ভর্তির সুযোগ রয়েছে। ব্যাকরণ (পাণিনি, সারস্বত, চন্দ্রিকা, কলাপ ব্যাকরণ) সাহিত্য, স্মৃতি শাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, বেদান্ত দর্শন, শাঙ্খ দর্শন, ষড়দর্শন, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, জ্যোতিষ শাস্ত্র ছাড়াও পৌরহিত্য শেখানো হয়। প্রতিটি বিষয় তিন বছরের কোর্স। অদ্য (প্রথম বর্ষ) মধ্য (২য় বর্ষ) এবং তীর্থ (তৃতীয় বর্ষ) এই তিন বছর পর পড়ুয়ারা সেই বিষয়ে ডিগ্রি অর্থাৎ তীর্থ পদ লাভ করতে পারেন। তাঁরা কাব্য তীর্থ, শাস্ত্র তীর্থ ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হন। একজন একাধিক বিষয়ে তীর্থ হতে পারেন।

বিনয় মিশ্র, ময়াঙ্ক লাহিড়ির মতো ছাত্ররা বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হলেও তাঁরা পরীক্ষা দেওয়ার প্রতীক্ষা করছেন। এক ছাত্রের কথায়, 'এক সময় টোলে পড়াশোনা করেছি কিন্তু পরীক্ষা আর হয়নি। পরবর্তীতে কাজে জড়িয়ে পড়ি। তবে এখনও সময় পেলে পড়াশোনা করি। অনুমতি মিললে অবশ্যই পরীক্ষা দেব।'

পাঁচ বছর প্রাথমিকে সংস্কারের জন্য বরাদ্দ বন্ধ

ফুটো ছাউনির ঘরে ১৫০ স্কুল

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : কোথাও ছাউনির অবস্থা ফুটিফাটা তো কোথাও আবার বারান্দার ছাউনিই নেই। কোথাও বর্ষাকালে জল জমে সমস্যায় পড়তে হয় তো কোথাও সীমানা প্রাচীরই নেই। জেলায় প্রায় দেড়শোর বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা এরকমই বেহাল। স্কুলগুলিতে প্রায় পাঁচ বছর ধরে রিপেয়ারিংয়ের জন্য ফান্ড আসেনি বলে অভিযোগ। ফলে ওই অবস্থাতেই পঠনপাঠন চলছে।

এই বিষয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) লক্ষ্মণা গোলেকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'ফালাকাটাতে প্রায় দশটি বিদ্যালয় সংস্কারের ফান্ড এসেছে। এছাড়াও শহরের একটি স্কুল সংস্কার করা হবে। জেলার বাকি বিদ্যালয়ের জন্য শীঘ্রই ফান্ড আসার সম্ভবনা রয়েছে।' অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলির তালিকা তৈরি করে শিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। শীঘ্রই বিদ্যালয় মেরামতের আর্থিক অনুদান পৌঁছানোর কথা রয়েছে।' পাটকাপাড়া হিন্দি নিউ প্রাইমারি স্কুলের বারান্দার ছাউনি ২০২০ সালের মে মাসে ঝড়ে উড়ে গিয়েছে। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষের ছাউনিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এখন সেখানে বর্ষাকালে জল পড়ে। এছাড়াও স্কুলে সীমানা প্রাচীর না থাকায় হাতির উপদ্রব লেগেই রয়েছে। সম্প্রতি দুইবার হাতি সেখানে হানা দেয়। বিভিন্ন সময় স্কুলের ছাউনি সংস্কার ও সীমানা প্রাচীর তৈরির আবেদন করেও সমস্যা মেটেনি বলে অভিযোগ। প্রধান শিক্ষক সন্তোষকুমার পাসোয়ান বলেন, 'শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিরা সরেজমিনে খতিয়ে দেখে তথ্য নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন।' অন্যদিকে, মধ্য জিতপুর আইটিডিপি প্রাথমিক স্কুলের অফিসঘরে ক্লাস চলে। বারান্দায় দুই বছর যাবৎ জল পড়ে। চলতি বছরে ক্লাসরুমে জল পড়া শুরু হতেই পঠনপাঠনের উপর প্রভাব পড়েছে। এতে বৃষ্টির সময় ক্লাস নিতে সমস্যার মুখে পড়তে হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রতীক হালদারের কথায়, 'বৃষ্টি হলে পড়ুয়াদের নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। শিক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে বিডিও এবং এসআই অফিসে আবেদন করেছি। টিনের ছাউনির ফুটোফাটা আটকাতে ত্রিপল ব্যবহার করা হচ্ছে।' এছাড়া চাঁপাতলি মধ্যপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমপানের ঝড়ে একটি শ্রেণির সামনের বারান্দার ছাউনি উড়ে গিয়েছে। সেইসময় থেকে বৃষ্টির জলে শ্রেণিকক্ষ জলমগ্ন হয়। সেইসঙ্গে শ্রেণিকক্ষের জানলা, দরজার অবস্থাও বেহাল। একবার ভূমিকম্পে শ্রেণিকক্ষের মেঝেতে ফাটলও ধরেছে।

পাটকাপাড়া হিন্দি নিউ প্রাইমারি স্কুল। -সংবাদচিত্র

ফালাকাটাতে প্রায় দশটি বিদ্যালয় সংস্কারের ফান্ড এসেছে। এছাড়াও শহরের একটি স্কুল সংস্কার করা হবে। জেলার বাকি বিদ্যালয়ের জন্য শীঘ্রই ফান্ড আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

লক্ষ্মণা গোলে
বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক)

জেলায় প্রায় দেড়শো বিদ্যালয় সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায়। অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের আলিপুরদুয়ার জেলার যুগ্ম সম্পাদক সুমন্ত সিংহ বলেন, 'দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য কোনও আর্থিক অনুদান মিলছে না। অনেক বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন চালানো দায় হয়ে পড়েছে।' যদিও বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য শীঘ্রই অর্থবরাদ্দ করা হবে বলে দাবি তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি কৌশিক সরকারের।

রাতভর বালি লুট, নদীতে ক্ষতির আশঙ্কা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৪ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের শামুকতলা থানা এলাকার তুরতুরি, জয়ন্তী, গদাধর এবং বামনি নদীর চর থেকে অবাধে বালি পাচার চলছে বলে দীর্ঘদিন থেকেই অভিযোগ উঠছে। এবার সরব হলেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাঁও। তাঁর বক্তব্য, পুলিশ-প্রশাসন এবং শাসকদলের একাংশ নেতার মদতে রাতের অন্ধকারে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে এই পাচার চলছে। প্রতি ট্রিপ অনুযায়ী টাকা তোলা হচ্ছে। মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত গোটা এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ট্র্যাক্টর। শামুকতলা থানা এলাকার বেশ কয়েকটি জায়গার বাসিন্দারা রাতে ঠিকমতো ঘুমোতে পারছেন না। মনোজ বলেন, 'ওইসব এলাকার বাসিন্দারা আমাকে ফোন করে বালি লুটের অভিযোগ জানাচ্ছেন। শীঘ্রই বালি চুরির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা হবে। মুখ্যমন্ত্রীকেও জানানো হবে।'

এলাকাবাসীর বক্তব্য, টটপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়াখাতা ডাবরি সংলগ্ন গদাধর নদীর ধুরধুরি বাঁধ এলাকায় চর থেকে বালি লুট চলছে। অথচ প্রশাসন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। যারা এই পাচারের সঙ্গে যুক্ত, তারা প্রকাশ্যেই বলছে সব সেটিং আছে তাদের। এভাবে বালি পাচার চলতে থাকলে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। কৃষিজমি এবং বসতি এলাকায় নদী ঢুকে পড়লে বড় ক্ষতি হতে পারে। তাই অবিলম্বে এই বালি লুট বন্ধ করা জরুরি।

এছাড়া জয়ন্তী, তুরতুরি নদী থেকেও একইভাবে বালি পাচার চলছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। পুলিশকর্তাদের অবশ্য দাবি, বালি পাচারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলছে। গত তিন মাসে শামুকতলা থানা এলাকায় বালি পাচারের বিরুদ্ধে ১০টি মামলা করা হয়েছে। ১০টি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি গাড়ির মালিকদের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে। কোথাও অভিযোগ পেলেই দ্রুত অভিযান চালিয়ে বালি পাচার বন্ধ করা হচ্ছে। দিনরাত অভিযান জারি রাখা হয়েছে। কয়াখাতার বাসিন্দা নিমো মিঞ্জ বলেন, 'প্রতিদিন রাত ২টা থেকে শুরু হয় ট্র্যাক্টরের দৌরাত্ম্য। ধুরধুরি বাঁধ এলাকায় প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫টি ট্র্যাক্টর বালি তোলার কাজ করে। একটি মাত্র সিসি রোড, সেই রাস্তা দিয়ে রাতভর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বালির ট্র্যাক্টর।'

মনোজ বলেন, 'বালি চুরির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। সবই সেটিং-এ চলছে। গাড়ি প্রতি ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। যেসব গাড়ি টাকা দেয় না, তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিত আকারে শীঘ্রই জানাব।' এদিকে, তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক সভাপতি জ্যোতি দাস অধিকারীর মন্তব্য, 'বিজেপি সবকিছুতেই তৃণমূলের গন্ধ খোঁজে। এটা ওদের অভ্যেস।'

বালি চুরির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। সবই সেটিং-এ চলছে। গাড়ি প্রতি ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। যেসব গাড়ি টাকা দেয় না, সেই গাড়ির বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মনোজকুমার ওরাওঁ
বিধায়ক, কুমারগ্রাম

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সৃষ্টি, শিল্পী ও সাক্ষী।। *জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে ছবিটি তুলেছেন মুন্না বণিক।*

তিন বিধানসভার ইনচার্জ পদে নিয়োগ

পদ্ম শিবিরে পাহাড়ের দায়িত্বে মোহন

কালচিনি, ১৪ জানুয়ারি : দিনকয়েক আগেই মোহন শর্মাকে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক মনোনীত করেছে নেতৃত্ব। এবারে দলে আরও গুরুত্ব বাড়ল মোহনের। বুধবার দলের রাজ্য কমিটির তরফে মোহনকে দার্জিলিং পাহাড়ে দলের ইনচার্জ মনোনীত করা হয়েছে। পাহাড়ের তিন বিধানসভা দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্সিয়াং বিধানসভার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মোহনকে।

পদ্ম শিবিরের নির্দেশিকায় দেখা যাচ্ছে, ২০২৫ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত মোহনকে পাহাড়ের তিন বিধানসভায় ইনচার্জ মনোনীত করা হয়েছে। এ নিয়ে মোহন জানিয়েছেন, তিনি আলিপুরদুয়ার জেলার বাসিন্দা হলেও পাহাড়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাছাড়া সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। সেই কারণে সেখানে দলের কাজ করতে তাঁর সমস্যা হবে না। পাশাপাশি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পাহাড়ের সঙ্গে সমানভাবে তিনি দলের হয়ে কাজ করবেন আলিপুরদুয়ার জেলা এবং কালচিনি ব্লকেও।

২০১৭ সালে কালিম্পংয়ে পুর নির্বাচনে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে মোহনের। তখন অবশ্য তিনি তৃণমূলের নেতা ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে তৃণমূল পাহাড়ের ওই পুরভোটে ভালোই ফল করেছিল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কিছুদিন আগে তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। তারপর প্রায় পাঁচ বছর তিনি রাজনীতি থেকে কার্যত নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলেন। মোহনের বিরোধী শিবিরের ধারণা ছিল, তিনি হয়তো আর সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরবেন না। তবে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি স্বমহিমায় রাজনীতির ময়দানে ফিরে এসেছেন। দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসেছেন। এতে আলিপুরদুয়ার জেলা সহ ডুয়ার্সে মোহনের অনুগামীরা নির্বাচনের আগে যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। মোহনের কথায়, 'দল যে দায়িত্ব দেবে, আমি সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব।' তিনি যে রাজনীতির ময়দানে ভালো ব্যাটিং করবেন, সেই বিষয়ে নিশ্চিত মোহন।

বিজেপি নেতা মোহন শর্মা।

দলীয় সূত্রে খবর, এক জেলার নেতাকে অন্য জেলায় ইনচার্জ পদে নিযুক্ত করে বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে ভালো ফলের চেষ্টা শুরু করেছে পদ্ম শিবির। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে দার্জিলিং জেলার সমতল শিলিগুড়ির ইনচার্জ করা হয়েছে। একইভাবে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাকে ইনচার্জ করা হয়েছে কোচবিহারের। আবার আলিপুরদুয়ারের ইনচার্জ করা হয়েছে জহর সিং সরকারকে।

হাতির হামলায় ক্ষতি আলুর

পলাশবাড়ি, ১৪ জানুয়ারি : জলদাপাড়া বনাঞ্চলের চার-পাঁচটি হাতি চলে আসে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দাসটারির মহাকাল ধাম এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে ওই হাতিগুলি তাণ্ডব চালায় বলরাম সরকার, বিশ্বজিৎ দাস ও বাবলু বর্মনের আলুখেতে। হানাদারিতে তিনজনের প্রায় এক বিঘা জমির আলুর ক্ষতি করে। সেখান থেকে একটি হাতি আসে নিউ পলাশবাড়ি এলাকাতেও। সেখানে সুকুমার বিশ্বাসের বাড়ির বারান্দার টিনের বেড়া কিছুটা ভেঙে দেয়। খবর পেয়ে রাতেই বনকর্মীরা এলাকায় এসে হাতিগুলিকে জঙ্গলের দিকে ড্রাইভ করান। বন দপ্তর জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

কর্মশালা

কালচিনি, ১৪ জানুয়ারি : কালচিনির বনছায়া বস্তিতে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দু'দিনের মৌমাছি প্রতিপালন প্রশিক্ষণ কর্মশালার সূচনা হল। বুধবার সেখানে স্থানীয় ৫০ জন গ্রামবাসী মৌমাছি পালনের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন উদ্যানপালন দপ্তরের আলিপুরদুয়ার জেলা আধিকারিক দীপক ঘোষ, দপ্তরের আলিপুরদুয়ার মহকুমা আধিকারিক সতীশ সুব্বা, মৌমাছি পালন বিভাগের বিশেষজ্ঞ মুলেন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ। স্থানীয় রামকুমার লামা বলেন, 'মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদনের মাধ্যমে বিকল্প রোজগারের পথ খুলবে।'

অবরোধ

জটেশ্বর, ১৪ জানুয়ারি : প্রায় এক বছর আগে জটেশ্বর থেকে পাঁচমাইল সড়ক পর্যন্ত সাত কিলোমিটার পাকা রাস্তার কাজ শুরু হয়। কাজটি করছিল জেলা পরিষদের ডব্লিউবিএসআরডিএ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু অজানা কারণে কাজ মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ ধুলোয় নাকাল হচ্ছেন। সেই ক্ষোভে বুধবার জটেশ্বর-পাঁচমাইল সড়কের বঙ্কিমঘাট এলাকায় অবরোধ করেন স্থানীয়রা। প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধের পর ডব্লিউবিএসআরডিএ কর্তৃপক্ষ দ্রুত কাজ করার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহকারী বাস্তুকার মহানন্দ বর্মন বলেন, দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।

কম্বল বিতরণ

বীরপাড়া ও জয়গাঁ, ১৪ জানুয়ারি : একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে বুধবার বীরপাড়া থানার রহিমপুর চা বাগানের ৫০ জন প্রবীণ ও দুঃস্থকে কম্বল দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন সংগঠনের জেলা কমিটির সভাপতি দীপককুমার ঘোষ। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বুধবার আবার দলসিংপাড়া চা বাগানের জটু লাইনে দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করা হল এক আশ্রমের তরফে। এদিন এলাকার ৫১টি পরিবারের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

চোখ ধাঁধাচ্ছে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন

জলপাইগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : পাহাড়পুর থেকে গোশালা মোড়ের পথে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ চত্বরে ঢুকতেই এলাহি আয়োজন চোখ টানতে বাধ্য। প্রথম গেটের ডানদিকে প্লাস্টিক ঘেরা সুবিশাল উদ্বোধনী মঞ্চ তৈরি হয়েছে। দর্শকদের বসার জন্য আলাদা আসনের ব্যবস্থাও সারা। এই ঘেরাটোপের ভেতরে গোটা পঞ্চাশেক এয়ার কন্ডিশনার বসানো হয়েছে। গেটের বাঁদিকে সাধারণ মানুষের জন্য পৃথক মহিলা ও পুরুষ রেস্টরুম। বিচারপতিদের যাতায়াতের পথে কিছুটা এগোলেই মঞ্চের পেছনে ভিভিআইপিদের জন্য আলাদা বিশ্রামকক্ষ। এক কর্মী জানান, উদ্বোধনের আগে মুখ্যমন্ত্রী সহ বিশেষ অতিথিরা সেখানেই বিশ্রাম নেবেন।

ভিভিআইপি রেস্টরুম পেরিয়ে প্রায় ১০ মিটার এগোতেই চোখে পড়বে ইট-ঘিয়ে রঙের সুবিশাল সার্কিট বেঞ্চ ভবন। ভবনের গায়ে পরতে পরতে বসানো তেরঙা এলইডি আলো সন্ধ্যার আলোয় এক নৈসর্গিক দৃশ্য তৈরি করেছে। ভবনের সামনের বাগানে থাকা ছোট গাছগুলিতে জ্বলে থাকা তেরঙা এলইডি আলো কাছ থেকে দেখলে মন ভরতে বাধ্য।

এর মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বুধবার সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো পরিদর্শনে আসেন। পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা সেই সময় উদ্বোধনী মঞ্চের কাজ তদারকি করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে মেয়র অনুষ্ঠান মঞ্চের বিন্যাস, ভিভিআইপি গেস্টরুম এবং অতিথিদের প্রবেশপথ নিয়ে খোঁজখবর নেন। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির আসার কথা থাকলেও তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে ১৭ জানুয়ারি, উদ্বোধনের একদিন আগে তাঁর জলপাইগুড়ি আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

গাছ কাটা নিয়ে বচসায় জোড়া খুন

নিশিগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : সামান্য কুল গাছ কাটা নিয়ে বচসা শেষপর্যন্ত খুনোখুনিতে গড়াল। খুড়তুতো দাদার হাতে এক তরুণ ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। মৃতদের নাম দিলীপ বর্মন (৪০) ও শম্পা বর্মন (৩১)। বুধবার নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ভোগমারা গ্রামের ডাকুয়ারটারি এলাকার ঘটনা। অভিযুক্ত নারায়ণ বর্মন ঘটনার পরই সাইকেল নিয়ে এলাকা থেকে পালান। ওই ব্যক্তি পরে গ্রেপ্তার হয়েছে। মকর সংক্রান্তির দিন এমন ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, আলুখেতে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে দিলীপ এদিন প্রতিবেশী পূর্ণেশ্বর বর্মনকে একটি কুল গাছের ডাল কাটতে দেখেন। শিশুরা ওই গাছের কুল খায় বলে তিনি ডাল না কাটতে আর্জি জানাতে থাকেন। কিন্তু পূর্ণেশ্বর তা মানতে চাননি। অভিযোগ, এই সময় নারায়ণ হঠাৎ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পূর্ণেশ্বরের পক্ষ নিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। তর্কবিতর্ক চলার সময়ই তিনি দিলীপের মাথায় কুড়ুল দিয়ে আঘাত করে বসেন। ঘটনার খবর শুনে দিলীপের স্ত্রী সেখানে উপস্থিত হন। নারায়ণ তাঁর মাথাতেও আঘাত করেন। স্বামীর মতো শম্পাও রক্তাক্ত অবস্থায় ওই কুল গাছের নীচে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়।

শ্রমিক সর্দারের নাম থেকে দলসিংপাড়া

'পাড়া' বলতে সাধারণত কোনও শহর বা বড় জনবসতির নির্দিষ্ট এলাকাকে বোঝায়। ডুয়ার্সের যেসব এলাকার নামের সঙ্গে 'পাড়া' শব্দটি যুক্ত রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম জয়গাঁর দলসিংপাড়া। কথিত আছে, এক শ্রমিক সর্দারের নামে এই জায়গার নামকরণ হয়। আজ সেই ইতিহাসই তুলে ধরা হল।

সমীর দাস

জয়গাঁ, ১৪ জানুয়ারি : 'পাড়া' বলতে সাধারণত কোনও শহর বা বড় জনবসতির নির্দিষ্ট কোনও এলাকাকে বোঝায়। তবে চা বলয় অধ্যুষিত ডুয়ার্সে একাধিক জনপদের নামের সঙ্গে 'পাড়া' শব্দটি যুক্ত রয়েছে। ডুয়ার্সের যেসব এলাকার নামের সঙ্গে 'পাড়া' শব্দটি যুক্ত রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম জয়গাঁর দলসিংপাড়া। ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে হয়ে জয়গাঁ তথা ভুটান যাওয়ার পথে জয়গাঁ থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার আগে পড়বে দলসিংপাড়া। সেখানে রয়েছে দলসিংপাড়া চা বাগান। অনেকে মনে করেন দলসিংপাড়া চা বাগান থেকেই জনবসতির নাম হয়েছে দলসিংপাড়া। তবে দলসিংপাড়া চা বাগান প্রতিষ্ঠার বহু বছর আগেই দলসিংপাড়া জনবসতি গড়ে উঠেছিল বলে বিভিন্ন তথ্য ঘেঁটে জানা গিয়েছে। দলসিংপাড়া যে একজন শ্রমিক সর্দারের নামেই স্থাপিত হয়েছিল সেই বিষয়ে নিশ্চিত অনেকেই। ওই সর্দারের নাম ছিল দলসিং মঙ্গর। তিনি নেপালি মঙ্গর জনজাতির মানুষ ছিলেন। আবার দল বা গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিয়ে তাঁর নাম দলসিং হয়েছিল বলেও মনে করেন অনেকে।

চা বাগান আর বনবস্তিতে ঘেরা ওই জনবসতি ভুটানের খুব কাছে অবস্থিত। ২০২৪ সালের ভোটার তালিকায় দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জনসংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। তবে সমগ্র এলাকা মিলে জনসংখ্যা আরও কিছুটা বেশি। স্থানীয়দের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দলসিংপাড়া জনবসতি গড়ে উঠেছিল ১৮১৬ সালে। তার বহু বছর পর ব্রিটিশ শাসকরা ওই এলাকায় চা বাগান তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই হিসেবে দলসিংপাড়া জনবসতি স্থাপিত হয়েছিল প্রায় ২০০ বছর আগে। দলসিংপাড়া চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী সহদেব শিবা বলেন, 'দলসিংপাড়া, বীরপাড়ার দলমোড় ও দলগাঁও চা বাগানগুলো একসময় একই মালিকানাধীন ছিল। কোনও প্রামাণ্য নথি না থাকলেও আমাদের ধারণা, দলসিং মঙ্গরের নাম থেকেই তিনটি চা বাগানের নামকরণ করা হয়েছিল।' দলসিংপাড়া চা বাগানের কর্মী মহম্মদ সাজু বলেন, 'ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে দলসিং মঙ্গর একজন বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। সেই সময় এলাকায় কোনও চা বাগান ছিল না। তবে জনবসতির নাম অনুসারে পরবর্তীতে চা বাগানের নাম রাখা হয়েছিল দলসিংপাড়া।'

চা বাগান বনিকসভা আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা জানিয়েছেন, ১৮৯৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রশাসনের তরফে ৫ জন ব্রিটিশ সাহেব- এফজি ক্লার্ক, এফএইচ বে, জি হ্যান্ডারসন, জিএস ফ্রেসার ও এএইচ অ্যাব্রডের নামে ওই এলাকায় চা বাগান তৈরির জন্য প্রচুর জমির লিজ ইস্যু করা হয়েছিল। তার বহু বছর আগে ওই এলাকাটি ভুটানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভুটানের সেসময়ের রাজা নেপাল থেকে দেশের উন্নয়নের কাজের জন্য প্রচুর শ্রমিক নিয়ে এসেছিলেন। সেই শ্রমিকদের সর্দার অথবা মুখিয়া ছিলেন দলসিং মঙ্গর। পরবর্তীতে তিনি ওই এলাকায় ছোট জনবসতি গড়ে তুলেছিলেন বলেই এলাকার নাম হয়েছিল দলসিংপাড়া। তাঁর কথায়, '১৯১১ সালে জলপাইগুড়ি জেলা গঠনের পর জনগণনার তথ্যে উল্লেখ রয়েছে দলসিংপাড়াতে মঙ্গর জনজাতির মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল। এখনও কালচিনি ব্লকের মধ্যে মঙ্গর জনজাতির বেশিরভাগ মানুষ দলসিংপাড়া এলাকায় বসবাস করেন।' তাঁর বক্তব্য, মঙ্গর জনজাতির বিশিষ্ট ব্যক্তি ডাঃ জীবন রানা তাঁর লেখা বইয়ে দলসিং মঙ্গরের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেও একাধিক পত্রিকায় দলসিংপাড়া নামের ইতিহাস প্রসঙ্গে লিখেছেন।

ছোট্ট তারা

আলিপুরদুয়ার জংশনের শিববাড়ির বাসিন্দা দেবার্ঘ্য দে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। বড় হয়ে আইএএস অফিসার হতে চায়। ছবি আঁকা ও ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে সে।

দেবীর অলংকরণে কল্পনা, মণিকারা

মৃৎশিল্পে একসময় পুরুষদের একচেটিয়া আধিপত্য দেখা যেত। তবে সেই ছবি এখন বদলেছে। কুমোরটুলিতে গেলে চোখে পড়ে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিমা তৈরি করছেন। প্রতিমা তৈরির মধ্যে দিয়ে তাঁরা আত্মনির্ভর হয়েছেন। অনেকে সেই রোজগার দিয়ে সংসারের হাল ধরেছেন। আলোকপাত করলেন দামিনী সাহা।

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : আর মাত্র কয়েকদিন পরেই স্কুল, কলেজ, পাড়ার ক্লাব এবং বাড়িতে শুরু হবে বিদ্যার দেবীর আরাধনার তোড়জোড়। কুমোরটুলিগুলিতেও প্রস্তুতি তুঙ্গে। পুজো উপলক্ষ্যে এখন সেখানে চলছে দেবীপ্রতিমা গড়ার কাজ। কুমোরটুলিতে ঢুকলে দেখা যায় সেখানে পুরুষ মৃৎশিল্পীদের পাশাপাশি রয়েছেন মহিলা মৃৎশিল্পীরাও। তাঁরাও সমান দক্ষতায় এই কাজ করছেন। আলিপুরদুয়ারের নোনাই পালপাড়া কিংবা জংশনের কুমোরটুলিতে ঢুকলেই এই দৃশ্য চোখে পড়ে। খড়ের কাঠামোয় মাটি লেপা থেকে শুরু করে দেবীপ্রতিমার নিখুঁত অলংকরণ সব কিছুতেই ব্যস্ত নারীরা।

কল্পনা পাল প্রায় তিন দশক ধরে দেবীপ্রতিমা তৈরি করছেন। তিনি বলেন, 'আগে মেয়েরা মৃৎশিল্পীর সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন। এখন তাঁরা নিজেরা সম্পূর্ণ প্রতিমা তৈরি করছেন। শহরের পাশাপাশি আশপাশের এলাকা থেকেও প্রতিমা তৈরির বরাত আসছে। নিজের হাতে দেবীর প্রতিমা গড়তে ভালো লাগে।' সংসারের কাজ সামলে প্রতিমা তৈরি করেন সুগতা বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'এই কাজ আমাদের সাহস দিয়েছে। মৃৎশিল্পে যে নিজের জায়গা তৈরি করতে পারব তা ভাবিনি।' একই কথা জানান আরেক মৃৎশিল্পী অরুণা পাল।

শুধু নোনাই পালপাড়া নয়, শহরের জংশন সংলগ্ন এলাকাতেও মহিলা মৃৎশিল্পীদের নিখুঁত কাজ চোখে পড়ার মতো। প্রতিমার সুন্দর মুখ, দেবীপ্রতিমার শাড়ির ভাঁজে নিখুঁত কারুকার্য—সবকিছু যেন আলাদা করে নজর কাড়ে। সেখানে বিদ্যার দেবীর প্রতিমা গড়তে দেখা যায় লক্ষ্মী হাঁসদা, মণিকা দাসদের। মৃৎশিল্পী লক্ষ্মীর কথায়, 'আগে প্রতিমা গড়ার কাজে শুধু পুরুষদের দেখা যেত। এখন আর সেই দিন নেই। ক্রেতারা আমাদের কাজে ভরসা রাখছেন। এমনকি মহিলাদের হাতে তৈরি প্রতিমার চাহিদাও বেড়েছে।'

মণিকা জানান, প্রতিমা তৈরি করে তিনি যা উপার্জন করছেন তা দিয়ে তিনিও সংসারের বিভিন্ন কাজে খরচ করতে পারছেন। তিনি বলেন, 'আগে ভাবতাম প্রতিমা তৈরির কাজ শুধু পুরুষদের। কিন্তু কাজ শেখার পর বুঝেছি ধৈর্য ও মনোযোগ থাকলে মেয়েরাও এই কাজ করতে পারে।' অনেক মহিলা মৃৎশিল্পীর কাছেই এই কাজ এখন আর শুধু বাড়তি আয় নয়, বরং সংসার চালানোর প্রধান ভরসা।

মৃৎশিল্পীরা জানান, এখন প্রতিমা গড়ার সময় অনেক কিছু মনে রাখতে হয়। অনেকে পরিবেশবান্ধব রং দিয়ে তৈরি হালকা অলংকরণ, ছোট আকারের প্রতিমার খোঁজ করেন। সেই অনুযায়ী এই মহিলা মৃৎশিল্পীরা কাজ করছেন।

দেবীর প্রতিমায় যেমন শিল্পসৌন্দর্য ফুটে উঠছে তেমনি এই প্রতিমায় যেন লুকিয়ে রয়েছে মহিলাদের আত্মনির্ভর হওয়ার গল্প।

মূর্তি গড়তে ব্যস্ত মহিলা মৃৎশিল্পীরা।

- কুমোরটুলিতে গেলে চোখে পড়ছে শুধু পুরুষরাই নন, মহিলারাও প্রতিমা তৈরি করছেন
- তাঁরা ধৈর্য ও মনোযোগ সহকারে প্রতিমার মুখ ও নিখুঁত কারুকার্য ফুটিয়ে তুলছেন
- ক্রেতারাও তাঁদের কাজের ওপর ভরসা করছেন

রসেবশে শহর

মকর সংক্রান্তিতে পিঠেপুলি উৎসবে প্রতিযোগীদের স্টল ঘুরে দেখা চলছে। বুধবার।

পৌষের শেষে রক কার্নিভাল

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : বুধবার আলিপুরদুয়ার জংশনের লিচুতলা এলাকায় স্থানীয় কিছু তরুণ-তরুণীর উদ্যোগে রক কার্নিভালের আয়োজন করা হয়। এই বছর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় বর্ষ। ব্যান্ড কালচার এবং লোকসংস্কৃতির প্রসারের জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় এবং অতিথি শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। এদিন সন্ধ্যায় সমবেত নৃত্যের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর স্থানীয় ব্যান্ড ভ্রমর এবং ইচ্ছেডানা এই কার্নিভালে গান গায়। অনুষ্ঠানে সায়ন্তন-রামায়োনি ডুয়েট গান পরিবেশন করেন। অদিতি রায় একক সংগীত পরিবেশন করেন। এর পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে র‍্যাপ সংগীতও পরিবেশিত হয়।

বিরাজ দত্ত, বিশ্বনাথ বসাক, অভিষেক বসাক, ফিরোজা খাতুনরা এই অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন। ফিরোজা বলেন, 'বর্তমান সময়ে ব্যান্ড কালচার-এর চর্চায় বেশকিছুটা ভাটা পড়েছে। ব্যান্ড কালচার এবং ফোক মিউজিকের প্রসার ঘটাতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।' বিশ্বনাথ বলেন, 'গত বছর আমরা রুফটপ কার্নিভালের আয়োজন করেছিলাম। এইবার রক কার্নিভাল। এইবারের অনুষ্ঠান খুব ভালো হয়েছে। সবাই খুব আনন্দ পেয়েছেন। আমরা খুব খুশি।'

ভ্রমর ব্যান্ডের তরফে রিয়া রায় বলেন, 'আমরা প্রথমবার এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলাম। এদিন আমরা বন্দে মায়া লাগাইছে, পিণ্ডারে পলাশের বন সহ একাধিক লোকগান গেয়েছি। এইরকম অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে আমাদের খুব ভালো লেগেছে।' ইচ্ছেডানা ব্যান্ডের তরফে বিভাস তরফদার বলেন, 'রক এবং লোকসংগীতকে বাঁচাতে এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আমরা এদিন নিজেদের লেখা যদি বলি এবং ভুল গানটি গেয়েছি।'

চমক পালং পাতিসাপটা, গোলাপ পিঠেয়

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : কী চাই প্লেটে? সেই মা-ঠাকুমার হাতের পিঠের স্বাদ। নাকি পিঠেতে নতুন টাচ। যা চাই তা একেবারে শহরবাসীর মুখের সামনে নিয়ে হাজির মন্দিরা কুণ্ডু, বীথি পণ্ডিত, রিঙ্কি গোপ। একেবারে মুগপুলি, রসবড়া, গোকুল পিঠে থেকে শুরু করে পাটিসাপটা, ঝাল মুগপুলি, সিদ্ধপুলি যেমন রয়েছে তেমনি নতুনভাবে হাজির চাঁদ পিঠে, স্যান্ডউইচ পিঠে, গাজরের মালাই পিঠে, গোলাপ পিঠে, পালং পাটিসাপটা। এখানেই শেষ নয়, সঙ্গে আছে ফুলকপির পায়েস, গাজরের মালপোয়া, পাস্তা পুলি। এ যেন একেবারে পিঠের স্বর্গরাজ্য। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে শহরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলে পিঠেপুলি উৎসব ঘিরে এমন আয়োজনে খুশি শহরবাসী। এদিন সকাল থেকে একে একে বিভিন্ন পিঠে বানিয়ে ২৩ জন প্রতিযোগী স্কুল চত্বরে উপস্থিত হন।

কেউ এবার প্রথম অংশ নিচ্ছে। আবার কারও দ্বিতীয় কিংবা চতুর্থবার। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষ ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকেও পিঠে বিক্রির জন্য স্টল রয়েছে। পিঠেপুলি প্রতিযোগিতায় এই নিয়ে সাতবার অংশ নিয়েছেন কল্যাণী দে। তাঁর কথায়, 'মুগপুলি, রসবড়া, সিদ্ধপুলি, গোকুলপিঠে, পাটিসাপটা সহ অন্যান্য পিঠে বানিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি। এখন নতুন পদ্ধতিতে অনেকেই বানায়। আমি একটু আমার ঠাকুমার আদলে বানিয়েছি।' আবার মালাই পাটিসাপটা, আতিক্কা পিঠে, চন্দনকাঠ পিঠে নিয়ে এসে তৃতীয়বার অংশ নিয়েছেন শহরের বাসিন্দা সঞ্চিতা দত্ত। সেগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জের পিঠেও আছে। আজকের দিনে বাচ্চারা তেমন শাকসবজি খেতে চায় না তাই সেগুলো দিয়েই নানা পিঠে বানিয়ে এনেছেন নীলা মোদক। তিনি পালং পাটিসাপটা, ফুলকপির পায়েস, গাজরের মালপোয়া নিয়ে এসেছেন।

এদিকে, বাণী দাস সরকার, রিঙ্কি গোপ, নিতু সরকার, মধুছন্দা দাশগুপ্তদের উৎসাহ বাকিদের থেকে বেশি। তাঁরা এই প্রথম প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। তাঁরা মিষ্টিআলুর দুধপুলি, চিঁড়ার পুলি, লবঙ্গ, বকফুল পিঠে, ঝাল মুগপুলি বানিয়ে এনেছে।

সবমিলিয়ে মকর সংক্রান্তিতে শহরে যেন উৎসবের মেজাজ। আসলে কাজের ব্যস্ততায় এখন আর সেভাবে কারও পিঠে বানানো হয়ে ওঠে না। তাই সেই অভ্যাসকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে এই উদ্যোগ। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক গৌতম দাস বলেন, 'প্রতিবারের মতো এবারেও দু'দিনের পিঠেপুলি অনুষ্ঠান শুরু হল। আগামীকালও ফুট ও স্যালাডের টেবিল সাজানোর প্রতিযোগিতা আছে। পিঠেপ্রেমীরা সহ সাধারণ মানুষ আসছে, দেখছে, পিঠে খাচ্ছে ও কিনেও নিয়ে যাচ্ছে।'

পাশাপাশি এদিন সন্ধ্যায় লোক, বাউলসংগীতের ওপর সাংস্কৃতিক নৃত্যানুষ্ঠান হয়। এছাড়া, বৃহস্পতিবার নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে।

এদিন ফিতে কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, জেলা পরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামী, সিপিএমের কিশোর দাস প্রমুখ। এদিন বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় ২০০ জন অংশ নিয়েছিল।

মকর সংক্রান্তিতে মেনুতে বদল

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : বুধবার মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে শহরের প্রাচীন ম্যাক উইলিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দেখা গেল এক অভিনব উদ্যোগ। সেখানে মিড-ডে মিলের মেনুতে খানিকটা বদল দেখা যায়। পড়ুয়াদের পাতে স্থান পায় পিঠে ও পায়েস। যা বেশ তৃপ্তি সহকারে খেতে দেখা যায় সেই স্কুলের পড়ুয়াদের।

তবে মিড-ডে মিলে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা খাবার পেলেও এদিন স্কুলের সকল পড়ুয়াকেই পিঠেপুলি ও পায়েস খাওয়ানো হয়। পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকারাও সেই পিঠেপুলি খান।

ম্যাক উইলিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অনিলচন্দ্র রায় বলেন, 'আজকের এই মকর সংক্রান্তির দিনে বাংলার সংস্কৃতি ও রীতি অনুযায়ী পিঠে খাওয়ার দিন।

তাই আমরাও ছাত্রদের প্রতিদিনের মতো মিড-ডে মিলে রুচি ও স্বাদের পরিবর্তন আনতে পিঠে ও পায়েস খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলাম। এতে ওদের পাশাপাশি আমরাও খুশি। আগামীতেও আবার করা হবে।'

পুলিশের জালে ফিরোজা খাতুন।

অবশেষে ধৃত হুসেন গ্যাংয়ের টুনটুন

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৪ জানুয়ারি : ২৪ দিন আত্মগোপন করে থাকার পর অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন বীরপাড়ার ক্ষুদিরামপল্লির ফিরোজা খাতুন ওরফে টুনটুন। মঙ্গলবার ক্ষুদিরামপল্লি লাগোয়া শান্তিনগর কলোনি থেকে বীরপাড়া থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। রাতে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুধবার তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৬৭২০টি নেশার ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে এদিন তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়।

বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বলেন, 'ফিরোজা খাতুন বীরপাড়ার হুসেন গ্যাংয়ের সদস্য। গত বছর ১৯ ডিসেম্বর ক্ষুদিরামপল্লির হুসেন আলির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২৫ হাজার নেশার ট্যাবলেট সহ একটি গাড়ি এবং একটি স্কুটার বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ওই সময় পুলিশি তদন্তে ফিরোজার নাম উঠে আসে। ফিরোজা হুসেনের নিকট আত্মীয়।'

এদিকে, হুসেন বুধবার পর্যন্ত পলাতক। পুলিশ সূত্রে খবর, হুসেন নেশার সামগ্রী পাচারের একজন পান্ডা। কিছুদিন আগে ফালাকাটা থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন তিনি। তবে জামিনে মুক্তি পেয়ে ফের কারবার শুরু করেন। গত বছর ৬ সেপ্টেম্বর হুসেনের দাদা বাবলু মিয়াঁ ওরফে দেবাকেও ১৮ হাজার সিডেটিভ ট্যাবলেট সহ গ্রেপ্তার করা হয়। মদ তো বটেই, মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে সিডেটিভ ট্যাবলেট, কাফ সিরাপ, ব্রাউন সুগারেরও জাল সক্রিয়। পাচারকারীদের অন্যতম ডেরা বীরপাড়া। নেশার সামগ্রীর ডিলার হিসেবে বীরপাড়ার ক্ষুদিরামপল্লির বাবলু, হুসেনদের নাম নথিভুক্ত। খোঁজখবর নিয়ে জানা গিয়েছে, ভিনরাজ্যে থেকে লক্ষ লক্ষ সিডেটিভ ট্যাবলেট ঢুকছে বীরপাড়ায়। রিটেইল থেকে ৭০-৮০ টাকা হলেও পাচারকারীরা সেগুলি পাইকারি দরে কেনে ১০০-১২০ টাকা প্রতি স্ট্রিপ। বীরপাড়া সহ লাগোয়া এলাকায় মদ্যপদের কাছে সেগুলি ১৬০-২০০ টাকা খুচরো দরে প্রতি স্ট্রিপ বিক্রি করা হয়। এই নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

> ফিরোজা খাতুন হুসেন গ্যাংয়ের সদস্য। হুসেন আলির বাড়িতে সিডেটিভ ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ওই সময় ফিরোজার নাম উঠে আসে।
>
> **নয়ন দাস**
> ওসি, বীরপাড়া থানা

কেশা পাগলের মেলায় ভিড়

ফালাকাটা, ১৪ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে ফালাকাটায় কেশা পাগলের মেলা বসেছিল। মেলায় অসম, ত্রিপুরা থেকেও ভক্তরা এসেছিলেন। বুধবার সূর্যোদয়ের আগের থেকে পুজো শুরু হয়। সারাদিন ধরে বাবার আরাধনা ও প্রসাদ বিতরণ চলে।

ফালাকাটা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লি রেলগেট এলাকায় কেশা পাগলের মন্দির রয়েছে। ২২ বছর আগে এই মন্দির তৈরি হয়েছিল। পাগলা বাবার ধাম কমিটির প্রধান সেবিকা রাজবালা গোস্বামী বলেন, 'আমরা বাংলাদেশের কেশা পাগলের শিষ্য। দেশভাগের পর আমরা এখানে চলে এসেছি। আমাদের এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েক হাজার ভক্ত এসেছিলেন। জগতের মঙ্গলকামনার উদ্দেশ্যে আমরা কেশা পাগলের আরাধনা করি।'

সৌগত সাহা নামের এক ভক্ত জানান, পৌষ সংক্রান্তির দিন এখানে মেলা বসে। এই উপলক্ষ্যে সুভাষপল্লি রেলগেট এলাকা এদিন বেশ জমজমাট ছিল।

মিড-ডে মিলে পাতে পায়েসও

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৪ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বুধবার ঘরে ঘরে পিঠেপুলির আয়োজন তো ছিলই। তবে তা শুধু বাড়িতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সেই উৎসবের আঁচ পৌঁছেছে ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলেও। গতানুগতিক মিড-ডে মিলের মেনুর বদলে এদিন পড়ুয়াদের পাতে পড়ে পিঠেপুলি, পায়েস। মিড-ডে মিলের অন্যরকম স্বাদ পেয়ে খুশি পড়ুয়ারা। পড়ুয়া জেসমিন পারভিনের কথায়, 'স্কুলে রোজ ডাল, ভাত কখনও মাংসও খাই। কিন্তু এদিন ডাল, ভাতের বদলে পিঠে-পায়েস খেতে দেবে ভাবতেই পারিনি। খুব মজা করেই একেবারে চেটেপুটে খেয়েছি সবাই। আমাদের অভিভাবকরাও খেয়েছেন।' একই কথা বলে তৃষা দাসও। পৌষ সংক্রান্তির দিন শিক্ষকদের এমন উদ্যোগে খুশি অভিভাবকরাও।

ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলে পিঠে-পায়েস খাচ্ছে পড়ুয়ারা।

ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুল কর্তৃপক্ষ বুধবার একেবারে ব্যতিক্রমীভাবে মিড-ডে মিলের ভাত, ডাল, সবজির বদলে হরেকরকম পিঠে-পায়েসের আয়োজন করে। এর জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি চলছিল। সকাল থেকে শুরু হয় পিঠে তৈরি। একসময় পিঠের গন্ধ যেন গোটা স্কুলে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাতে পড়ুয়াদের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। এরপর টিফিনের ঘণ্টা পড়তেই সবার দৌড়। এদিন পৌষ-পার্বণ থাকায় এমনিতেই স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার ছিল কিছুটা কম। তবু প্রায় ২০০ জনের ওপরে পড়ুয়া উপস্থিত ছিল। হাত ধুয়ে রীতিমতো লাইন করে পড়ুয়ারা ডাইনিং হলে গিয়ে বসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিড-ডে মিলের দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা একেবারে থালা সাজিয়ে নিয়ে আসে পিঠে-পায়েস। থালায় সাজানো চিতই পিঠে, মালপোয়া, পায়েস ও লুচি। এতকিছু দেখে পড়ুয়াদের যেন আর তর সইছিল না। নিজেদের মধ্যে তারা পিঠে চেনার খেলা শুরু করে। এরপর থালা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে চেটেপুটে খাওয়া শুরু করে দেয় তারা।

ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক কনকলাল সিনহা বলেন, 'নানা কারণে অনেকের বাড়িতেই এখন আর মকর সংক্রান্তিতে পিঠে-পায়েসের তেমন আয়োজন হয় না। তাই বাচ্চাদের কথা ভেবে এদিন স্কুলেই পিঠেপুলির ব্যবস্থা করা হয়। এবার নিয়ে তৃতীয় বছর আমাদের এমন আয়োজন। পড়ুয়াদের পাশাপাশি স্কুলে আসা অভিভাবকদেরও পিঠে-পায়েস খাওয়ানো হয়েছে।'

পথচলতি খদ্দেরে লক্ষ্মীলাভ পোশাক ব্যবসায়ীদের

অভিজিৎ ঘোষ

ফুটপাথনামা

ফুটপাথ আর ছোট একটা ত্রিপল, এটাই ওঁদের কাছে জীবিকার একমাত্র পথ। সঙ্গে কিছু উড়ো খদ্দের। ব্যাস, এর ভরসাতে প্রতিদিন দোকান সাজানো আর সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরা।

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : সকালের ব্যস্ততা তখন সবে শুরু হয়েছে। কুয়াশায় চারদিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তার মধ্যেই দুই হাতে বড় বড় ব্যাগ নিয়ে আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে হাজির কমল পাল। কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা দোকান সাজাতে শুরু করেন তিনি। দোকান বলতে কোনও ঘর নয়, ফুটপাথে পাতা একটা ছোট ত্রিপল মাত্র। তার ওপরই সুভাষপল্লির ওই বাসিন্দা বাচ্চাদের কিছু শীতের পোশাক, বড়দের হাতমোজা, টুপি থাক থাক করে সাজিয়ে বিক্রি করেন।

এরপর সন্ধ্যায় দোকান গুটিয়ে বাড়ির পথে। শহরের বড় বড় কাপড়ের দোকানের মাঝে কমলদের মতো কয়েকজন পেটের ভাত জোগাড় করেন ওই ফুটপাথেই। তবে তাঁদের খদ্দেরের সঙ্গে শহরের বাকি দোকানের খদ্দেরের একটা ফারাক আছে। আলিপুরদুয়ার চৌপথি থেকে বাটা মোড় পর্যন্ত কাপড়ের স্থায়ী দোকানগুলোয় শহরের বাসিন্দারা যেমন কেনাকাটা করেন তেমনই জেলার বিভিন্ন এলাকা এমনকি অসমের বাসিন্দারা এসেও জামাকাপড় কেনেন। ভালো ব্যবসা হয় তাঁদের। তবে কমলদের টার্গেট কিন্তু সেই খদ্দেররা নন।

ফুটপাথে কাপড় সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ী।

তাঁদের টার্গেট সেই খদ্দেররা যাঁরা বিভিন্ন কাজে আলিপুরদুয়ারে আসেন। এরপর ফুটপাথ ধরে হেঁটে গাড়িতে ওঠেন। এই নিয়ে এদিন কথা হচ্ছিল কমলের সঙ্গে। বন্ধুর হোমিওপ্যাথির দোকানের সামনে ফুটপাথে দোকান করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'যাঁরা শহরে বিভিন্ন কাজে আসেন বা স্কুল, কলেজে চাকরি করেন তাঁরা তো ফুটপাথ দিয়েই বেশি যাতায়াত করেন। তখন যাওয়ার সময় তাঁরা আমাদের দোকান থেকে বেশি কেনাকাটা করেন।'

চৌপথির ফুটপাথের কাপড়ের ব্যবসায়ীদের বিক্রি আবার বাড়িয়েছে অস্থায়ী স্ট্যান্ডগুলো। চৌপথি থেকেই জেলার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার গাড়ি পাওয়া যায়। সেখানে গাড়ি ধরতে যাঁরা আসেন তাঁদের কাছেই বেশি পোশাক বিক্রি করেন ফুটপাথের ব্যবসায়ীরা। এদিন ফুটপাথের কাপড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে ব্যবসা করতে তাঁদের কম দামে ভালো পোশাক বিক্রি করতে হয়।

সূর্যনগরের বাসিন্দা শুভজিৎ দেবনাথও ফুটপাথে কাপড় বিক্রি করেন। তাঁর কথায়, 'বড় দোকানে যে পোশাকগুলো বিক্রি কম হয় সেই রকম পোশাক আমি বেশি তুলি। ক্রেতাদের সুবিধার্থে কয়েকটা পোশাক আবার সামনে ঝুলিয়েও রাখতে হয়।'

সবমিলিয়ে ফুটপাথকে যেন কয়েকজন ব্যবসায়ী মিনি শপিং মল করে ফেলেছেন। শপিং মলে যেমন বিভিন্ন পোশাক হ্যাংগারে রেখে দেওয়া হয়। ফুটপাথেও একইভাবে বিক্রি হচ্ছে।

কয়েকজন ব্যবসায়ী আবার বিভিন্ন জায়গায় দোকান ভাড়া করে রেখেছেন জিনিস রাখার জন্য। সকালে সেখান থেকে সব নিয়ে ফুটপাথে আসেন। রাতে আবার দোকানে সেগুলো রেখে দেন।

বগরিবাড়ির বাসিন্দা সুভাষ ঘোষ বলেন, 'প্রতিদিন বাড়ি থেকে জিনিসপত্র আনতে অনেক টাকা ভাড়া গুনতে হয়। তাই ভিতরে একটা ছোট ঘর ভাড়া করেছি। সেখানে শুধু কয়েকটা ব্যাগ রাখা যায়। সেটার ভাড়া ২ হাজার টাকা।' এভাবেই কমলের মতো যাঁরা ফুটপাথে বসে দোকান করেন তাঁদের জীবন চলছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

চাঁদের জমির মালিক

আপনি কি চাঁদে জমি কিনতে চান? ডেনিস হোপ নামে এক আমেরিকান ব্যক্তি নিজেকে চাঁদ, মঙ্গল এবং শুক্র গ্রহের মালিক দাবি করেন এবং গত ৪০ বছর ধরে দেদার সেই জমি বিক্রিও করেছেন! ১৯৮০ সালে তিনি রাষ্ট্রসংঘের 'আউটার স্পেস ট্রিটি' বা মহাকাশ চুক্তির একটি ফাঁক খুঁজে পান। চুক্তিতে বলা ছিল—কোনও দেশ মহাকাশের মালিক হতে পারবে না, কিন্তু কোনও ব্যক্তি মালিক হতে পারবে না, এমন কথা কোথাও লেখা ছিল না! সেই সুযোগে তিনি নিজেকে মালিক ঘোষণা করে রাষ্ট্রসংঘকে চিঠি দেন। কোনও উত্তর না আসায় তিনি ধরে নেন তারা রাজি। তাঁর কোম্পানি 'লুনার এমব্যাসি' আজ পর্যন্ত প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের কাছে চাঁদের জমি বিক্রি করেছে। টম ক্রুজ থেকে জর্জ বুশ—অনেকেই নাকি তাঁর খদ্দের! এটি আইনি, নাকি বিশ্বের সেরা ভাঁওতাবাজি, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ডেনিস এখন কোটিপতি।

অলিম্পিকের আজব ম্যারাথন

অলিম্পিক মানেই শৃঙ্খলা আর সম্মানের লড়াই। কিন্তু ১৯০৪ সালের সেন্ট লুইস অলিম্পিকের ম্যারাথন ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জগাখিচুড়ি! তীব্র গরম আর ধুলোবালি ওড়া রাস্তায় দৌড়াতে গিয়ে প্রতিযোগীদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছিল। মজার ব্যাপার হল, যিনি প্রথম হয়ে ফিনিশ লাইনে ঢোকেন, তিনি আসলে অর্ধেক রাস্তা গাড়িতে করে এসেছিলেন! পরে ধরা পড়ায় তাঁকে বাতিল করা হয়। যিনি আসল বিজয়ী হন, তাঁকে দৌড়ের মাঝে চাঙ্গা রাখার জন্য ইঁদুর মারার বিষ আর ব্র্যান্ডি খাওয়ানো হয়েছিল, যা তাঁকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল! আরেক প্রতিযোগী দৌড়াতে দৌড়াতে খিদে পাওয়ায় পাশের বাগান থেকে পচা আপেল খেয়ে পেটের ব্যথায় রাস্তার ধারেই ঘুমিয়ে পড়েন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা এক প্রতিযোগীকে আবার কুকুর তাড়া করেছিল, ফলে তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে অন্যদিকে দৌড়ান। অলিম্পিকের ইতিহাসে এমন হাস্যকর ঘটনা আর কখনও দেখা যায়নি।

দিয়াতলভ পাসের রহস্য

১৯৫৯ সাল। রাশিয়ার ইউরাল পর্বতে ট্রেকিং করতে গিয়ে নয়জন অভিজ্ঞ পর্বতারোহী রহস্যজনকভাবে মারা যান। এই ঘটনা 'দিয়াতলভ পাস ইনসিডেন্ট' নামে পরিচিত। যা আজও বিশ্বের অন্যতম বড় অমীমাংসিত রহস্য। উদ্ধারকারীরা দেখেন, পর্বতারোহীদের তাঁবুটি ভেতর থেকে ধারালো কিছু দিয়ে কাটা। অথচ, তাঁরা প্রাণভয়ে তাঁবু ছিঁড়ে বেরিয়েছিলেন। বাইরে মাইনাস ৩০ ডিগ্রি ঠান্ডায় কারও পায়ে জুতো ছিল না, কেউ ছিলেন অর্ধনগ্ন। কয়েকজনের দেহে ছিল তুষারচাপা, কারও খুলি ভাঙা, আবার কারও চোখ ও জিভ উধাও! অথচ ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন ছিল না। তদন্তকারীরা তখন বলেছিলেন, অজানা এক শক্তি তাঁদের মেরেছে। তুষারধস, ভিনগ্রহী, নাকি রাশিয়ার গোপন অস্ত্র পরীক্ষা—আসল কারণ আজও অজানা।

অসুখ চেনার নাক

ডাক্তাররা স্টেথোস্কোপ দিয়ে রোগ ধরেন। কিন্তু জয় মিলনে নামে এক স্কটিশ মহিলা কেবল গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পারেন কার শরীরে মারণ রোগ বাসা বেঁধেছে! বিশেষ করে পার্কিনসন্স রোগ। জয়ের স্বামী যখন পার্কিনসন্সে আক্রান্ত হন, তখন জয় লক্ষ করেন স্বামীর শরীর থেকে এক অদ্ভুত কস্তুরী বা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোচ্ছে। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি যখন এক পার্কিনসন্স সাপোর্ট গ্রুপে যান, দেখেন সবার শরীরেই সেই একই গন্ধ। বিজ্ঞানীরা প্রথমে তাঁর কথা বিশ্বাস করেননি। পরে পরীক্ষায় দেখা যায়, পার্কিনসন্স রোগীদের ত্বকের সিবাম বা তেলের রাসায়নিক গঠন বদলে যায়, যা কেবল জয়ের মতো অতিসংবেদনশীল বা 'সুপার স্মেলার' নাকই ধরতে পারে। তাঁর এই ক্ষমতার দৌলতে বিজ্ঞানীরা এখন পার্কিনসন্স শনাক্ত করার নতুন উপায় খুঁজে পেয়েছেন।

বিষয়ভিত্তিক ভিডিও দেখানোর নির্দেশ নিয়ে জল্পনা

স্কুলে নেই 'প্রোজেক্টর'

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৪ জানুয়ারি : তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তৈরি নানা 'অডিও ভিজুয়াল' কনটেন্ট বাংলা শিক্ষা পোর্টালে আপলোড করেছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। পড়ুয়াদের স্বার্থে সেগুলি স্কুলে দেখানোর জন্য নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। গত ১৩ জানুয়ারি মঙ্গলবার গোটা রাজ্যের পাশাপাশি কোচবিহার জেলার সমগ্র শিক্ষা মিশন এবং জেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে এবিষয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা দপ্তরের এমন উদ্যোগ আদৌ কতটা কার্যকর করা সম্ভব তা নিয়ে জেলাজুড়ে ইতিমধ্যেই সংশয় তৈরি হয়েছে। কারণ হিসাবে উঠে আসছে স্কুলগুলিতে পরিকাঠামোর অভাব।

এখন পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তর ৪০৪টি ভিডিও আপলোড করেছে বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণির জন্য ৭টি, চতুর্থ শ্রেণির জন্য ২টি, পঞ্চমের ৬টি, ষষ্ঠের ১০টি, সপ্তমের ১৪টি, অষ্টমের ২৪টি, নবমের জন্য ১০৯টি, দশমের জন্য ১১৩টি ভিডিও দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য রয়েছে ৫৬টি ও ৪৩টি। আগামীদিনে এই ধরনের কনটেন্ট আরও দেওয়া হবে বলেও জানা

- এখন পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তর ৪০৪টি ভিডিও আপলোড করেছে বলে জানা গিয়েছে
- পোর্টালে আপলোড হওয়া কনটেন্টগুলি স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের দেখিয়ে আলোচনা করতে হবে
- বাস্তব চিত্র বলছে, বেশিরভাগ স্কুলগুলিতে তার পরিকাঠামোই নেই

গিয়েছে। এদিকে কোচবিহারে তথ্য বলছে, সরকারি ও সরকার পোষিত ১৮৫৩টি প্রাথমিক স্কুল, ৩০০টি উচ্চ প্রাথমিক, ৪১টি মাধ্যমিক ও ২০৯টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি জেলার দু'-একটি প্রাথমিক স্কুলে ভিডিও চালিয়ে দেখানোর মতো পরিকাঠামো থাকলেও বাকি কোথাও তেমন ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে ৩০০টি উচ্চপ্রাথমিক স্কুলের মধ্যে মাত্র ৩০টিতে প্রোজেক্টর দেওয়া হয়েছিল। সেগুলির বেশিরভাগই অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। এছাড়া ২৫০টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে অধিকাংশতেই প্রোজেক্টর ও কম্পিউটারগুলি খারাপ। প্রশ্ন উঠছে, এমন পরিস্থিতিতে সরকারি নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে কীভাবে। বিষয়টি নিয়ে মাথাভাঙ্গার কোদালখেতি হরচন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় সরকার বলেন, 'আমার স্কুলের প্রোজেক্টর খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে এই নির্দেশ পালন করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।'

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু স্কুলের শিক্ষকরা জানিয়েছেন, নির্বাচনের সময় স্কুল থেকে প্রোজেক্টরগুলি প্রশাসন নিয়ে যায়। তারপর দেখা যায়, অধিকাংশই আর কাজ করে না। যদিও কোচবিহার জেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃণালকান্তি রায় সিংহ ও সমরচন্দ্র মণ্ডল জানিয়েছেন, নির্দেশনামা তাঁরা স্কুলগুলিকে পাঠিয়ে তা অনুসরণ করতে বলে দিয়েছেন। মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক তথা ডাউয়াগুড়ির খাপাইডাঙ্গা জয়কান্ত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুরজিৎ পণ্ডিত বলেন, 'শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগ অবশ্যই ভালো। এতে ছাত্রছাত্রীরাও উপকৃত হবে। কিন্তু জেলার অধিকাংশ স্কুলে পরিকাঠামোই নেই। আমার নিজের স্কুলেও কোনও প্রোজেক্টর নেই।'

সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, পোর্টালে আপলোড হওয়া কনটেন্টগুলি স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের দেখিয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রয়োজনে অভিভাবকদেরও বিষয়গুলি জানাতে হবে। অন্যদিকে কোনও পরিকাঠামো না থাকায় বিষয়টিকে শিক্ষা দপ্তরের অপরিকল্পিত চিন্তাভাবনা বলে কটাক্ষ করেন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক তথা চড়কেরকুঠি দেওয়ানবস পঞ্চম পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীপক সরকার।

ইআরও সৌগত সেন ও বিজেপির নেতারা।

ইআরও'র সঙ্গে বচসা পদ্ম নেতাদের

ফর্ম জমা নিয়ে অশান্তি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) প্রক্রিয়া যত এগোচ্ছে, আলিপুরদুয়ার জেলায় ততই জটিলতা ও রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। ব্লকে ব্লকে বিবাদ বাড়ছে। বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক বিডিও অফিসে বিজেপি নেতা ও ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও)-র মধ্যে বচসা বাধে। অভিযোগ জানাতে এলেও শেষপর্যন্ত কোনও অভিযোগপত্র জমা না দিয়েই বিজেপির নেতারা বিডিও অফিস ছেড়ে চলে যান। অন্যদিকে ব্লক প্রশাসনের দাবি, বিজেপির তরফে কোনও সুনির্দিষ্ট লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়নি।

জেলার প্রশাসনিক সূত্রের মতে, মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। বুধবার আরও একটি বিডিও অফিসে এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়।

এদিন বিডিও অফিসে উপস্থিত বিজেপির জেলা যুব মোর্চার সভাপতি রূপন দাস অভিযোগ করেন, 'প্রশাসনের আধিকারিকরা তৃণমূল কংগ্রেসের দলদাসে পরিণত হয়েছেন। আমরা অবৈধ ভোটার নিয়ে অভিযোগ করতে এলে অভিযোগ নেওয়া হবে না বলে জানানো হয়।' তবে এই অভিযোগ নস্যাৎ করে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিডিও বিশ্বনাথ মজুমদার বলেন, 'নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কেউ অভিযোগ জানালে তা অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে। এখানে বিতর্কের কোনও বিষয় নেই। সঠিক প্রক্রিয়া মেনেই অভিযোগ গ্রহণ করা হয়।'

জেলা বিজেপি সূত্রে খবর, দলীয় নির্দেশে জেলার বিভিন্ন বিডিও অফিসে এসআইআর সংক্রান্ত সাত নম্বর ফর্ম জমা দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কোনও ভোটার সম্পর্কে আপত্তি বা অবৈধ ভোটারের অভিযোগ থাকলে এই ফর্ম জমা দেওয়া যায়। দলীয় স্তরে প্রতিটি বুথের তথ্য সংগ্রহ করে অভিযোগ জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার বিজেপির নেতারা সেই অভিযোগ জানাতেই আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও অফিসে গিয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়।

এদিন বিজেপির নেতারা ব্লকের জয়েন্ট বিডিও তথা ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার সৌগত সেনের সঙ্গে কথা বলতে গেলে বচসা শুরু হয়। বিজেপির অভিযোগ, ইআরও অভিযোগপত্র নিতে অস্বীকার করেন। যদিও সৌগত জানান, আলোচনার মাঝেই কয়েকজন অনুমতি ছাড়াই ভিডিও করতে শুরু করেন। তিনি সেই কারণে আপত্তি জানান। তাঁর দাবি, কোনও লিখিত অভিযোগপত্রও তখন দেখানো হয়নি। বিজেপির

- এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে আলিপুরদুয়ারের বিডিও অফিসে বিজেপি-প্রশাসন বচসা
- অভিযোগপত্র জমা না নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে নিয়ম মানার কথা বলল প্রশাসন
- ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে জেলাজুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ার ইঙ্গিত

পক্ষ থেকে পালটা দাবি করা হয়, ইআরও-র হাতে সিগারেট থাকায় ভিডিও করতে আপত্তি জানানো হয়। গোটা বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হবে বলেও বিজেপি জানিয়েছে।

বিজেপির দাবি, এদিন প্রায় দু'হাজার ভোটারের নামে অভিযোগ জানাতে নেতা-কর্মীরা বিডিও অফিসে গিয়েছিলেন। জেলার বিভিন্ন বিডিও অফিসে একইভাবে অভিযোগ জানানো হবে বলে দলীয় সূত্রে খবর। অভিযোগ গ্রহণ না করা হলে জেলা নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে অভিযোগ জানানো হবে বলেও জানানো হয়েছে। তৃণমূল এই ঘটনাকে ঘিরে কটাক্ষ করেছে। দলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'বিজেপি সাধারণ ভোটারদের নাম কাটার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। সেই উদ্দেশ্যেই নানা ফন্দি করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে।'

গজলডোবায় পরিযায়ী পাখির সংখ্যায় ভাটা

গজলডোবা, ১৪ জানুয়ারি : আশঙ্কাই সত্যি হল। ২০২৩-এর ৩ অক্টোবর সিকিমের লোনাক হ্রদ বিপর্যয়ের প্রভাব যে গজলডোবায় আসা পরিযায়ী পাখিদের জীবনচক্রে পড়বেই তা নিয়ে পরিবেশবিদদের মধ্যে কোনও সংশয় ছিল না। বাস্তবে ঘটলও তাই। হ্রদ বিপর্যয়ের পর থেকেই পরিযায়ী পাখির সংখ্যা ও প্রজাতি দুই-ই কমে এসেছে গজলডোবায়। তবে এবারের সংখ্যাটা গত ২৮ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন বলে মত পরিবেশপ্রেমীদের। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর উদ্যোগে এবং বন দপ্তরের সহযোগিতায় সোমবার গজলডোবায় বার্ষিক জলজ পরিযায়ী পাখিদের ওপর দিনভর সমীক্ষা চালানো হয়। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের এসিএফ স্বর্ণদীপ রক্ষিত, এডিএফও রাজীব লামা সহ ন্যাফের ১৪ জনের একটি দল কখনও ছয়টি নৌকায়, আবার কখনও হেঁটে পাখিদের ওপর সমীক্ষা চালান।

এ নিয়ে ন্যাফের মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'সমীক্ষা শেষে পাওয়া তথ্য যথেষ্ট উদ্বেগের। হ্রদ বিপর্যয়ের আগে ২০২২ সালে গজলডোবায় ৭০টি প্রজাতির প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি পাখির দেখা পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে ২০২৫-'২৬-এ সমীক্ষায় ধরা পড়া ৬৮টি প্রজাতির পাখির সংখ্যা মাত্র চার হাজার তিনশোর কাছাকাছি। সংখ্যাটা গত বছরের তুলনায় ১২০০ কম।' অনিমেষ জানান, হ্রদ বিপর্যয়ের পর পলি জমে তিস্তার নাব্যতা অনেকটাই কমে গিয়েছে। চরে অবাধ কৃষিকাজ, বালি-পাথর ডাম্পারের দাপাদাপিও অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ছেলের দেহ

প্রথম পাতার পর

অরুণাচলপ্রদেশে কাজ সেরে দিন দশেক আগেই শামুকতলার বাড়িতে ফেরেন। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর থেকেই তাঁর প্রেমঘটিত একটি সম্পর্ক নিয়ে বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য শুরু হয়। ছেলের এই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি বাবা এতোয়া। এই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই বাবা ও ছেলের মধ্যে অশান্তি চলছিল। মাঝেমধ্যেই ছেলেকে বকাবকি করতেন তিনি। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, মঙ্গলবার রাতেও সেই অশান্তি চরমে ওঠে। একে শীতের রাত, তার ওপর এতোয়া মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরেছিলেন। রাত আটটা নাগাদ খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ির বাইরে আগুন পোহাচ্ছিলেন গঙ্গা। সেই সময় সেখানে গিয়ে বসেন বাবা। আগুনের ওম নিতে নিতেই ফের ছেলের সম্পর্ক নিয়ে কথা ওঠে। শুরু হয় শাসন। মদ্যপ অবস্থায় বাবার কটু কথা সহ্য করতে না পেরে একসময় চিৎকার করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান গঙ্গা।পরিবারের লোকেরা ভেবেছিলেন, রাগ কমলেই হয়তো ছেলে ফিরে আসবে। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই গঙ্গা বাড়িতে ফোন করে জানান, তিনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন। প্রথমে বিষয়টিকে কেউ সেভাবে গুরুত্ব দেননি। প্রতিবেশী সুরজ খড়িয়া বলেন, 'এর আগেও গঙ্গা একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। আমরা ভেবেছিলাম, বাবাকে ভয় দেখানোর জন্য বা নিজের সম্পর্ক মেনে নেওয়ার জন্য ও আত্মহত্যার হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু ও যে সত্যিই এমন কাণ্ড ঘটাবে, তা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি।' ফোনের ওপার থেকে ভেসে আসা কথাগুলো যে নিছক হুমকি ছিল না, তা বোঝা যায় কিছুক্ষণ পরেই। জয়ন্তী নদীর পাড়ে একটি গাছের ডালে গঙ্গার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ছুটে আসেন মা পরি খড়িয়া ও বাবা এতোয়া খড়িয়া।

ছেলের নিথর দেহ দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে যান বাবা। স্থানীয়দের অনুমান, তাঁর বকাবকির জেরে ছেলে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। একরাশ অনুশোচনা গ্রাস করে তাঁকে। ভিড়ের মাঝে যখন সবাই গঙ্গার দেহ নামানো ও পুলিশে খবর দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে অলক্ষ্যে সেখান থেকে সরে যান এতোয়া। কেউ খেয়াল করেননি তিনি কখন নিজের শোয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরও ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। একই দিনে স্বামী ও সন্তানকে হারিয়ে শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন পরি খড়িয়া। তিনি বলেন, 'রাতে আমি অন্য ঘরে ঘুমিয়েছিলাম। বাবা-ছেলের চিৎকারে ঘুম ভাঙে। ছেলেটা রাগ করে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ও যে মরে যাবে ভাবিনি। ছেলের মৃত্যুর পর ওর বাবাও যে এভাবে আমাকে একা করে চলে যাবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন আমি কাকে নিয়ে বাঁচব'।

জোড়া মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শামুকতলা থানার পুলিশ। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার বিশ্বজিৎ রায় জানিয়েছেন, বাবা ও ছেলের মধ্যে পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ছেলের মৃত্যুর শোক এবং নিজের অপরাধবোধ থেকেই বাবাও আত্মঘাতী হয়েছেন। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখছেন তাঁরা।

তরতাজা তরুণের মৃত্যু এবং পরপরই বাবার 'আত্মহত্যা'য় গোটা রাভাবস্তি এলাকায় শোকের স্তব্ধতা। চোখের সামনে এভাবে একটি পরিবার শেষ হয়ে যাবে, তা ভেবেই শিউরে উঠছেন প্রতিবেশীরা।

ভাড়ায় খাটছে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর ছাড়া এক ফুট জমিও নেই। সেখানে সবজি বাগান তো দূরের কথা, একটা ফুল গাছ লাগানোর জমি নেই। কিষান বলছিলেন, 'আমাদের রোজগার এতটাই কম যে তা দিয়ে সংসার চলে না ঠিকমতো। তাই অনেকেই ঘরভাড়া দিয়েছেন।' কিষান চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর পেলেও তিনি তা প্রশাসনকে ফেরত দিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি ওই শ্রমিকের। অন্যদিকে, জয়গাঁ শহরে ঘরভাড়া প্রচুর। তাই বিবাড়ি, মঙ্গলাবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার ভাড়াটেরা চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘরভাড়া নিয়ে বসবাস করছেন অনেকেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্তত একশোজন ঘরভাড়া নিয়ে বসবাস করছেন। বির্জুর পাশের ০০৮ নম্বর ঘরটিতে থাকেন সন্তোষ ওরাওঁ। তাঁর কথায়, 'বাবা-মা চা বাগানের পুরোনো আবাসন ছেড়ে আসতে চাননি।' ওখানেই থাকেন শ্রমিক সুরেশ দোরজি। তিনি নিজে আবাসনে থাকলেও অনেকের ঘরভাড়া নেওয়া মেনে নিয়েছেন।

২০২৩ সালে জেলা প্রশাসনের তরফে তোর্ষা চা বাগানের শ্রমিকদের নথি সহ ঘর তুলে দেওয়া হয়েছে। বাগানের দুই প্রান্তের একটি এলাকায় রয়েছে ২৫৬টি ঘর, আরেকটি এলাকায় রয়েছে ২২০টি ঘর। ৩৯৪ বর্গফুটের প্রতিটি ঘরে রয়েছে ২টি বেডরুম। একটি হলঘর ছাড়াও রয়েছে রান্নাঘর, অ্যাটাচ টয়লেট ও ছোট বারান্দা। ঘরগুলো ছোট হলেও ভাড়া তো খুবই কম। সেজন্য শহর ছেড়ে এখন অনেকেই সরকারি ওই প্রকল্পের ঘরভাড়া নিচ্ছেন। কালচিনির বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা বলেন, 'এই প্রকল্প রাজ্য সরকারের একেবারে ফ্লপ প্রকল্প।' তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনার বলেন, 'রাজ্য সরকার চা শ্রমিকদের উন্নয়নের কথা ভেবেই এমন প্রকল্প চালু করেছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তো এখন পর্যন্ত কিছুই করেনি চা শ্রমিকদের জন্য। তাই তাদের মুখে সমালোচনা মানায় না।'

যামিনী রায়ের

প্রথম পাতার পর

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ মালদা টাউন স্টেশনে উপস্থিত থাকবেন। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী ১৭ জানুয়ারি দুপুর ১টায় মালদা এসে পৌঁছাবেন বলে আমাদের কাছে খবর আছে। সেখান থেকে তিনি সোজা বাইপাস সংলগ্ন ময়দানে চলে যাবেন। সেখানে সরকারি মঞ্চ থেকে তিনি ১১টি নতুন ট্রেনের উদ্বোধন করবেন।' এদিকে, বুধবার বিকেল পর্যন্ত বন্দে ভারতের স্লিপার রেক মালদায় এসে পৌঁছায়নি। সেই রেক কখন এখানে আসে তা নিয়ে বাসিন্দাদের কৌতূহলের সীমা নেই। রেকটি কখন এসে পৌঁছাবে তা তাঁরও জানা নেই বলে পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক রসরাজ মাজি জানিয়েছেন। তবে তিনি বলেন, 'রেলমন্ত্রী বৃহস্পতিবারই মালদায় এসে পৌঁছাচ্ছেন।'

প্রধানমন্ত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তাঁর সভাস্থলের ঠিক পিছনে পরপর বেশ কয়েকটি তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি তাঁবু প্রধানমন্ত্রীর এক একটি দপ্তর। কোনওটিতে রেলমন্ত্রী থাকবেন, কোনওটিতে বা রাজ্যপালের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। যামিনী রায়ের আঁকা নানা ছবি দিয়ে প্রতিটি তাঁবু সাজিয়ে তোলা হয়েছে। মূল মঞ্চের দু'ধারে দুটি বিশেষ চেম্বারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী সেখানে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে পারেন।

সভাস্থলের ঠিক পাশে হেলিপ্যাড গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখান থেকে মঞ্চ পর্যন্ত রাস্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাঠের উপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের সমস্ত হাইটেনশন লাইন খুলে ফেলা হচ্ছে। সভাকে কেন্দ্র করে যাতে নিরাপত্তাজনিত কোনও ফাঁকফোঁকর না থাকে সেদিকে চূড়ান্ত নজর দেওয়া হয়েছে।

সেজেছে সার্কিট বেঞ্চ

প্রথম পাতার পর

মাঝের দুই তলায় ছড়িয়ে থাকা সাদা আলো যেন ভবনের দৃঢ়তার প্রতীক। মাটি ছুঁয়ে ওঠা সবুজ আলোর সঙ্গে সেই সাদা আলো মিলেমিশে একাকার। মাঝখানের প্রধান ফটকের বন্ধ দরজা উদ্বোধনের দিনের অপেক্ষায় রয়েছে। স্থায়ী ভবনের সামনের বাগানে থাকা ছোট গাছগুলিতে জ্বলে থাকা তেরঙা এলইডি আলো কাছ থেকে দেখলে মন ভরতে বাধ্য। সার্কিট বেঞ্চের বিপরীতে থাকা জাতীয় সড়ক দিয়ে যাঁরাই যাতায়াত করছেন, জলপাইগুড়ির এই স্থাপত্যের প্রশংসা না করে পারছেন না।

এর মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বুধবার সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো পরিদর্শনে আসেন। পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা সেই সময় উদ্বোধনী মঞ্চের কাজ তদারকি করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে মেয়র অনুষ্ঠান মঞ্চের বিন্যাস, ভিভিআইপি গেস্টরুম এবং অতিথিদের প্রবেশপথ নিয়ে খোঁজখবর নেন। স্থায়ী ভবনের আলোকসজ্জা দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিদর্শনের আগে গৌতম জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন।

মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি স্টেশন রোডে সার্কিট বেঞ্চের অস্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ তদারকি করেছিলেন বলে শিলিগুড়ির মেয়র সাংবাদিকদের জানান। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে স্থায়ী ভবনের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে উত্তরবঙ্গবাসীর গর্বের এই সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন হতে চলার কৃতিত্ব তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েছেন। গৌতমের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই প্রায় ৫০১ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য সরকার স্থায়ী ভবন নির্মাণ করেছে। আপাতত উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা নিয়ে সার্কিট বেঞ্চ চালু হচ্ছে।' ভবিষ্যতে সবক'টি জেলা এর আওতায় এলে খুশি আরও বাড়বে বলেও তিনি জানান।

পরিদর্শনের সময় শিলিগুড়ির মেয়রের সঙ্গে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের মেন্টর চন্দন ভৌমিক এবং আইনজীবী সোমনাথ পাল ছিলেন। গোশালা মোড় থেকে সার্কিট বেঞ্চ পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের হোর্ডিং লাগানো হয়েছে। তাতে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। মেয়র চলে যাওয়ার পরে কলকাতা হাইকোর্টের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন পরিদর্শনে আসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তদারকির জন্য তাঁদের একটি প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়িতে পৌঁছেছে। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির আসার কথা থাকলেও তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে ১৭ জানুয়ারি, উদ্বোধনের একদিন আগে তাঁর জলপাইগুড়ি আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

ত্রাতা মনোজ

প্রথম পাতার পর

গ্রামের বাসিন্দাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি খামারও তৈরি করে দিচ্ছেন। মনোজ ময়নাগুড়ির একটি বিএড কলেজের কর্ণধার। মানুষের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন বরাবর। সেই কাজকে আরও বড় চেহারা দিতেই ২০২১ সালে তিনি এই বনবস্তিকে দত্তক নেন। আর তারপর থেকেই তিনি যেন গল্পের রবিনহুডের বাস্তব সংস্করণ। কলেজ চালিয়ে যা আয় হয় তা এই বস্তি সহ নানা জায়গায় মানুষের কল্যাণে বিলিয়ে দেন। রোজ গ্রামে ছোট ও বয়স্কদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন। সেই খাবারে চিঁড়ে-মুড়ি, ভাত, ডাল, সয়াবিন, ডিম থাকে। এখানকার বাসিন্দারা মাছ খেতে ভালোবাসেন না। তাই তাঁদের জন্য মাঝেমধ্যেই মুরগির মাংসের ব্যবস্থা করা হয়। সম্প্রতি ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজারে মনোজকে বুধুরাম বস্তির জন্য বাজার করতে দেখা গেল। এই বাজার থেকেই প্রতিদিন বস্তিটিতে টোটোয় করে নানা সামগ্রী পাঠানো হয়। সেখানে রান্নার পর তা ছোটদের পাশাপাশি বয়স্কদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মনোজ বললেন, 'সবকিছু যাতে সময়মতো হয় সেজন্য সকালবেলাতেই বাজার সেরে নিই।' বাসিন্দাদের যাতে কোনও শারীরিক সমস্যা না হয় সেজন্য নিয়মিত ব্যবধানে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলে। মনোজেরই তত্ত্বাবধানে। কয়েকদিনের মধ্যে খামার তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হবে। তা তৈরির পর এর আয়ের পুরোটাই গ্রামবাসীরা পাবেন।

পরিবার পাশে দাঁড়ানোয় মনোজের এই কর্মযজ্ঞ বড় চেহারা নিয়েছে। স্ত্রী মিলি খাসনবিশ পেশায় শিক্ষিকা। স্বামীর কীর্তিতে গর্বিত, 'ওঁর এই কাজের মাধ্যমে এই বস্তির সবাই এখন আমাদেরই পরিবারের সদস্য হয়ে গিয়েছেন।' প্রিয় মনোজদাই তাঁদের সবচেয়ে ভরসার বলে বস্তির বাসিন্দা কাবুল ওরাওঁ, অভিজিৎ ওরাওঁরা জানাতে ভোলেননি।

মমতার মহাকাল তীর্থে গেরুয়ার ছোঁয়া

প্রথম পাতার পর

সেই প্রস্তুতি এখন শেষপর্যায়ে। মহাকালধামের প্রস্তাবিত এআই ছবি আঁকা ব্যানারে ছেয়ে গিয়েছে এলাকা।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'প্রস্তুতি চলছে। ডিজাইন ও ড্রয়িং প্রাথমিকভাবে তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শিলান্যাস করবেন। তাই এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ডাইরেক্টর সিকিউরিটি দেখছে।' মঙ্গলবার সকাল থেকে শিলান্যাসস্থলে তিন দফায় বৈঠক হয়েছে। যেখানে গৌতম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্র, এসজেডিএ-র দিলীপ দুগার প্রমুখ।

নিরাপত্তার দায়িত্ব মঙ্গলবার সকালেই চলে গিয়েছে ডাইরেক্টর সিকিউরিটির হাতে। পিঁপড়ে গলারও উপায় নেই শিলান্যাসস্থলের আশপাশে। মুখ্যমন্ত্রীর ঢোকার আলাদা রাস্তা তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ, এমনকি জনপ্রতিনিধিদের ঢোকার রাস্তাও আলাদা। ১৭ একর জমির পুরোটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সামনের দিকে বাগানের পেছনে থাকবে ঝিল, তার পেছনে থাকবে মন্দির।

এআই চিত্র অনুযায়ী একটি বড় মন্দিরের দু'পাশে তিনটি করে ছোট মন্দিরও থাকবে। মূল মন্দিরের ঠিক পিছনে মহাকালের মূর্তি এতটাই লম্বা করার পরিকল্পনা আছে যাতে শিলিগুড়ির যে কোনও প্রবেশদ্বার থেকে দেখা যাবে। মন্দিরের পিছনের দিকে পূজারি ও অন্য আবাসিকদের জন্যে আবাসন তৈরি হতে পারে।

মহাকালধামের শিলান্যাস ঘিরে মাটিগাড়ার ওই এলাকার প্রায় সমস্ত রাস্তার মেরামতি চলছে জোরকদমে। যা দেখে খুশি স্থানীয়রা। এলাকার বাসিন্দা শান্তি মুন্ডার বক্তব্য, 'যা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে। মন্দির হচ্ছে, এলাকার রাস্তাঘাটের হালও ফিরছে।' ইতিমধ্যে আমন্ত্রিতদের তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আমন্ত্রণপত্র যাচ্ছে বিশিষ্টজনের কাছে। আবার স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমেও কাউকে কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

কিন্তু এই আমন্ত্রণ নিয়ে যথারীতি আমরা-ওরা বিভাজনের অভিযোগ উঠেছে। খোদ মাটিগাড়ার বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন ডাক পাননি বলে জানিয়েছেন। যদিও তাঁর কথায়, 'এই সরকারের থেকে আমন্ত্রণ আশাও করি না। তবে ভোটের স্বার্থে ধর্মের রাজনীতি করে লাভ নেই। মানুষ এদের চিনে গিয়েছে। তাই নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে এই মন্দির প্রভাব ফেলবে না।'

ইডি'র মামলা স্থগিত

প্রথম পাতার পর

তৃণমূল ক্যাভিয়েটও দাখিল করেনি। তাই মামলার শুনানি হোক।

ইডি আদালতে স্পষ্ট জানায়, 'আইপ্যাক প্রধানের বাড়ি ও দপ্তরে তল্লাশির সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবৈধভাবে নথি, ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস নিয়ে চলে গিয়েছেন। সেখানে ডিজি ও পুলিশ কমিশনারও ছিলেন।' কেন্দ্রের আইনজীবীর অভিযোগ, ইডি'র তল্লাশির সঙ্গে ভোটের সম্পর্ক নেই। তৃণমূল তাদের আবেদনে বারবার ভোটের উল্লেখ করেছে। অথচ ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। তাহলে তো নির্বাচন কমিশনকে যুক্ত করতে হয়। ইডি'র যুক্তি, কোনও রাজনৈতিক দলের অফিসে নয়, তল্লাশি হয়েছে প্রতীক জৈনের বাড়ি ও আইপ্যাকের অফিসে। অথচ তারা মামলা করল না। তৃণমূলের হয়ে মামলা করেছেন শুভাশিস চক্রবর্তী। রাজু প্রশ্ন করেন, 'তিনি কি ঘটনার সময়, বাজেয়াপ্তের সময় উপস্থিত ছিলেন? কোন নথি নেওয়া হয়েছে, কখন তল্লাশি হয়েছে, তিনি তো কিছুই জানেন না। রাজনৈতিক দলের তথ্য ব্যক্তিবিশেষের কাছে রাখা যায়?'

পালটা তৃণমূলের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী যুক্তি দেন, 'আদালতকে বুলিং করা হচ্ছে। সংবিধান অনুযায়ী গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার সব দলের রয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক তথ্য বা রণকৌশল প্রকাশ করা বা সরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। হঠাৎ ভোটের আগে কেন তৎপর হল ইডি।' ইডি'র বয়ান রেকর্ড করার দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে, বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, 'ইডি, সিবিআই ঠিকভাবে কাজ করলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলে যেতে হবে।' বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার কথায়, 'হাইকোর্টের নির্দেশ তৃণমূলের গালে একটা সপাটে চড়।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'ইডি তাহলে ৫ ঘণ্টা ধরে কী করল? তৃণমূলকে কি সুযোগ দেওয়া হল নথি নিয়ে যাওয়ার?' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'একটাই প্রশ্ন, সেদিন কেন ইডি ও কেন্দ্রীয় বাহিনী নিষ্ক্রিয় ছিল?'

সেবা তীর্থে পা পিএমও-র

সাউথ ব্লক অতীত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তি থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দপ্তরের ঠিকানা ও কাজের ধরন দু'টিই বড় পরিবর্তনের পথে। স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর ব্রিটিশ আমলের লাল বেলেপাথরের 'সাউথ ব্লক' ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর (পিএমও) এবার স্থানান্তরিত হচ্ছে নতুন 'সেবা তীর্থ' কমপ্লেক্সে। এই কমপ্লেক্সটি আগে 'এগজিকিউটিভ এনক্লেভ' নামে পরিচিত ছিল। সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের অধীনে এই অত্যাধুনিক প্রশাসনিক ভবনটি নির্মিত হয়েছে। শুধু নাম পরিবর্তনই নয়, এই বদল আদতে শাসনব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার একটি বড় পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রায় ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত নতুন ভবনের অন্দরসজ্জায় রয়েছে ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ছোঁয়া। তবে কাজের সুবিধার্থে কাঠামো রাখা হয়েছে ছিমছাম ও আধুনিক। বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের অভ্যর্থনা জানাতে এখানে তৈরি হয়েছে 'ইন্ডিয়া হাউস'। যা আন্তর্জাতিক মানের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ও সংবাদ সম্মেলনের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান হিসেবে কাজ করবে। পুরোনো সাউথ ব্লকের সরু অলিন্দ আর বন্ধ দরজার আড়ালে নয়, সেবা তীর্থের নকশা তৈরি হয়েছে 'ওপেন ফ্লোর' মডেলে।

এর ফলে আধিকারিকদের মধ্যে সমন্বয় বাড়বে এবং কাজের গতি ত্বরান্বিত হবে। উঁচু পর্দার আড়ালে থাকা আমলাতন্ত্র নয়, বরং স্বচ্ছতা ও সহযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ তৈরিতেই জোর দেওয়া হয়েছে নতুন ভবনে।

এতদিন পিএমও, ক্যাবিনেট সচিবালয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার (এনএসএ) দপ্তর পৃথক স্থান থেকে পরিচালিত হত। সেবা তীর্থ সেই দূরত্ব কমিয়ে এনেছে। সেবা তীর্থ ১-এ থাকছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। সেবা তীর্থ ২-এ থাকছে ক্যাবিনেট সচিবালয়। সেবা তীর্থ ৩-এ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়। তিনটি প্রধান স্তম্ভ এক জায়গায় আসায় সংবেদনশীল বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।

নিরাপত্তার দিক থেকেও এগিয়ে থাকছে সেবা তীর্থ। কারণ সেটি শুধুমাত্র একটি ভবন নয়, একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। এটি ভূমিকম্পরোধী এবং এখানে রয়েছে নিজস্ব এনক্রিপ্টেড যোগাযোগ ব্যবস্থা ও উন্নত সাইবার নিরাপত্তা বলয়। যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে এই ভবন থেকে দেশ পরিচালনা করা সম্ভব হবে। সাউথ ব্লক থেকে এই বিদায় এক যুগান্তকারী বদলের সংকেত। খালি হওয়ার পর উত্তর ও দক্ষিণ ব্লক রূপান্তরিত হবে 'যুগ যুগীন ভারত সংগ্রহালয়' নামে একটি বিশ্বমানের মিউজিয়ামে। 'এগজিকিউটিভ এনক্লেভ' থেকে নাম বদলে 'সেবা তীর্থ' রাখার পিছনেও রয়েছে বিশেষ বার্তা—ক্ষমতা নয়, সেবা বা জনসেবাই হবে এই সরকারের মূল চালিকাশক্তি।

পুণ্যস্নান... *বুধবার মকর সংক্রান্তিতে জব্বলপুরে।*

লাইফ জ্যাকেট না নেওয়াতেই মৃত্যু জুবিনের

সিঙ্গাপুর, ১৪ জানুয়ারি : অকালমৃত অসমিয়া গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যু নিয়ে সিঙ্গাপুর আদালতে শুনানিতে সেদেশের পুলিশ জানিয়েছে, গত বছর সেপ্টেম্বরে ল্যাজারাস আইল্যান্ডের কাছে সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার সময় জুবিন গর্গ প্রচণ্ড মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তদন্তকারী অফিসার জানান, গায়ককে লাইফ জ্যাকেট দেওয়া হলেও তিনি তা পরতে অস্বীকার করেন। পুলিশের দাবি, জুবিনের উচ্চ রক্তচাপ ও মৃগী রোগের ইতিহাস ছিল। তবে এই অকালমৃত্যুর নেপথ্যে কোনও ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মেলেনি।

'হেস্তনেস্ত করুন রাহুল'

বেঙ্গালুরু, ১৪ জানুয়ারি : কর্ণাটকের কুর্সিতে কে থাকবেন তা নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকেই হেস্তনেস্ত করার আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। মঙ্গলবার ঝটিকা সফরে কর্ণাটকে এসেছিলেন রাহুল। সূত্রের খবর, কংগ্রেস নেতার সঙ্গে কথা বলেন সিদ্দা ও শিবকুমার। মুখ্যমন্ত্রী পদে কংগ্রেস হাইকমান্ড কাকে দেখতে চাইছে তা রাহুল গান্ধির কাছে জানতে চান দুজনেই। অবিলম্বে এই জল্পনা বন্ধেরও আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। রাহুল অবশ্য দুজনকে এই ইস্যুতে কথা বলার জন্য দিল্লি যেতে বলেছেন। মঙ্গলবার প্রথমে মাইসুরুতে আসেন তিনি। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান সিদ্দারামাইয়া, ডিকে শিবকুমার সহ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। তারপর উটি চলে যান রাহুল। সিদ্দারামাইয়া অবশ্য বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে জল্পনা চলছে শুধুমাত্র সংবাদমাধ্যমে।

চিড়ে ভিজল কি

পাটনা, ১৪ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তিতে আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের পারিবারিক মান-অভিমান মেটার ইঙ্গিত মিলল। মঙ্গলবার বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহার ভোজসভায় লালুপ্রসাদ, রাবড়ি দেবীর সঙ্গে দেখা হল তাঁদের ত্যাজ্যপুত্র তেজপ্রতাপের। তেজপ্রতাপ নিজেই জানিয়েছেন, বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিয়েছেন, ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বুধবার তাঁর বাড়িতে আয়োজিত 'দই-চুড়া' ভোজের আমন্ত্রণও সযত্নে পৌঁছে দিয়েছেন পরিবারের হাতে।

ভারতীয়দের দেশে ফেরার পরামর্শ দিল্লির

হুমকি উড়িয়ে ইরানি তরুণ ফাঁসিকাঠে

তেহরান ও নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : আন্তর্জাতিক মহলের প্রবল চাপ আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামরিক হস্তক্ষেপের হুঁশিয়ারিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজের অবস্থানে অনড় রইল ইরান। বুধবারেই ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হতে পারে ২৬ বছর বয়সি ইরানের তরুণ বিক্ষোভকারী ইরফান সোলতানিকে। যদিও এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সোলতানির ফাঁসির খবর সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি। গত ৮ জানুয়ারি কট্টরপন্থী ধর্মীয় শাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়ার অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি, কোনও সুষ্ঠু বিচারপ্রক্রিয়া ছাড়াই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকা সোলতানিকে শেষবার দেখার জন্য তাঁর পরিবারকে মাত্র ১০ মিনিট সময় দিয়েছে আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের সরকার।

আমেরিকার উদ্দেশেও নজিরবিহীন হুঁশিয়ারি জারি করেছে তেহরান। সেদেশের এক শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিক মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আমেরিকা হামলা চালালে তাঁরাও জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি। ওই আধিকারিকের কথায়, 'সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সৌদি আরব, তুরস্কের মতো প্রতিবেশী দেশগুলিকে তেহরান জানিয়ে দিয়েছে আমেরিকা হামলা চালালে ওইসব দেশে অবস্থিত মার্কিন সেনার অবস্থানগুলিকে নিশানা করবে ইরানের বাহিনী।' ইরানি রেভলিউশনারি গার্ডের এরোস্পেস ফোর্সের কমান্ডার মাজিদ মৌসাভি বলেন, 'আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছি। আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করা হবে।'

এদিকে, ইরানে পরিস্থিতির অবনতির কথা মাথায় রেখে সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে বিদেশ মন্ত্রক। নাগরিকদের বলা হয়েছে, সমস্ত দরকারি নথি নিয়ে যে কোনও উপায়ে দ্রুত ইরান ত্যাগ করতে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয়দের ইরানে না যাওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস কন্ট্রোল রুম খুলেছে। জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য চারটি মোবাইল নম্বর চালু করা হয়েছে। যেসব ভারতীয় এখনও নাম নথিভুক্ত করেননি, তাঁদের দ্রুত দূতাবাসের ওয়েবসাইটে তা করতে বলা হয়েছে।

ইরানে বিক্ষোভের আগুন এখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। গত দুই সপ্তাহে দেশটিতে নিহতের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন দাবি উঠে এসেছে। আমেরিকা ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সি' জানিয়েছে, অন্তত ২,৫৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ১২ জন শিশু। যদিও কিছু বিদেশি সংবাদমাধ্যমের দাবি, গত ৪৮ ঘণ্টায় এই সংখ্যা ১২ হাজার ছাড়িয়ে থাকতে পারে। বর্তমানে ১৮ হাজারেরও বেশি মানুষ জেলবন্দি। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে, ইরানের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ মোবাহেদি আজাদ সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'বিক্ষোভে শামিল হওয়া মানে ঈশ্বরের শত্রু হওয়া, আর তার সাজা কেবল মৃত্যুদণ্ড।'

ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট বলেছেন, 'যদি তারা আন্দোলনকারীদের ফাঁসি দেয়, তবে আমরা কঠোর পদক্ষেপ নেব। তারা যখন হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করতে শুরু করে এবং ফাঁসির ভয় দেখায়, তখন আমেরিকা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।' ট্রাম্প এমনকি তেহরানের সঙ্গে সমস্ত আলোচনা বাতিলের ইঙ্গিত দিয়ে সামরিক পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তবে ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান আলি লারিজানি পালটা তোপ দেগেছেন ট্রাম্প ও ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর দিকে। তাঁর দাবি, ইরানি তরুণদের মৃত্যুর জন্য দায়ী পশ্চিমী দেশগুলির প্ররোচনা।

- ইরফান সোলতানিকে ফাঁসি দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় ইরান
- ভারতীয়দের ইরান ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক
- ২,৫৭১ জনের মৃত্যুর খবর
- ১৮ হাজারের বেশি মানুষ জেলবন্দি
- বিক্ষোভকারীদের ফাঁসি দিলে চরম সামরিক পদক্ষেপের হুমকি ট্রাম্পের

দাবানল ফুলের উপত্যকায়, নামছে বায়ুসেনা

দেরাদুন, ১৪ জানুয়ারি : ফুলেতে আগুন লাগল বলে উত্তরাখণ্ডের পুষ্প উপত্যকায়! দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে চামোলি জেলায় ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সের একেবারে নাকের ডগায়। সেখানে গত পাঁচদিন ধরে জ্বলছে ভয়াবহ দাবানল।

চামোলির নন্দাদেবী জাতীয় উদ্যান লাগোয়া প্রায় ৪,০০০ মিটার উচ্চতায় এই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। অত্যন্ত দুর্গম এলাকা এবং অনবরত পাথর পড়ার আশঙ্কায়

বনকর্মীরা হিমশিম খাচ্ছেন ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে। শেষপর্যন্ত ভারতীয় বায়ুসেনার সাহায্য চেয়েছে প্রশাসন।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, পর্যাপ্ত বৃষ্টি ও তুষারপাত না হওয়ায় শুকনো পাতা ও ডালপালা আগুনের জ্বালানি হিসাবে কাজ করছে। বর্তমানে ওই এলাকায় আর্দ্রতা মাত্র ২০-২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। বুধবার বায়ুসেনার সহায়তায় বিশেষ রেইকিতে জনবসতি এখনও নিরাপদ থাকলেও, দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে না এলে এই বিরল বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গোমাংস বিতর্কে উত্তাল ভোপাল

ভোপাল, ১৪ জানুয়ারি : গোরুকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করে গেরুয়া শিবির। দেশজুড়ে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করারও পক্ষপাতী বিজেপি এবং আরএসএস। অথচ বিজেপিশাসিত মধ্যপ্রদেশের একটি পিপিপি মডেলে চলা কসাইখানায় গো-হত্যা জারি থাকায় বিতর্ক চরমে উঠেছে। কারণ ওই পিপিপি মডেলে চলা কসাইখানাটি ভোপাল পুরসভা পরিচালিত। ওই পুরসভায় ক্ষমতায় রয়েছে পদ্মশিবিরই। তাতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। এই বিতর্কের সূত্রপাত গত ডিসেম্বরে। ভোপালের জাহাঙ্গীরাবাদ এলাকায় সংস্কৃতি বাঁচাও মঞ্চ ও হিন্দু উৎসব সমিতির কর্মীরা ২৫ টন মাংস বোঝাই একটি ট্রাক আটক করে। অভিযোগ ছিল, ওই ট্রাকে গোরু বা ওই জাতীয় পশুর মাংস রয়েছে। পুরসভার চিকিৎসক বেণীপ্রসাদ গৌর ওই মাংসকে মহিষের মাংস বলে সংসাপত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু মথুরার ল্যাবে ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্টে জানা যায়, ওই মাংস আসলে গো-মাংসই ছিল। উদ্ধার হওয়া মাংস পিপিপি মডেলে চলা কসাইখানা থেকেই আনা হয়েছিল বলে জানা যায়। এরপরই হিন্দুত্ববাদীদের পাশাপাশি কংগ্রেসেরও আক্রমণের মুখে পড়েছে বিজেপি। বজরং দল, কার্নি সেনার মতো কট্টরপন্থী সংগঠনগুলির অভিযোগ, বিজেপির একাংশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা এই পাচার চক্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। অক্টোবরে চালু ওই কসাইখানাটি ভেঙে ফেলারও দাবি তুলেছে হিন্দুত্ববাদীরা। অপরদিকে কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি ক্ষমতায় থেকেও গো-হত্যা রুখতে ব্যর্থ। যারা গোরু নিয়ে রাজনীতি করে, তাদের শাসনে গো-মাংস পাচার হচ্ছে।

ডিএমকে সাংসদের মন্তব্যে তোলপাড়

উত্তরে মেয়েদের কাজ শুধু সন্তান জন্ম দেওয়া

চেন্নাই, ১৪ জানুয়ারি : উত্তর ভারতে নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা নিয়ে ডিএমকে সাংসদ দয়ানিধি মারানের বিতর্কিত মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। চেন্নাইয়ের একটি সরকারি মহিলা কলেজে ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে মারান দাবি করেন, উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে মেয়েদের পড়াশোনার বদলে ঘরকন্না ও সন্তান ধারণের ওপর জোর দেওয়া হয়, যেখানে তামিলনাড়ুর 'দ্রাবিড় মডেল' নারীদের ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানকে গুরুত্ব দেয়।

মারান বলেন, 'উত্তর ভারতে মেয়েদের বলা হয় বাইরে কাজে না গিয়ে ঘরে থাকতে, সন্তানের জন্ম দিতে এবং রান্না করতে। কিন্তু তামিলনাড়ু সরকার চায় মেয়েরা শিক্ষিত হোক।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'উত্তর ভারতে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার ফলে বেকারত্ব বাড়ছে। ইংরেজি না শেখার কারণে সেখানকার তরুণরা পিছিয়ে পড়ছে এবং ক্রীতদাসে পরিণত হচ্ছে। তারা দক্ষিণ ভারতে শ্রমিকের কাজ করতে আসছে।' তাঁর দাবি, ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের কারণে তামিলনাড়ু আজ বিশ্বসেরা কোম্পানিগুলির গন্তব্য হয়ে উঠেছে।

মারানের এই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপি। দলের পক্ষ থেকে তিরুপতি নারায়ণন বলেন, 'মারানের সাধারণ জ্ঞানের অভাব রয়েছে। হিন্দিভাষী মানুষকে তিনি অশিক্ষিত ও অসভ্য হিসেবে তুলে ধরেছেন।' বিজেপি নেত্রী অনিলা সিং এই মন্তব্যকে 'বিভাজনমূলক' আখ্যা দিয়ে প্রশ্ন তোলেন, মারান কি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বা সোনিয়া গান্ধির মতো ব্যক্তিত্বদের অবদান ভুলে গিয়েছেন? তাঁর কথায়, 'ভারত নারীশক্তির পুজো করে। দয়ানিধি মারান হয়তো ভুলে গিয়েছেন যে দ্রৌপদী মুর্মু থেকে প্রিয়াংকা গান্ধি, সবাই উত্তর ভারতের মাটি থেকে উঠে এসেছেন। ক্ষমতা থাকলে তিনি সোনিয়া গান্ধির কাছে গিয়ে এসব কথা বলুন।'

> **উত্তর ভারতে মেয়েদের বলা হয় বাইরে কাজে না গিয়ে ঘরে থাকতে, সন্তানের জন্ম দিতে এবং রান্না করতে। কিন্তু তামিলনাড়ু সরকার চায় মেয়েরা শিক্ষিত হোক**
>
> **দয়ানিধি মারান**

দলীয় সাংসদের সমর্থনে ডিএমকে নেতা টিকেএস এলাঙ্গোভান জানান, মারানের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রীদের উৎসাহিত করা। তিনি উল্লেখ করেন, দেশে শিল্পক্ষেত্রে কাজ করা মোট মহিলা শ্রমিকদের ৪০ শতাংশই তামিলনাড়ুর, যা রাজ্যের সফল শিক্ষানীতির প্রমাণ। ডিএমকের তরফে পালটা যুক্তি দেওয়া হলেও মারানের মন্তব্য সমাজমাধ্যমে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

তিন ইয়ারি কথা... *বুধবার বারাণসীতে।*

ক্ষতিপূরণ ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা

আইনি যুদ্ধে জয়ী পালং পনির

ওয়াশিংটন, ১৪ জানুয়ারি : ভারতের বহু পরিবার পালং পনির পেলে কিছুই চান না। সেই 'পালং পনির'-এর গন্ধকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধে আমেরিকার কলোরাডো বোল্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাইক্রোভেনে পালং পনির গরম করার সময় তার গন্ধে নাকি টিকতে পারছিলেন না কিচেন-কর্মীরা। ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষের ফতোয়া, চলবে না এই সমস্ত খাবার। বচসা বাধে দুই পড়ুয়ার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের। শেষপর্যন্ত তা গড়ায় আদালতে।

২০২৩-এর সেপ্টেম্বরে মামলা শুরু। চলেছে দু-বছর। খাবারকে কেন্দ্র করে বর্ণবিদ্বেষী মামলায় জয়ী হয়েছেন দুই ভারতীয় পিএইচডি শিক্ষার্থী আদিত্য প্রকাশ ও ঊর্মি ভট্টাচার্য। হেরে যাওয়া কলোরাডো বোল্ডার বিশ্ববিদ্যালয় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা (২০০,০০০ মার্কিন ডলার) ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়েছেন। আদিত্য ও তাঁর সঙ্গী ঊর্মি জানিয়েছেন, কলোরাডোর জেলা আদালতে মামলা ওঠার পর তাঁদের ওপর নানা চাপ দেওয়া হয়। প্রকাশের কথা, 'একসময়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছি।' ঊর্মি জানিয়েছেন, 'কোনও কারণ ছাড়াই আমাকে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এমনকি ভারতীয় খাবার খাওয়ার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে হিংসা উসকে দেওয়ার অভিযোগও আনা হয়। এ সমস্ত আসলে বর্ণবিদ্বেষের নামান্তর।'

লড়াকু আদিত্য ও ঊর্মি এখন ভারতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঊর্মির পোস্ট, 'আমার জাতিগত পরিচয়, চামড়ার রং যাই হোক না কেন ইচ্ছে মতো খাওয়ার, প্রতিবাদ করার স্বাধীনতার জন্য লড়েছি।' তাঁর পোস্টে উচ্ছ্বসিত নেটিজেনরা। তাঁরা তাঁদের সাহসকে কুর্নিশ করে লিখেছেন, 'আহা, পালং পনিরের গন্ধ? সে তো সুবাস।' এক নেটিজেন খবরটি সেলিব্রেট করলেন পালং পনির খেয়ে।

কোপে 'হরিজন'

চণ্ডীগড়, ১৪ জানুয়ারি : মনরেগা থেকে মহাত্মা গান্ধিকে মুছে ভিবি জি রাম জি আইন তৈরি করেছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির সরকার। সেই বিতর্কের আঁচ কমার আগেই এবার গান্ধিজি কথিত 'হরিজন' এবং 'গিরিজন' শব্দবন্ধ ব্যবহারের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করল হরিয়ানার বিজেপি শাসিত সরকার। সমস্ত প্রকার প্রশাসনিক নথিতে ওই শব্দবন্ধ ব্যবহার করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনির নির্দেশে মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যসচিব এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন। তাতে লেখা আছে, ভারতের সংবিধানে এসসি, এসটিদের চিহ্নিত করতে এমন কিছু শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়নি। তাই সমস্ত প্রকার সরকারি নথি, চিঠি বা বিজ্ঞপ্তিতে সেগুলির ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' মহাত্মা গান্ধি দলিতদের 'হরিজন' নামে ডাকতেন।

কুকুর হত্যা

হায়দরাবাদ, ১৪ জানুয়ারি : পথকুকুর নিধনে নিষ্ঠুরতার ইতিহাস তৈরি করল তেলেঙ্গানা। এই রাজ্যে অন্তত পক্ষে ৫০০ কুকুরকে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। চলতি মাসের প্রথম দু-সপ্তাহে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে কামারেড্ডি জেলার হনমকোন্ডায়। গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে 'কুকুরমুক্ত' গ্রাম গড়ার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রার্থীরা। তা রাখতে এই হত্যাকাণ্ড। তেলেঙ্গানা পুলিশ আইনি পদক্ষেপ করেছে। সাত গ্রামপ্রধান সহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩২৫ ধারা (প্রাণী হত্যা বা বিষপ্রয়োগ) ও প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছে।

ডেনমার্কের সঙ্গেই গ্রিনল্যান্ড ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৪ জানুয়ারি : কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ উত্তর আটলান্টিকের দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড দখল নিয়ে ফের উত্তপ্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্রমাগত হুমকি ও দ্বীপটি আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে গ্রিনল্যান্ড। তারা সাফ জানিয়েছে, আমেরিকার বদলে তারা ডেনমার্কের সঙ্গেই থাকতে পছন্দ করছে। গ্রিনল্যান্ডের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'এটি কিন্তু আপনাদের কাছে বড় সমস্যা হয়ে যাবে।' কোপেনহেগেনে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেনের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেনস-ফ্রেডেরিক নিয়েলসেন বলেন, 'বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক সংকটে আমাদের যদি আমেরিকা ও ডেনমার্কের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়, তবে আমরা ডেনমার্ককেই বেছে নেব। আমরা আজকের চেনা গ্রিনল্যান্ড হিসাবেই থাকতে চাই।' ট্রাম্পের এহেন দখলের হুমকি সম্পূর্ণ শিষ্টাচারবহির্ভূত, সে কথাও রাখঢাক না করে জানিয়ে দেন নিয়েলসেন। প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প নিজের অবস্থানে অনড় থেকে জানান, নিয়েলসেনের সিদ্ধান্ত গ্রিনল্যান্ডের জন্য ভালো হবে না। তিনি অর্থনৈতিক বা সামরিক—যে কোনও উপায়ে দ্বীপটির নিয়ন্ত্রণ নিতে আগ্রহী। এই আবহে ব্রিটেন ও জার্মানির মতো ইউরোপীয় দেশগুলি আর্কটিক অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষায় সেখানে সামরিক উপস্থিতি রাখার কথা ভাবছে। খুব শীঘ্রই ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের প্রতিনিধিদের একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

হিন্দুদের গলা কাটার হুমকি লস্কর নেতার

শ্রীনগর, ১৪ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন করে রক্তক্ষয়ী নাশকতার ছক কষছে পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা। সম্প্রতি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) পুঞ্চ জেলায় এক প্রকাশ্য সভায় লস্করের শীর্ষ কমান্ডার আবু মুসা কাশ্মীরির উসকানিমূলক একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যা ঘিরে তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। ওই ভিডিওতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সরাসরি গণহত্যার ডাক দিয়ে মুসা দাবি করেছে, 'ভিক্ষা করে স্বাধীনতা আসবে না, হিন্দুদের গলা কেটেই জয় ছিনিয়ে নিতে হবে।'

হাজিরা তহসিলের বাহিরা গ্রামে আয়োজিত ওই সভায় লস্কর ঘনিষ্ঠ সংগঠন জেকেওএম-এর এই কমান্ডারকে আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গিয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে সে বলেছে, 'জেহাদের ডাক দিয়ে সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমেই একমাত্র কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্ভব।' মুসা দাবি করেছে সে ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং একাধিক মন্ত্রীকে তার এই চিন্তাধারার কথা জানিয়েছে। যা থেকে স্পষ্ট যে, ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে পাক সরকারের সরাসরি মদত ও রাজনৈতিক সমর্থন রয়েছে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মতে, এই ধরনের প্ররোচনামূলক ভাষণ শুধু কথার কথা নয়, বরং বড়সড়ো কোনও হামলার আগাম সংকেত। এর আগে পহলগাম হামলার আগেও ঠিক একই কায়দায় উসকানিমূলক বার্তা দিয়েছিল আবু মুসা কাশ্মীরি। নিয়ন্ত্রণরেখার এত কাছে দাঁড়িয়ে কীভাবে একজন জঙ্গি নেতা বিনা বাধায় জনসভা করল, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১ মাঘ ১৪৩২

সম্পাদকীয়

ভুলের পথে...

‘ইন্ডিয়া’ জোটে কংগ্রেসের বিশ্বস্ত শরিকদলগুলির অন্যতম তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকে। অতীতে কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারের শরিকও ছিল পেরিয়ারপন্থী এই দলটি। কংগ্রেস ক্ষমতা থেকে চলে গেলেও সেই জোট টিকে রয়েছে। তামিলনাড়ুর পাশাপাশি সর্বভারতীয় স্তরে।

যে কোনও রাজনৈতিক জোটে মতবিরোধ থাকে। ভোটে কে কত আসনে প্রার্থী দেবে, ভোটে জিতে সরকার গঠন করলে মন্ত্রীসভার শাঁসালো পদ পাওয়া ইত্যাদি নিয়ে শরিকি মতানৈক্য খুব স্বাভাবিক। সেসব মিটমাটও হয়ে যায়। কিন্তু তিন দশকের পুরোনো ডিএমকে-কংগ্রেসের জোট সম্পর্কে ইদানীং টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তামিলনাড়ুতে কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী আসন ছাড়তে নারাজ এমকে স্ট্যালিনের দল। এই দড়ি টানাটানির মধ্যে দ্রাবিড়ভূমের রাজনীতিতে নবাগত তামিল চলচ্চিত্রাভিনেতা থালাপতি বিজয়ের টিভিকে-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছে কংগ্রেস। বিজয়ের নতুন সিনেমা ‘জন নায়গন’-এর মুক্তি ঘিরে যে জট তৈরি হয়েছে, তাতে ওই অভিনেতা-রাজনীতিবিদের পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রকে বিঁধেছেন রাহুল।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের কাজকে তামিল সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ আখ্যা দিয়েছেন রাহুল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তামিলনাড়ুর মানুষের আওয়াজ দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন বলে সমালোচনাও করেছেন। এর আগে কারুরে টিভিকে-র জনসভায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনাতেও বিজয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন রাহুল।

ডিএমকে জোট শরিক হলেও বিজয়ের সঙ্গে রাহুলের ঘনিষ্ঠতার নেপথ্যে ভোটের অঙ্ক স্পষ্ট। রুপোলি পর্দার নায়ক হিসেবে বিজয়ের প্রভাব তামিল জনমনে যথেষ্ট। তাঁর আগে আরেক অভিনেতা কমল হাসান নতুন দল তৈরি করে রাজনীতিতে নেমে অবশ্য সফল হননি। ডিএমকে-র সমর্থনে এখন রাজ্যসভার সাংসদ তিনি।

কিন্তু রাজনীতিতে পা রাখা ইস্তক বিজয়কে ঘিরে বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা তামিলনাড়ুর আমজনতার মধ্যে দেখা গিয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল জয়ললিতাবিহীন এআইএডিএমকে-তে নেতৃত্বের সংকট এখন তীব্র। বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দলটি ভোট বৈতরণি পারের চেষ্টায় মরিয়া। এই পরিস্থিতিতে বিজয় দ্রুত ডিএমকে তথা প্রতিষ্ঠান বিরোধী মুখ হিসেবে তামিল রাজনীতিতে জায়গা তৈরি করছেন।

সেই কারণে পদপিষ্টের ঘটনার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন পাঠিয়ে টিভিকে শীর্ষ নেতাকে চাপে রেখে এনডিএ-তে যুক্ত করার চেষ্টা চলছে সমান তালে। বিজয়ের মতো জনপ্রিয় অভিনেতা-রাজনীতিবিদ গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে হাত মেলালে তামিলনাড়ুর ভোটের অঙ্কে গরমিল হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সেই আশঙ্কায় যে কংগ্রেস বিজয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াচ্ছে, রাহুলের বার্তায় তা স্পষ্ট।

বিজয়ের সঙ্গে সমঝোতা করতে গিয়ে ডিএমকে-র সঙ্গে ঝামেলায় আখেরে কংগ্রেসের ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ডিএমকে-র বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের অভিযোগ, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া রয়েছে ঠিকই। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে দলটির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সম্পর্কও রয়েছে।

অভিনেতা হিসেবে বিজয়ের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী, সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজনীতিবিদ হিসেবে বিজয় এখনও পরীক্ষিত শক্তি নয়। বিজয় যে ভবিষ্যতে চাপের মুখে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাবেন না, এমন নিশ্চয়তাও নেই। কিন্তু আরএসএস-বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মতাদর্শভিত্তিক লড়াইয়ের সঙ্গে বিচারধারাগত মিল রয়েছে ডিএমকে-র দ্রাবিড়ীয় রাজনীতির।

মতের সেই মিল থেকেই দুই দল এক নৌকায় সওয়ার আছে দীর্ঘদিন। বিধানসভা ভোটের মুখে বিজয়কে কেন্দ্র করে সেই সম্পর্কে ফাটল ধরলে ডিএমকে-র থেকে বেশি লোকসান হবে কংগ্রেসের। তামিলনাড়ুতে শেষবার কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ১৯৬৩ সালে। তারপর থেকে ডিএমকে ও এআইএডিএমকে মূল দুই শক্তি হয়ে আছে। কংগ্রেস ক্রমশ প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ওই রাজ্য থেকে কংগ্রেসের সামান্য লাভের গুড় জুটছে ডিএমকে-র সমর্থনে। ভোটের মুখে আসন নিয়ে কংগ্রেসের অহেতুক জেদের ফল যে খারাপই হয় মহারাষ্ট্র, বিহার তার বড় উদাহরণ। তামিলনাড়ুতে একই পথ ধরলে তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাই বেশি।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা’কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

প্রকৃতি-চিন্তার অদৃশ্য এক নায়ক

পরিবেশচর্চার ভাবনা একবিংশ শতাব্দীতে অপরিহার্য। মাধব গ্যাডগিল সেই ভাবনার অন্যতম হলেও জনচর্চায় নেই।

সেবন্তী ঘোষ

আমরা কি কাঁচাবাদাম কাকুকে চিনি? অবশ্যই। ক’দিন আগেই আশা-লতা কণ্ঠী এক দরিদ্র গায়িকাকে নিয়ে মেতে উঠিনি আমরা? ঝাঁপিয়ে পড়েছি বলা যায়। তাঁর স্বাভাবিক মুখখানাকে চড়া মেকআপে রংচঙে করে মহা তামাশায় মেতে উঠেছি। আমরা মোহিনীআট্যম থেকে মহাকাশ বিজ্ঞানীর স্তুতি করেছি। হালেই দেখুন, ট্রাম্পের নাচনকোদন, মুখভঙ্গি থেকে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের নাম খোকাখুকুও জানে। মানবাধিকার থেকে পরিবেশ রক্ষায় সেমিনার চলছে নিত্য। যিনি নিজের বাড়ির চত্বর কংক্রিটে মুড়ে দিয়েছেন, তিনিই বৃক্ষরোপণের উপযোগিতা বিষয়ে জ্ঞান বিতরণ করছেন। পাশের গলিতেও যেতে গেলে যাঁর গাড়ি লাগে, তিনিই কার্বন নিঃসরণ নিয়ে প্রবল চিন্তিত। নদী দখলের বখরা পকেটে ঢুকেছে যার, তিনি নদী বাঁচাও কমিটির প্রধান।

এক নীরব যোদ্ধার কাহিনী

এহেন পরিস্থিতিতে প্রকৃতি পরিবেশ সচেতনতার প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব মাধব গ্যাডগিলের কথা আর কেই বা জানতে, শুনতে চাইবে? মাজুলি এলাকার যাদব পায়েঙের নির্মিত অরণ্যে আগুন ছড়িয়ে দিলে কার কী যায় আসে? ফেলে আসা বছর শেষে বাঘ রক্ষায় অগ্রণীপুরুষ বল্মীক থাপারের অকাল প্রয়াণের পর লেখা হয়, উনি শশীকাপুরের জামাই! এই যে গৌরচন্দ্রিকা, এ আমাদের পরিবেশ ভাবনা বিষয়ে এক সাধারণ চিত্র। মুশকিল এই, পরিবেশ-প্রকৃতি, অরণ্য, নদী নিয়ে কথা বলার অধিকার বর্তেছে শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদের ওপর। অর্থাৎ যাঁরা এ বিষয়ে সচেতন এবং খুব ভালোমতো খোঁজখবর রাখেন, সেই একটি বিশেষ দলের মধ্যেই মতবিনিময় হয়ে চলেছে। যেন শৈশব থেকে বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়া নয়, পরিবেশ রক্ষাটি শিশুপাঠ্য পুস্তকের বিষয় এবং কিছু পরিবেশকর্মীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বাদবাকি সাধারণ মানুষ প্রকৃতপক্ষে এ নিয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। বিনোদন মানেই এখন চড়া মাপের কড়া দাগের ওষুধ। যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আত্মঘাতের সমান। যাঁরা গাছপালা ভালোবাসেন, শিশুকে শেখান গাছের ফুল, পাতা না ছিঁড়তে, নদীর ভেতর আবর্জনা ফেলার কথা স্বপ্নেও ভাবেন না, অরণ্যের ভেতরের জমি জবরদখল করেন না, এমন সাধারণ মানুষের কাছে মাধব গ্যাডগিলেরা পৌঁছান না। কারণ জনসচেতনতার জন্যে তো জলসার ফুর্তি অগ্রাহ্য করা যায় না! আমাদের শৈশবে পাড়ার মাঠে কাপড় টাঙিয়ে পথের পাঁচালি দেখানো হত। এখন সে পথও নেই, পাঁচালি সংকীর্ণ ধর্ম উন্মাদনায় মিশে গেছে।

উল্লেখযোগ্য অবদান

সদ্য প্রয়াত মাধব গ্যাডগিল ভারতের অন্যতম প্রখ্যাত পরিবেশবিদ, বাস্তুতত্ত্ববিদ ও চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁর গ্যাডগিল রিপোর্ট-পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিয়ে জাতীয় স্তরে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিজ্ঞান, পরিবেশ ও সমাজ— এই তিনটির সেতুবন্ধন ঘটানোর ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাধব গ্যাডগিলের জন্ম ১৯৪২ সালে মহারাষ্ট্রে। তিনি মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞানে পড়াশোনা করেন এবং পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাস্তুতত্ত্বে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। দীর্ঘদিন তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, বেঙ্গালুরু-তে অধ্যাপনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি সেন্টার ফর ইকোলজিকাল সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গ্যাডগিল মনে করতেন, পরিবেশ সংরক্ষণ কেবল বৈজ্ঞানিক বা প্রশাসনিক বিষয় নয়— এর সঙ্গে স্থানীয় মানুষের জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও জীবিকা গভীরভাবে যুক্ত। তাই ‘টপ-ডাউন’ নীতির বদলে তিনি ‘বটম-আপ’ বা জনগণকেন্দ্রিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনার পক্ষে সওয়াল করেছেন। ২০১১ সালে প্রকাশিত পশ্চিমঘাট পরিবেশ বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদন, যা সাধারণভাবে ‘গ্যাডগিল রিপোর্ট’ নামে পরিচিত, তাঁর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই রিপোর্টে পশ্চিমঘাট অঞ্চলকে বিভিন্ন পরিবেশগত সংবেদনশীল জোনে ভাগ করে খনন, বড় বাঁধ, ভারী শিল্প ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। রিপোর্টটি পরিবেশবিদদের প্রশংসা পেলেও শিল্পমহল ও কিছু রাজ্য সরকারের প্রবল আপত্তির মুখে পড়ে। মাধব গ্যাডগিল শুধু একজন বিজ্ঞানী নন, তিনি একজন চিন্তাশীল সমাজমনস্ক বুদ্ধিজীবী। তাঁর লেখালেখি ও বক্তৃতায় বারবার উঠে এসেছে পরিবেশগত ন্যায়, গণতন্ত্র এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ববোধের কথা। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের পথেই মানুষের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব।

কেন গুরুত্বপূর্ণ শৈশবের শিক্ষা?

কেন শৈশব থেকে শিক্ষা দেওয়ার কথা প্রথমেই তোলা হয়েছে তা মাধব গ্যাডগিলের আত্মজীবনী থেকে ধরা যেতে পারে, তাঁর বাবা ছিলেন পক্ষীবিশারদ সালিম আলির বন্ধু। বাবা দূরবিন নিয়ে বাড়ির সামনে পাহাড়ে হাঁটতে নিয়ে যেতেন। সেখানে মাঠ, চড়াই, বুলবুল, ছাতারে প্রভৃতি নানা পাখির সঙ্গে পরিচয় করাতেন। বাড়িতে ছিল ইংরেজি ভাষার দু’হাজার, মারাঠি ভাষায় এক হাজারের কাছাকাছি বই। পাশের বাড়ির প্রতিবেশী ছিলেন খ্যাতনামা ইরাবতী কার্ভে। যিনি ধর্মীয় শ্রেণিগত সর্বপ্রকার কুসংস্কারমুক্ত এক বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানী। উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য যে সমস্ত সম্প্রদায় বাস্তুচ্যুত হয় তাদের উপর বিভিন্ন সমীক্ষার কাজ করতেন এবং ভারতে তিনি ছিলেন এই বিষয়ে একজন পথপ্রদর্শক। তাঁর ভাইয়েরা বাবার সঙ্গে সঙ্গে থেকে এই সম্পদ লাভ করেছিল কিন্তু তিনিই বাবার প্রদর্শিত পথে চলতে পেরেছিলেন। ফলে যে সৌভাগ্য তিনি জন্মসূত্রে অর্জন করেছেন, তা পেলেই যে একজন মাধব গ্যাডগিল হওয়া যায় তা কিন্তু নয়। ভালোবাসা থাকলে এবং সেই ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে যে কোনও মানুষ এতদূর না হলেও প্রকৃতি বিষয়ে খানিক অন্তত সচেতন হতে পারে।

ক্ষমতার সঙ্গে লাগাতার যুদ্ধ

তাঁর আত্মজীবনটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে ক্ষমতার সঙ্গে লাগাতার যুদ্ধ। বইটিতে অরণ্য, অরণ্যপ্রাণের প্রতি নিবেদিত এক আশ্চর্য তেজোদীপ্ত জীবন উদ্ভাসিত হয়ে আছে। কত সব অজানা, অচেনা গবেষকদের কথা উঠে এসেছে। একটি বিশেষ সেমিনারে যাঁরা জমায়েত হচ্ছেন তাঁদের গবেষণার কাজ বহু বিচিত্র জীবজন্তু নিয়ে। অনিল মহাবল শালিকদের কার্যকলাপ এবং রাতের বিশ্রামের জন্য জমায়েতের আচরণ, যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরেশ শ্রী মাকওয়ানা হনুমান নিয়ে, তামিলনাড়ুর কে ওসমান পতঙ্গভুক বাদুড়ের ওপর, টি স্যামুয়েল শিয়ালের আচরণ ও ইকোলজি নিয়ে, এম জয়রাজন পেরিয়ার হর্নবিল সমীক্ষা, প্রসাদ বাঁশের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, নায়ার হাতির বাস্তুবিদ্যা এবং আচরণ, শরৎচন্দ্র চিতল হরিণ, এসএইচএস হুসেইনি কৃষ্ণসার হরিণ, বনবিড়াল এবং আমাদের ঘরের কাছের শিলিগুড়ির সত্যজিৎ মজুমদার কাজিরাঙ্গা, জলদাপাড়ার অভয়ারণ্যে গন্ডার নিয়ে গবেষণার কাজ করছেন।

নতুন এক আশার কথা

এই যে এত রকম কাজ আমাদের দেশেই হচ্ছে, নেচার পত্রিকা থেকে পড়তে হচ্ছে না, এ আমার মতো সাধারণ মানুষের জানাই হত না, যদি না মাধব গ্যাডগিলের বইটি পড়া হত। তাঁর লেখাতেই plantix অ্যাপের কথা জানলাম যার ১৩ মিলিয়ন ব্যবহারকারীর মধ্যে বেশিরভাগই ভারতীয় এবং দশটি ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়। এটি কৃষিজীবী বা বাগানের মালিদের জন্য তৈরি একটি অ্যাপ যা কৃষি সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে পরামর্শ দিতে সক্ষম এবং এর জন্য কোনও টাকা দিতে হয় না। বার্লিনের এক স্টার্টআপ সংস্থা এটি তৈরি করে। কোনও ফসল বা তার ওপর আক্রমণকারী ক্ষতিকারক পোকামাকড় বা ফসলের রোগের ছবি পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে সেই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ব্যবহারকারীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কীটপতঙ্গের দ্বারা ফসলের ক্ষতি, গাছের রোগ ফসলের প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি এবং তার প্রতিবিধান সবকিছুই এখানে আলোচনা করা হয়।

এমন টুকরো টুকরো অংশ তুলে দিলেও মাধব গ্যাডগিলের বিষয়ে বা তাঁর কাজ বিষয়ে সামগ্রিকভাবে জানা সম্ভব নয়। আমরা অবশ্য সদ্য প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতার দুটি বিয়ে, চারটি সন্তান এবং তিনি বাল্যকালে কোন মক্কি কা রোটি খেয়েছেন তা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি এবং মুখস্থ রাখি। ভাবতে গেলে এর পুরোটাই আমাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় জিনিস হাতের কাছে পড়ে থাকলেও অবহেলায় সরিয়ে রাখি আমরা। মানুষ যে এক আত্মঘাতী প্রাণী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

তথ্যসূত্র : চড়াই পথের চারণিক, আমার ইকোলজি জীবন। মাধব গ্যাডগিল। অনুবাদ : শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য

(লেখক সাহিত্যিক)

আজ

১৯৩৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কিংবদন্তি ফুটবলার চুনী গোস্বামী।

২০০৯

পরিচালক তপন সিংহ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

সাংসদ বা রাজনীতিবিদদের নিজেদের জীবন থেকে হ্যারাস শব্দটি সরিয়ে ফেলা উচিত। কারণ এই দল করলে ওই দল হ্যারাস করবে। এগুলি আজকাল খুব সাধারণ হয়ে গিয়েছে। নির্বাচনে যে দলই জিতুক, ভোটার যেন জীবিত অবস্থায় মৃত না হয়ে যান। তাঁদের অধিকার যেন চলে না যায়।

- দেব

ভাইরাল/১

বেঙ্গালুরুর সিল্ক বোর্ড জংশনের রাগি গুড্ডা ফ্লাইওভারে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। একটি বাজি ধরিয়ে নীচে ছুড়ে দেয়। ব্যস্ত রাস্তায় বাজি ফাটায় আতঙ্ক ছড়ায়। পুলিশ সিসিটিভি দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছে।

ভাইরাল/২

বাংলাদেশের মীরপুরে সেলেব্রিটি ক্রিকেট লিগ চলছিল। খেলা চলাকালীন আম্পায়ারের বাউন্ডারি ও আউটের কল নিয়ে দু-দলের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। তা গড়ায় মারামারিতে। খেলা পরিণত হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। আহত ৬ জন। বাতিল টুর্নামেন্ট।

জনমন জনমত

জনপ্রতিনিধিদের বয়স প্রসঙ্গে

ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ন্যূনতম বয়স প্রয়োজন। যেমন, পঞ্চায়েত ও পুরসভার নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের ন্যূনতম ১৮ বছর বয়স প্রয়োজন। আবার রাজ্য বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২৫ বছর বয়স প্রয়োজন। অবশ্য সংবিধানে প্রার্থীর কোনও ঊর্ধ্বসীমা বর্ণিত নেই।

কর্মক্ষমতা ও মস্তিষ্কের সক্ষমতার কথা বিবেচনা করে আমলা সহ চাকরিজীবীদের অবসরগ্রহণের বয়স নির্ধারিত হয়েছে ৬০ বছর। অবশ্য কিছু চাকরির ক্ষেত্রে অবসরগ্রহণের বয়স ৬৫ বছরও রয়েছে। তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে, একজন ব্যক্তির ৬৫ বছর বয়সের পর শারীরিক সক্ষমতা, মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ১০০ শতাংশ ঠিক থাকে না। তাই তাকে অবসর নিতে হয়। তাহলে ৬৫ বছর বয়সের পরও একজন রাজনৈতিক নেতা বা জনপ্রতিনিধির কী করে সব সক্ষমতা বজায় থাকে?

হ্যাঁ, ব্যতিক্রম থাকতেই পারে। কারও কারও ৭০/৭৫ বছর বয়সেও সব সক্ষমতা বজায় থাকে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী বাছাইয়ের সময় প্রার্থীদের বয়স বিবেচনা করেই টিকিট দেওয়া উচিত। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত জনপ্রতিনিধি সঠিকভাবে স্থানীয় প্রশাসন বা সরকার পরিচালনায় যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন না- একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নাটাবাড়ি, কোচবিহার।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এগিয়ে আসতে হবে

১৩ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের নয়ের পাতায় প্রকাশিত ‘ধর্মানুষ্ঠান’ শীর্ষক খবর পড়ে এক নতুন উপলব্ধি হল। খবরে প্রকাশ, দক্ষিণ দিনাজপুর পুরোহিত কল্যাণ সমিতি বালুরঘাটে বার্ষিক ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেখানে সমিতির সম্পাদক জানিয়েছেন, সকলের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করতে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন। উনি ঠিকই বলেছেন। আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এসব বক্তব্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে শুনে আসছি।

প্রশ্ন উঠছে, যুগ যুগ ধরে এত ধর্মানুষ্ঠান করার পর আজও এই অত্যাধুনিক যুগে ভেদাভেদ দূর করার আবেদন করতে হচ্ছে কেন? আমরাই কি বিভিন্ন স্বার্থচরিতার্থ করার জন্য ‘বিভেদ’ টিকিয়ে রেখেছি? পুরোহিততন্ত্র সম্পর্কে বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত উক্তিই কি তাহলে সঠিক? তাছাড়া কীভাবে বা কোন পদ্ধতিতে এই ‘ভেদাভেদ’ দূর করা সম্ভব তা কোথাও দেখতে বা শুনতে পাইনি। বরং নতুন নতুন বিভেদের রাস্তার সংখ্যা বাড়ছে।

আমার মতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যে ভেদাভেদ রয়েছে তা দূর করতে হলে প্রথমেই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে এগিয়ে আসতে হবে। সব জাতের মানুষকে পুরোহিতবিদ্যা শিক্ষার আওতায় এনে বিভেদের প্রাচীর ভাঙতে হবে। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কি পারবেন? যদিও এ উদ্যোগ অনেক আগেই শুরু হয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের রক্তচক্ষুকে পাত্তা না দিয়ে এবং তাঁদের অনুমোদন ছাড়াই। সবকিছু নির্ভর করছে জনগণের সার্বিক সহযোগিতা ও সিদ্ধান্তের উপর।

অমিয়কুমার চৌধুরী, বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নম্বরের ইঁদুর দৌড়ে হারছে জীবন

শীতেও কপালে চিন্তার ভাঁজ, কারণ সামনেই জীবনের প্রথম বড় হার্ডল- মাধ্যমিক। কিন্তু প্রশ্ন হল, মার্কশিটই কি শেষ কথা?

সাহানুর হক

‘মাধ্যমিক’- শব্দটা শুনলেই কিশোর মনে একসঙ্গে ভিড় করে স্বপ্ন আর আতঙ্ক। বছরের পর বছর হাড়ভাঙা খাটুনি, মা-বাবার আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা আর স্কুলের কড়া শাসন। সব মিলিয়ে এক অদৃশ্য প্রেশার কুকার। মাধ্যমিক যেন জীবনের প্রথম কুরুক্ষেত্র। কিন্তু চায়ের কাপে তুফান তুলে একটা প্রশ্ন আজ বড় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে- একটা তিন ঘণ্টার পরীক্ষার নম্বর কি সত্যিই ঠিক করে দিতে পারে গোটা জীবনের ভবিষ্যৎ? ভালো রেজাল্ট মানেই কি কেল্লা ফতে? আর একটু পা হড়কালেই কি সব শেষ?

মৃত্যু যখন উত্তরপত্র

সমাজ আজও মার্কশিটকে ভগবানের আসনে বসিয়ে রেখেছে। পরিবার থেকে পাড়ার মোড়- সবাই পরীক্ষার্থীকে আতশকাচের নীচে ফেলে বিচার করে। ‘ভালো ফল না করলে ভবিষ্যতে কী হবে?’- এই একটা প্রশ্নই তিলে তিলে শেষ করে দেয় কিশোর মনের আত্মবিশ্বাস। শিক্ষা মানে যে ভয় পাওয়া নয়, বরং ভয় জয় করা- সে কথা আমরা ভুলতে বসেছি।

এর পরিণাম কতটা ভয়াবহ, তা সাম্প্রতিক সংবাদপত্রের পাতায় চোখ রাখলেই বোঝা যায়। কোচবিহারের দিনহাটায় নবম শ্রেণিতে ফেল করে বাবার বকুনি খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে এক কিশোরী। এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এনসিআরবি-র ২০২২ সালের হাড়হিম করা পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রায় ১৩ হাজার পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছে, যার মধ্যে হাজারেরও বেশি শুধু পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে। ভাবা যায়? একটা কাগজের টুকরোর দাম কি জীবনের চেয়েও বেশি? ১৮ বছরের কমবয়সি এই প্রাণগুলোর দায় কি সমাজ এড়াতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল : মেধার আসল পাঠ

যারা ফার্স্ট বয় বা গার্ল, তাদের পিঠ চাপড়ানি অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু সেই সাফল্য যেন অহংকারের পাহাড় না হয়। মনে রাখা দরকার, আসল পরীক্ষা তো জীবনের রাস্তায়- যেখানে কোনও সিলেবাস নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির’- কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা তো পদে পদে ভয় দেখাচ্ছে! যারা আশানুরূপ ফল করতে পারে না, তাদের দিকে সমাজ এমনভাবে তাকায় যেন তারা অপরাধী।

অথচ আজ দিন বদলেছে। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইঁদুর দৌড়ের বাইরেও আছে আইটিআই, পলিটেকনিক, শিল্পকলা, খেলাধুলো বা নিজস্ব উদ্যোগের মতো হাজারো দরজা। নজরুলের সেই বিদ্রোহী বুলি- ‘মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান’- আজ বড় প্রাসঙ্গিক। নম্বর দিয়ে মানুষকে মাপার দিন শেষ। জীবনানন্দ বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মতোই জীবন এক অনন্ত পথচলা, মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক সেখানে একটা ছোট স্টেশন মাত্র। ট্রেন মিস করলেও গন্তব্যে পৌঁছানোর অনেক রাস্তা খোলা থাকে।

অভিভাবক যখন বিচারক

আসল গলদটা কিন্তু গোড়াতেই। মা-বাবা যখন সন্তানের পাশে দাঁড়ানোর বদলে বিচারকের আসনে বসেন, তখনই বিপদ ঘনায়। ‘ওমুকের ছেলে নব্বই পেল, তুই কেন পেলি না’- এই তুলনাই হল বিষ। শাসন নয়, বন্ধুর মতো হাতটা ধরা দরকার। শুধু বইয়ের পোকা না বানিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য আর জীবন গড়ার পাঠ দেওয়াটা আজ সময়ের দাবি। আমাদের মূল্যায়ন পদ্ধতি কি শুধুই নম্বর সর্বস্ব হয়ে থাকবে, নাকি মেধার বহুমুখী বিকাশকে স্বীকৃতি দেবে- সেটা ভাবার সময় এসেছে।

সামনে তাকাও, ভয় পেও না

দরজায় কড়া নাড়ছে ২০২৬-এর মাধ্যমিক, পেছনেই উচ্চমাধ্যমিক। এখন তর্কের সময় নয়, মন দিয়ে পড়ার সময়। কিন্তু ফল যাই হোক, জীবন থামবে না। মনে রাখবে, যে চাঁদের আলো চিনে হাঁটতে শেখে, অমাবস্যার অন্ধকার তাকে কোনওদিন পরাজিত করতে পারে না। লড়াই জারি থাকুক, তবে তা জীবন বাজি রেখে নয়।

(লেখক গ্রন্থাগারিক, নয়ারহাটের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪৫

পাশাপাশি : ১। প্রশ্নের উত্তর বা ইস্তফা ৩। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র ৪। ফারসি শব্দ যার অর্থ বিপ্লব ৫। কটুকথা বলা ৭। লালচে রংয়ের নমনীয় ধাতু ১০। হিংসাকারী, কপট বা ওষুধ পেষণ করার পাত্রবিশেষ ১২। অত্যন্ত ব্যস্ততার ভাব ১৪। কপিল বর্ণের গোরু, কামধেনু ১৫। জ্যোৎস্না, চাঁদের আলো ১৬। টাকা, গণ্ডা প্রভৃতি নির্দেশক গণিতের বর্তমানে অপ্রচলিত চিহ্নবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। বাবা ২। দশ মহাবিদ্যার রূপ ৩। বীর পুরুষদের কীর্তি সংবলিত গান ৬। কিরণ, রশ্মি, জ্যোতি ৮। কানের গয়না ৯। শিল্পদ্রব্যের নির্মাতা ১১। নমনীয় পদার্থের প্রসারণ বা আন্দোলনের ভাব ১৩। অমঙ্গল, উৎপাত, ঝামেলা।

সমাধান ■ ৪৩৪৪

পাশাপাশি : ২। বাণভট্ট ৫। বালাই ৬। নলখাগড়া ৮। কাব্য ৯। দর ১১। কলমপেশা ১৩। বাজরা ১৪। নামগান।

উপর-নীচ : ১। হাবাগোবা ২। বাই ৩। ভন্ডুল ৪। জামড়া ৬। নব্য ৭। খামার ৮। কাঠিম ৯। দশা ১০। অভিরাম ১১। করীষ ১২। পেন্নাম ১৩। বান।

বিন্দুবিসর্গ

রোহিতকে ছিটকে সিংহাসনে বিরাট

টানা পাঁচটি ওডিআইয়ে পঞ্চাশের গণ্ডি পেরোনো বিরাট কোহলি বুধবার থেমে গেলেন ২৩ রানে।

দুবাই, ১৪ জানুয়ারি : স্বপ্নের ফর্ম। ধারাবাহিক সাফল্যের সুবাদে বেশ কিছুদিন ধরেই রোহিত শর্মার ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছিলেন। আজ প্রকাশিত আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে সতীর্থকে ছিটকে দিয়ে শীর্ষস্থান দখল করলেন বিরাট কোহলি। দীর্ঘ ৪ বছর পর ফিরে পেলেন ওডিআই ব্যাটিং ক্রমতালিকায় হারানো সিংহাসন।

গত পাঁচ ওডিআই ইনিংসে (বুধবারের রাজকোট ম্যাচের আগে) পঞ্চাশ প্লাস রান করেছেন। ফর্মের প্রতিফলন আইসিসি-র প্রকাশিত তালিকায়। যার হাত ধরেই কবজায় ওডিআই ব্যাটিংয়ের শীর্ষস্থান। এই নিয়ে এগারোবার র‍্যাংকিংয়ে সেরা ব্যাটারের স্বীকৃতি বিরাটের। প্রথমবার ২০১৩-র অক্টোবরে। সবমিলিয়ে ৮২৫ দিন শীর্ষে থাকার নজির, যা আর দ্বিতীয় কোনও ভারতীয়র নেই। সবমিলিয়ে বিশ্ব তালিকায় দশম স্থানে। শীর্ষে ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ভিভিয়ান রিচার্ডস (২৩০৬ দিন)।

অপরদিকে গত কয়েক ম্যাচে ভালো শুরু করেও বড় রান না পাওয়ার জেরে এক থেকে দুই ধাপ পিছিয়ে তিনে হিটম্যান। রোকোর মাঝখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে ভারত সফররত নিউজিল্যান্ড দলের ব্যাটিং স্তম্ভ ড্যারেল মিচেল (দ্বিতীয়)। বিরাট (৭৮৫ পয়েন্ট) আর মিচেলের (৭৮৪) মধ্যে মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধান। চলতি কিউয়ি-ভারত সিরিজে যে ব্যবধান মুছে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে নতুন সমীকরণ তৈরির রাস্তাও খোলা মিচেলের জন্য।

কিছুটা পিছিয়ে রোহিত রয়েছেন ৭৭৫ পয়েন্টে। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছেন আরও দুই

৪ বছর পর শীর্ষস্থান দখল

তারকা শুভমান গিল (পঞ্চম) ও শ্রেয়স আইয়ার (দশম)। এগারো নম্বরে ভারতীয় ক্রিকেটে বর্তমান 'ক্রাইসিসম্যান' লোকেশ রাহুল। বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে অপরাজিত শতরান করেছেন। পরবর্তী আইসিসি ক্রমতালিকায় পুরস্কারস্বরূপ প্রথম দশে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

প্রথম দশে এছাড়া উল্লেখযোগ্য ব্যাটারদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান (৪), পাকিস্তানের বাবর আজম (৬), শ্রীলঙ্কার চরিথ আসালঙ্কা (৯)। অস্ট্রেলিয়ার বিস্ফোরক ওপেনার ট্রাভিস হেড রয়েছেন দ্বাদশ স্থানে।

শেষবার ২০২১-এর জুলাইয়ে ওডিআই ব্যাটিং ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থানে ছিলেন বিরাট। পরবর্তী সময়ে লম্বা ব্যাডপ্যাচ, ধারাবাহিকতার অভাবে ক্রমশ পিছিয়েছেন। তবে টি২০, টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর ৫০-৫০ ফর্ম্যাটে ক্রমশ স্বমেজাজে 'চেজমাস্টার'। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গত সিরিজে করেছেন ১৩৫, ১০২ ও অপরাজিত ৬৫। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে ৯৩ ও ২৩ করেছেন।

টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে সেরা দুই ব্যাটার ইংল্যান্ডের দুই তারকা জো রুট ও হ্যারি ব্রুক। পরবর্তী দুই স্থানে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ার হেড ও স্টিভেন স্মিথ। বোলারদের টেস্ট ক্রমতালিকায় অ্যাসেজে ৩১ উইকেট নেওয়া মিচেল স্টার্ক নয় নম্বর থেকে তিনে উঠে এসেছেন।

ফেডারেশনের ভেটোতে আপত্তি ক্লাবগুলির

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : ইন্ডিয়ান সুপার লিগ চালাতে ২২ জনের গভর্নিং কাউন্সিল তৈরি হলেও তা নিয়ে ফের ঝামেলা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ক্লাবগুলির মধ্যে।

১৪ ক্লাবেরই প্রতিনিধি থাকছেন এই গভর্নিং কাউন্সিলে। সেখানে সভাপতি, সচিব, সহ সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ থাকবেন এআইএফএফের তরফে। এছাড়াও বিপণন সঙ্গী এবং ব্রডকাস্টারের দুইজন ও বাইরে থেকে ফেডারেশনের ও ক্লাবগুলির তরফে একজন করে। এই দুই স্বাধীন সদস্যের নিয়োগ নির্ভর করবে এআইএফএফের এথিকস ও ডিসপিউট রেজোলিউশন কমিটির হাতে। লিগের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রক হবে এই গভর্নিং কাউন্সিল। কমিটির চেয়ারম্যান হবেন এআইএফএফ থেকে। লিগের নিয়ন্ত্রণ রাখতে ফেডারেশন এই প্রস্তাবে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা নিজেদের হাতেই রাখছে। আর তাতেই আপত্তি জানিয়েছে ক্লাবগুলি। কেন শুধু ফেডারেশনের, কেন ক্লাবগুলির হাতে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, এই নিয়ে প্রশ্ন তুলে তারা চিঠি পাঠাচ্ছে এআইএফএফ-কে। ভেটো অর্থাৎ যে কোনও প্রস্তাব পাশ করাতে অন্তত দুটো ভোট নিশ্চিত করতে হবে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। নাহলে সেই প্রস্তাব পাশই হবে না। অর্থাৎ ১৪ ক্লাব একদিকে ভোট দিলেও ফেডারেশনের সাহায্য ছাড়া সেই প্রস্তাব পাশ করাতে পারবে না। এখানেই আপত্তি সব ক্লাবের। ফলে ফের একজোট হয়ে তারা এই বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে চিঠি দিতে চলেছে। এছাড়াও একটি ম্যানেজমেন্ট

সূচি নিয়ে চাপানউতোর

INDIA ALL INDIA FOOTBALL FEDERATION

কমিটি তৈরি হয়েছে। যে কমিটি লিগ চালানোর ক্ষেত্রে রোজকার অপারেশনাল কাজ করবে। এখানে ফেডারেশনের তরফে মহাসচিব বা সহ সচিব, হেড অফ কম্পিটিশন, হেড অফ স্ট্র্যাটেজি, পাঁচ ক্লাবের প্রতিনিধি ও তিনজন পার্টনার প্রতিনিধি থাকবেন। এখানে আইএসএলের প্রতি মরশুমের সেরা দুই ক্লাবের প্রতিনিধিরা সদস্য হিসাবে আসবেন। বাকি তিনজনকে ক্লাবগুলিই ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে। এখানে একাধিপত্য এড়াতে ক্লাব প্রতিনিধিদের কুলিং অফ রাখা হবে।

এইসব ঝামেলাতেই এখন বিশ বাঁও জলে ক্রীড়াসূচি প্রকাশ। এমনিতেই মঙ্গলবার সূচি তৈরি নিয়ে এক দফা ঝামেলা হয়। এক ক্লাব প্রতিনিধি প্রস্তাব দেন, সূচি চ্যাটজিপিটি দিয়ে তৈরি করা হোক। যা শুনে অবাক হয়ে যান এআইএফএফ পদাধিকারী থেকে কর্মী সকলেই। তাঁরা জানান, ফিফার অন্তত চারটি নিজস্ব সফটওয়্যার আছে সূচি তৈরির জন্য। আর সেই দিয়েই তৈরি করা হবে। ক্লাবগুলির যে বাস্তব কোনও ধারণাই নেই এইসব বিষয়ে, তা বুঝে যায় ফেডারেশন। তবে সেই ঝামেলা অবশ্য বেশি এগোয়নি। তবে এর পাশাপাশি অবশ্য ফেডারেশনের কম্পিটিশন কমিটি বিভিন্ন রাজ্য সংস্থার অধীনে মাঠ এবং সেগুলি কী পরিস্থিতিতে আছে, সেইসব খতিয়ে দেখা শুরু করে দিয়েছে। ইন্টার কাশী বারাসতে খেলতে চাইলেও সম্ভবত ওই মাঠ তারা পাচ্ছে না। কারণ ওখানকার নৈশালোক তৈরি নয়। বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার ম্যাচ হবে। এরমধ্যে প্রথমদিনে একটা ম্যাচ হলেও সপ্তাহের বাকি তিনদিন অর্থাৎ শুক্র, শনি ও রবিবার ডাবল হেডার হতে চলেছে। তবে মঙ্গলবার সূচি দ্রুত প্রকাশের কথা জানালেও শেষপর্যন্ত তা কবে প্রকাশ পাবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু

জানুয়ারির শেষদিকে ইডেনে মুস্তাফিজরা?

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : চলছে আলোচনা। মিলছে না সমাধানসূত্র।

এখনও অনড় বাংলাদেশ। টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসার সিদ্ধান্ত বদলের কোনও খবর নেই আপাতত। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফেও নিয়মিতভাবে চাপ বাড়ানো হচ্ছে ওপার বাংলার ক্রিকেট বোর্ডের উপর। কিন্তু তারপরও বরফ গলেনি রাত পর্যন্ত।

এমন অবস্থায় আজ চমকপ্রদভাবে সামনে এসেছে নতুন কিছু তথ্য। যার মধ্যে প্রধান হল, ১৪ ফেব্রুয়ারি ইডেনে নির্ধারিত থাকা ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের অনলাইন টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে বুধবার। ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে কুড়ির বিশ্বকাপ। সেদিনই ইডেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে মুস্তাফিজুর রহমানদের। ৯ ফেব্রুয়ারি ইতালির বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলার কথা বাংলাদেশের। বেশ কিছুদিন আগে বাংলাদেশের প্রথম দুই ম্যাচের অনলাইন টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছিল। অন্তত ১৫ হাজার টিকিট অনলাইনে বিক্রি হয়ে গিয়েছে বলে খবর। আজ জানা গিয়েছে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন নম্বর ম্যাচের টিকিট বিক্রিও শুরু হওয়ার খবর। এমন অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে আসছে বাংলাদেশ?

বিসিবি-র তরফে নতুনভাবে সিদ্ধান্ত বদলের খবর নেই। আইসিসি-ও বিষয়টি নিয়ে ধীরে চলো নীতি নিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা নাম না লেখার শর্তে রাতের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন,

> **জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশের কলকাতায় হাজির হওয়ার কথা। সেই সূচির কোনও পরিবর্তনের খবর আপাতত জানা নেই।**
>
> **-বাবলু কোলে**
> *সিএবির সচিব*

'ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে হাজির না হলে বাংলাদেশ বিরাট ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছে। হয়তো শেষ পর্যন্ত ওরা আসবে।' শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ কুড়ির বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে হাজির হবে কিনা, হয়তো আগামী কয়েকদিনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তার আগে আজ বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরমহল থেকে সামনে এসেছে জোড়া তথ্য। এক, আগামী সপ্তাহে আইসিসি-র উচ্চপর্যায়ের এক প্রতিনিধিদল কলকাতায় হাজির হচ্ছে নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার জন্য। দুই, বড় অঘটন না হলে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে লিটন দাসদের কলকাতায় বিশ্বকাপ খেলতে হাজির হওয়ার কথা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিএবি-র এক কর্তা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে কলকাতায় হাজির হয়ে বাংলাদেশ দলের শিবির করার কথা রয়েছে। সেই কারণেই বাংলার রনজি ম্যাচ ইডেন থেকে সরিয়ে কল্যাণীতে দেওয়া হয়েছে।' সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আপাতত দক্ষিণ আফ্রিকায়। বাংলাদেশের কলকাতায় হাজির হওয়ার বিষয় নিয়ে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সন্ধ্যার দিকে সিএবি-র সচিব বাবলু কোলে বলেছেন, 'জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশের কলকাতায় হাজির হওয়ার কথা। সেই সূচির কোনও পরিবর্তনের খবর আপাতত জানা নেই।' আজ বিকেলের দিকে সিএবি-র সমাজমাধ্যমে রীতিমতো বিশ্বকাপের ছবি দিয়ে বাংলাদেশ বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচের অনলাইন টিকিট বিক্রির পোস্ট করা হয়েছে। প্রশ্ন হল, যদি মুস্তাফিজুররা ভারতে বা কলকাতায় নাই আসবেন, তাহলে সমাজমাধ্যমে এমন পোস্ট কেন দেওয়া হল?

মরিয়া লড়াই কাজে এল না। ইন্ডিয়া ওপেনের প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিলেন পিভি সিন্ধু।

ইন্ডিয়া ওপেনে শুরুতেই হার সিন্ধুর

দিল্লির দূষণে নাম তুললেন অ্যান্ডার্স

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : দিল্লির দূষণ নিয়ে ইন্ডিয়ান ওপেন ব্যাডমিন্টনের পরিবেশ ভারী। মঙ্গলবার দিল্লির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়ে তোপ দেগেছিলেন বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে মহিলাদের দুই নম্বর ডেনমার্কের মিয়া ব্লিচফেল্ট। এবার ভারতের রাজধানীতে মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কারণ দেখিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন আরেক ড্যানিশ শাটলার অ্যান্ডার্স অ্যান্টোনসেন। তিনি সমাজ মাধ্যমে নিজের নাম প্রত্যাহারের বিষয়টি জানিয়েছেন।

অ্যান্টোনসেন বলেছেন, 'অনেকেই জিজ্ঞেস করছেন, কেন আমি টানা তিনবার নাম প্রত্যাহার করলাম। আমার মনে হয়, দিল্লিতে প্রতিযোগিতা আয়োজন করা উচিত নয়। কারণ, ওখানকার পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর, দূষণ মাত্রাতিরিক্ত। গ্রীষ্মে যখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ হবে, সেই সময় পরিবেশ অনেকটাই ভালো থাকবে। ইন্ডিয়া ওপেন থেকে নাম তুলে নেওয়ায় প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা জরিমানাও দিতে হয়েছে আমাকে।' দিল্লির দূষণ নিয়ে প্রায় একইরকম মন্তব্য করেছিলেন ব্লিচফেল্টও। বলেছিলেন, 'খুবই অপরিচ্ছন্ন এখানকার পরিবেশ। খেলোয়াড়দের জন্যও এই পরিবেশ মারাত্মক। অনেকেই দস্তানা বা টুপি পরে, অতিরিক্ত পোশাক চাপিয়ে অনুশীলন করছে। যা একেবারেই আদর্শ নয়। কারণ কোর্টে খেলোয়াড়দের নাড়াচাড়া করতে হয়।' কানাডার মিশে লি, র‍্যাটচানক ইন্থাননও দিল্লির পরিবেশ নিয়ে সমালোচনা করেছেন।

যার পালটা দিয়েছেন কিদাম্বি শ্রীকান্তও। বলেছেন, 'ডেনমার্কে কঠিন পরিস্থিতিতে খেলতে হয়েছে আমাদের। ম্যাচের মাঝে আলো নিভে গিয়েছিল।'

খারাপ খবর এসেছে, ইন্ডিয়া ওপেনের কোর্ট থেকেও। কয়েকদিন আগে মালয়েশিয়া ওপেনে সেমিফাইনালে পৌঁছানো সিন্ধু প্রথম রাউন্ডে হেরে বিদায় নিয়েছেন। ভিয়েতনামের গুয়েন থুই লিন ২০-২২, ২১-১২, ২১-১৫ পয়েন্টে হারিয়ে দেন তাঁকে।

বোরহাদের পর গোয়া ছাড়লেন ইকেরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : দল ছাড়লেন এফসি গোয়ার চার নম্বর বিদেশি।

জানুয়ারির শুরুতে হঠাৎই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের হস্তক্ষেপে হঠাৎই যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু হওয়া নিশ্চিত হয়। কিন্তু তার আগে বড়দিনের ছুটি পড়তেই দল ছাড়েন গোয়ার তিন গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি জাভি সিভেরিও, ডেভিড টিমোর ও বোরহা হেরেরা। দেশে ফিরে গিয়েছেন কোচ মানোলো মার্কুয়েজও। তিনি আদৌ আসবেন কিনা তা পরিষ্কার করে বলছেন না এফসি গোয়া ম্যানেজমেন্ট। এবার দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত ইকের গুয়েরটক্সেনার। এই স্প্যানিশ স্ট্রাইকারও যে দল ছাড়ছেন তা এদিনই ক্লাবসূত্রে জানানো হয়। তিনি শুরুটা গোয়ার হয়ে করলেও আইএসএল কাপ জেতেন মুম্বই সিটি এফসি-র হয়ে। তবে গোয়ায় ফিরে পরপর দুইবার সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হন মানোলোর কোচিংয়ে। তাঁর চলে যাওয়ার পর শোনা যাচ্ছে, এবারের লিগে খরচ কমাতে সম্পূর্ণ ভারতীয় স্কোয়াড নামাতে পারে এফসি গোয়া। এদেশের ফুটবল লিগ নিয়ে অনিশ্চয়তার জেরেই সম্ভবত ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, গ্রিস সহ বিভিন্ন দেশের লিগে পাড়ি দিচ্ছেন বিদেশি ফুটবলাররা।

এদিকে, এদিন বিবৃতি দিয়ে আইএসএলে যোগদানের কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করল কেরালা ব্লাস্টার্সও। সোমবারই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন জানায় ১৪ দল লিগে খেলা নিশ্চিত করেছে। তারপরেই ওডিশা এফসি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, তারা আইএসএলে খেলছে। ঠিক একইভাবে কেরালাও এদিন সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিজেদের যোগদানের কথা জানাল। শোনা যাচ্ছে কেরালাও 'অল ইন্ডিয়ান স্কোয়াড' নামানোর কথা ভাবতে শুরু করেছে।

ফিনিশার তকমায় আটকে থাকতে চান না রিঙ্কু

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : তাঁকে বলা হয় ফিনিশার। তিনি নিজেও সেই কথা জানেন। কিন্তু শুধু ফিনিশার তকমায় আটকে থাকতে চান না রিঙ্কু সিং।

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় স্কোয়াডে রয়েছেন রিঙ্কু। যদিও শেষ কয়েক মাস টিম ইন্ডিয়ার টি২০ দলে অনিয়মিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তার জন্য লড়াই, পরিশ্রম ছেড়ে দেননি রিঙ্কু। বরং অনুশীলনের সময় আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার ফলও পেয়েছেন। রাজ্য দল উত্তরপ্রদেশের হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ও বিজয় হাজারে ট্রফিতে ধারাবাহিকভাবে রান করেছেন তিনি। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রিঙ্কু আজ বলেছেন, 'সাধারণত, যে জায়গায় ব্যাট করতে নামি আমি, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই আমায় ফিনিশার হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। ভাবনায় ভুল নেই। কিন্তু আমি শুধু ফিনিশার তকমায় নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাই না। বরং অনেক বেশি করে আমি নিজেকে দলের স্বার্থে মেলে ধরতে চাই। প্রয়োজনে ইনিংস গড়ার দায়িত্ব নিতেও আমি তৈরি।'

আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে রিঙ্কু থাকবেন কিনা, কয়টা ম্যাচে তিনি সুযোগ পেতে পারেন— সবই অনিশ্চিত। রিঙ্কু নিজেও সেই কথা জানেন। তাঁর কথায়, 'দলে সুযোগ পেলে সবারই ভালো লাগে। জানি না বিশ্বকাপের আসরে শেষ পর্যন্ত প্রথম একাদশে সুযোগ পাব কিনা। যদি সুযোগ পাই, আমি সেরাটা দিতে তৈরি।'

মুম্বইয়ে সেন্ট্রাল কনট্রাক্ট

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড অনেক আগেই চালু করেছে। দীর্ঘসময় ধরে ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোতে ক্রিকেটারদের সঙ্গে সেন্ট্রাল কনট্রাক্ট বা মূল চুক্তি করাটা রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের প্রথম রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা হিসেবে এবার সেই পথে হাঁটতে চলেছে মুম্বই। আজ বিকেলে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে রাজ্য দলের সিনিয়ার ক্রিকেটারদের সেন্ট্রাল কনট্রাক্ট বা মূল চুক্তির আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী ক্রিকেট মরশুম থেকে এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে মুম্বইয়ে। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি আজিঙ্কা নায়েকও এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই সম্মতি দিয়েছেন বলে খবর।

রনজির বাকি পর্বে নেই অভিষেক

নিজস্বপ্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি: সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি। গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় বাংলার। বিজয় হাজারে ট্রফি। সেখানেও একই ছবি। গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় বাংলার।

প্রশ্ন হল, রনজি ট্রফির দ্বিতীয় পর্বে বাংলার কী হবে? ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে রনজির দ্বিতীয় পর্ব। যেখানে গ্রুপ 'বি'র শীর্ষস্থানে থেকে রনজি অভিযানে নামবে টিম বাংলা। ৫ ম্যাচে পয়েন্ট ২৩। ২২ জানুয়ারি কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে লাল বলের মরশুমের ছয় নম্বর ম্যাচ খেলবেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। শেষ ম্যাচ হরিয়ানার বিরুদ্ধে লাহলিতে। তার আগে আজ সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে শুরু হয়ে গেল বাংলার

শুরু অনুশীলন

> **অভিষেকের চোট গুরুতর। ওকে আমরা রনজির বাকি পর্বেও পাব না। ফলে বিকল্প ভাবনা রাখতেই হচ্ছে। দেখা যাক কী হয়।**
>
> **-লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

অনুশীলন। অনুষ্টুপ মজুমদার, সাকির হাবিব গান্ধি, মুকেশ কুমারদের মতো কয়েকজন ছিলেন বাংলার অনুশীলনে। অন্তত ৮-৯ জন মিলে আজ অনুশীলন হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পুরো দল পেয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'রনজির বাকি পর্বে সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করে সফল হতে হবে আমাদের। দেখা যাক কী হয়।'

রনজির দ্বিতীয় পর্বে অভিযান শুরুর আগে অভিষেক পোড়েলকে নিয়ে চাপে টিম বাংলা। অসমের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ম্যাচে উইকেটকিপিং করার সময় কাঁধে চোট পেয়েছিলেন তিনি। অভিষেকের চোট বেশ গুরুতর। সেই চোটের কারণে বিজয় হাজারের শেষ কয়েকটি ম্যাচে খেলা হয়নি তাঁর। আজ জানা গিয়েছে, রনজি গ্রুপ পর্বের বাকি দুই ম্যাচে তো বটেই, বাংলা যদি নকআউট পর্বেও যায়, তাহলে সেখানেও অভিষেককে পাওয়া যাবে না। ফলে অভিষেককে ছাড়া রনজির দ্বিতীয় পর্বের জন্য মানসিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বাংলা। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে অনূর্ধ্ব-২৩ দলের সুমিত নাগ ও সাকির হাবিব গান্ধিকে ভাবা হচ্ছে। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'অভিষেকের চোট গুরুতর। ওকে আমরা রনজির বাকি পর্বেও পাব না। ফলে বিকল্প ভাবনা রাখতেই হচ্ছে। দেখা যাক কী হয়।'

এদিকে, আজ আসন্ন রনজির দ্বিতীয় পর্বের জন্য ২৩ জন ক্রিকেটারের একটি পুল তৈরি হয়েছে। সেখানেও নাম নেই অভিষেকের। তবে মহম্মদ সামিকে রনজির বাকি দুই গ্রুপের ম্যাচে পাওয়া যাবে বলে খবর। আকাশ দীপেরও নাম রয়েছে বাংলার সম্ভাব্য পুলে।

ক্রিকেট থেকে এখন বেশ কিছুদিন দূরে থাকতে হবে অভিষেক পোড়েলকে।

সূর্য আমাদের এবিডি : ভাজ্জি

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে আর কয়েকদিন বাকি।

ইতিমধ্যে ভারতীয় দল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। তবে দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে চিন্তায় টিম ম্যানেজমেন্ট। শেষ ১৯টি ইনিংসে ১৩.৬২ গড়ে ভারত অধিনায়কের সংগ্রহ মাত্র ২১৮ রান। ২০২৪ সালের অক্টোবরে শেষবার টি২০ ক্রিকেটে অর্ধশতরানের দেখা পেয়েছিলেন সূর্য।

ভারত অধিনায়কের কঠিন সময়ে তাঁর পাশে দাড়িয়েছেন প্রাক্তন তারকা হরভজন সিং। তিনি সরাসরি সূর্যকুমারকে ভারতের এবিডি বলে উল্লেখ করেছেন। বুধবার এক অনুষ্ঠানে ভাজ্জি বলেছেন, 'সূর্যের প্রতিভা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমার মতে, টি২০ ফরম্যাটে ও এক নম্বর খেলোয়াড়। সবাই এবি ডিভিলিয়ার্সের কথা বলে। তবে আমাদের দেশের ডিভিলিয়ার্স সূর্য। আমি নিশ্চিত বিশ্বকাপে ও ভালো রান করবে। বিশ্বকাপে সূর্যের কাছ থেকে বড় ইনিংস দেখতে পাব।'

ঘরের মাঠে সূর্যকুমারের নেতৃত্বে ভারত বিশ্বজয় করবে বলেই মনে করেন ভাজ্জি। বলেছেন, 'ঘরের মাঠে চেনা পরিবেশে দর্শকদের সমর্থন পাওয়াটা বাড়তি সুবিধা ভারতীয় দলের। আশা করছি, এবার টি২০ বিশ্বকাপ আমরা জিতব।'

ম্যান ইউয়ের নতুন কোচ ক্যারিক

লন্ডন, ১৪ জানুয়ারি : বাকি মরশুমের জন্য ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ নির্বাচিত হলেন প্রাক্তন মিডিও মাইকেল ক্যারিক।

রুবেন অ্যামোরিমকে ছাঁটাই করার পর অন্তর্বর্তীকালীন কোচ

হিসেবে গত দুটি ম্যাচের দায়িত্ব সামলেছিলেন ড্যারেন ফ্লেচার। আগামী ম্যাচ থেকেই ডাগআউটে বসবেন ক্যারিক। দায়িত্ব পাওয়ার পর ম্যান ইউয়ের এই কিংবদন্তি ফুটবলার বলেছেন, 'ফের ক্লাবে ফিরে আসার মুহূর্তটা অবিশ্বাস্য। খুব বড় একটি দায়িত্ব নিয়েছি। সবাই মিলে ক্লাবকে ভালো পজিশনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।'

রেড ডেভিলসে কোচ হিসেবে দ্বিতীয়বার দায়িত্ব নিয়েছেন ক্যারিক। এর আগে ওলে গানার সোলসায়ার বরখাস্ত হওয়ার পর কয়েকটি ম্যাচ অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় দফায় ম্যান ইউয়ের কোচ হওয়ার পর কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ক্যারিক। আগামী শনিবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্যান সিটির বিরুদ্ধে 'ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি' দিয়েই কোচ হিসেবে নিজের যাত্রা শুরু করবেন তিনি।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস অ্যান্টনি সেমেনিওর। পরে অবশ্য তাঁর আরও একটি গোল বাতিল হয়।

ভার নিয়ে ক্ষুব্ধ সিটিজেনরা

সহজ জয় নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে

লন্ডন, ১৪ জানুয়ারি : কারাবাও কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

ম্যাচের ৫৩ মিনিটে নবাগত অ্যান্টোনি সেমেনিওর গোলে এগিয়ে যায় ম্যান সিটি। ম্যাচের শেষলগ্নে ব্যবধান বাড়ান রায়ান চেরকি। সেমেনিও আরও একটি গোল করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘসময় ধরে ভার চেক করার পর আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড অফসাইডে থাকার কারণে গোল বাতিল করেন রেফারি।

ম্যাচ জিতলেও সেমেনিওর গোল বাতিল নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ সিটিজেনরা। ম্যাচের পর কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'ভারের মাধ্যমে গোল বাতিল হওয়ায় আমার খেলোয়াড়রা প্রত্যেকেই রেগে রয়েছে। এর আগে গত নভেম্বরে নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে ম্যাচে ফিল ফোডেনের ন্যায্য পেনাল্টি ভার কিন্তু বিবেচনা করেনি। আমি নিশ্চিত, এই সব কথা বলার জন্য আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করা হবে।' অধিনায়ক বার্নার্ডো সিলভা পরিষ্কার বলেছেন, 'ম্যাচটা ৩-০ ফল হত। এর আগেও যখন নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে খেলেছিলাম তখন অনেক সিদ্ধান্ত আমাদের বিপক্ষে গিয়েছিল।'

লোকেশের লড়াইয়ে জল মিচেলের

সিরিজে সমতা ফেরাল কিউয়িরা

শতরান করে ড্যারেল মিচেল।

ভারত-২৮৪/৭
নিউজিল্যান্ড-২৮৬/৩
(৪৭.৩ ওভারে)

রাজকোট, ১৪ জানুয়ারি : ভারতের লর্ডস বলা হয়!

রাজকোটের নিরঞ্জন শা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের মিডিয়া সেন্টারে এক ঝলক চোখ রাখলে ঐতিহাসিক লর্ডসের স্মৃতি উসকে দেবে। টেমসের পাড়ের আইকনিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের হুবহু সংস্করণ। স্টেডিয়াম খুব বেশি পুরোনো না হলেও রাজকোটের ক্রিকেট ইতিহাস শতাব্দীপ্রাচীন। বর্তমানে যে পতাকা রবীন্দ্র জাদেজার হাতে।

ঘরের ছেলে। তবে রাজকোট এদিন মুখিয়ে ছিল রোকো মৌতাতে মেতে উঠতে। আশাই সার। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, দুজনেই ব্যর্থ। ক্ষত আরও বাড়িয়ে প্রিয় দলের হার। শতকীয় ইনিংসে লোকেশ রাহুল মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিলেন। লড়াকু ব্যাটিংয়ে দলকে ২৮৪/৭ স্কোরে পৌঁছেও দেন। কিন্তু ড্যারিল মিচেল ও উইল ইয়ংয়ের দাপটের সামনে যা কম পড়ে যায়।

অথচ, ডেভন কনওয়ে (১৬) ও হেনরি নিকোলসকে (১০) দ্রুত ফিরিয়ে শুরুটা ভালোই করেছিলেন হর্ষিত রানা, প্রসিধ কৃষ্ণা। কিন্তু ভারতের উচ্ছ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে এদিনই দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন মিচেল। বিরাট কোহলির সঙ্গে ১ পয়েন্টের ব্যবধান। দলকে জেতানোর সঙ্গে সঙ্গে বিরাটের সিংহাসনকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেললেন। ইয়ংও তাল ঠুকলেন।

সময় নিয়ে ক্রিজে থিতু হওয়ার পর হাত খুললেন। মিচেলদের যে ইতিবাচক ব্যাটিংয়ের ধাক্কায় বেলাইন ভারতীয় বোলিং। হর্ষিত, প্রসিধদের পাশাপাশি রেহাই পাননি জাদেজা, কুলদীপ যাদবরাও। শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙেন কুলদীপই। ততক্ষণে অবশ্য দেরি হয়ে গিয়েছে। ১৬২ রানের জুটিতে ম্যাচ প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছেন মিচেল-ইয়ং।

ব্যক্তিগত হাফ সেঞ্চুরিও পূরণ। যখন মনে হচ্ছিল, শতরান নিশ্চিত, তখনই কুলদীপের গুগলিতে ইয়ং (৮৭) প্রাপ্তি ভারতের। নিউজিল্যান্ড ২০৮/৩। জিততে দরকার ১২ ওভারে ৭৭। কিউয়িদের যে সহজ অঙ্কটা আর গুলিয়ে দিতে পারেনি শুভমান ব্রিগেড। ১১৭ বলে অপরাজিত ১৩১ রানের স্পেশাল শোয়ে ম্যাচ ফিনিশ করে ফেরেন মিচেল। গ্লেন ফিলিপস অপরাজিত ৩২। স্কোরলাইন ১-১। রবিবার ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে ফয়সালা হবে সিরিজ কার?

এর আগে টসে জিতে ভারতকে ব্যাটিং করতে পাঠায় নিউজিল্যান্ড। রাতে শিশির ফ্যাক্টরের বোলিং যেমন কঠিন, তেমনই সহজ পরিস্থিতি ব্যাটারদের জন্য। ফলে বড় টার্গেট দেওয়ার দরকার ছিল ভারতের।

তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে মেয়ে ইভারাকে নকল লোকেশ রাহুলের।

কিন্তু টপ অর্ডার সেই দাবি মেটাতে ব্যর্থ। রোহিত-শুভমানের ওপেনিং জুটিতে প্রত্যাশার ছাপ ছিল। এগারো নম্বর বলে খাতা খোলার পর গিয়ার বদলে নেন রোহিত। গোটা মাঠজুড়ে 'রোহিত রোহিত...' শব্দব্রহ্ম। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। ফিল্ডারদের মাথার ওপর দিয়ে চালাতে গিয়ে সহজ ক্যাচ দিয়ে বসেন রোহিত (৩৮ বলে ২৪)।

'বিরাট বিরাট' আওয়াজেও ব্রেক লাগান বছর চব্বিশের ডানহাতি পেসার ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক। বিরাট ফিরলেন ১২৮-১২৯ কিলোমিটার গতির আপাত নিরীহ বলকে ব্যাটের কানায় লাগিয়ে উইকেটে টেনে এনে। ২৯ বলে ২৩, প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। তবে ছোট্ট ইনিংসেই কিউয়িদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে শচীন তেন্ডুলকারের (১৭৫০) সর্বাধিক রানের রেকর্ড টপকে যান।

চার বছর পর ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে মসনদে বসেন বিরাট। কিন্তু রেকর্ড, নজিরে বিরাট-প্রত্যাশাপূরণে যথেষ্ট ছিল না। প্রত্যাবর্তনে গত ম্যাচে দলের জয়ের অন্যতম কারিগর শ্রেয়স আইয়ারও (৮) ক্লার্কের ঝোলায়। কাইল জেমিসনের ফিরতি স্পেলে 'বন্দি' উইকেটে জাঁকিয়ে বসা শুভমানও (৫৩ বলে ৫৬)।

টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে ব্যতিক্রম লোকেশ। ভারতের অনূর্ধ্ব যুব দলকে উদ্দীপ্ত করে কয়েকদিন আগে লোকেশ বলেছিলেন, 'পরিস্থিতি যেমনই হোক কখনও হাল ছেড়ো না।' এদিন রাজকোটের রাজকীয় ইনিংসে নিজেই যা করে দেখালেন। বোঝালেন কেন তাঁকে 'ক্রাইসিসম্যান' বলা হয়।

প্রথম ম্যাচে কঠিন পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এদিন জোগান লড়াইয়ের অক্সিজেন। শ্রেয়স ফেরার পর যখন ক্রিজে নামেন স্কোর ১১৫/৩। কিছুক্ষণ পর বিরাটের প্রস্থানে ১১৮/৪। লোকেশ কিন্তু দমে যাননি। ফিল্ডারদের ফাঁকফোকর খুঁজে নিয়ে অনায়াসে বাউন্ডারি হাঁকালেন। জাদেজার (২৭) সঙ্গে ৭৩, নীতীশকুমার রেড্ডিকে (২০) নিয়ে ৫৭ রানের জুটি গড়ে দলকে পৌঁছে দেন ২৮৪/৭-এ।

লোকেশের নামের পাশে ঝলমলে অপরাজিত ১১২। ৯২ বলের ইনিংসে ১১টি চার ও ১টি ছক্কা। জেমিসনকে গ্যালারিতে ফেলে অষ্টম ওডিআই সেঞ্চুরি পূরণ এবং মুখে আঙুল ঢুকিয়ে কন্যা 'ইভারা'-র উদ্দেশ্যে চেনা সেলিব্রেশন। যদিও লোকেশের সেই উচ্ছ্বাস ঢাকা পড়ে যায় মিচেল-ইয়ংয়ের ততোধিক দুষ্টিনন্দন ক্রিকেটে।

আরও সাহসী হওয়ার দরকার ছিল : শুভমান

রাজকোট, ১৪ জানুয়ারি : মাঝে প্রায় ২৫ ওভার।

বারবার বোলিং বদলেও উইকেট আসেনি। সফল হয়নি ড্যারিল মিচেল, উইল ইয়ংয়ের জুটি ভাঙার চেষ্টা। ম্যাচ হেরে যে ব্যর্থতাকেই দুষছেন শুভমান গিল। ভারত অধিনায়কের মতে, ওই সময় আরও সাহসী হওয়ার দরকার ছিল। উইকেটের জন্য আরও মরিয়া হয়ে ঝাঁপানোর দরকার ছিল।

ইয়ংয়ের সঙ্গে জুটি উপভোগ করি : মিচেল

ম্যাচ শেষে শুভমান বলেছেন, 'মাঝের ওভারে আমরা উইকেট নিতে পারিনি। ওই সময় ৫ জনকে তিরিশ গজ বৃত্তের মাঝে রেখেও যদি উইকেট না আসে, তাহলে জেতা কঠিন। আরও ১৫-২০ রান বেশি করলেও হারতাম আমরা। বোলিংয়ে শুরুটা ভালো হয়েছিল। কিন্তু মাঝের ওভারে দারুণ খেলল ওরা।'

মিচেলদের কৃতিত্ব দিলেও উইকেট সহজে হয়ে যায়, সেই কথাও মনে করিয়ে দিলেন। শুভমান বলেছেন, '১০-১৫ ওভারের পর বল সেভাবে কাজ করছিল না। তবে আমাদের আরও সাহসী হওয়া উচিত ছিল। সুযোগ তৈরির জন্য ঝাঁপানো দরকার ছিল। পাশাপাশি ফিল্ডিংয়েও আরও উন্নতির প্রয়োজন। গত ম্যাচেও কিছু সুযোগ হাতছাড়া করেছিলাম আমরা। আর সুযোগ হাতছাড়া হলে সমস্যায় পড়তে হবে।'

বুধবার শুভমান গিলের ভরসার মর্যাদা রাখতে পারেননি কুলদীপ যাদব।

১১৭ বলে অপরাজিত ১৩১। স্পেশাল ইনিংসে দলকে জেতানোর পুরস্কার ম্যাচের সেরার শিরোপা মিচেলের। খুশিটা নিয়ে বলেছেন, 'দারুণ জয়। বছর দুয়েক আগে এখান থেকে হেরে ফিরেছিলাম। আজ জিতে ফেরা। দেশের হয়ে খেলা, দেশের সাফল্যে অবদান রাখাটা সবসময় উপভোগ করি। আজ সেই প্রত্যাশা মেটাতে পেরে আমি খুশি।'

উইল ইয়ংয়ের সঙ্গে ১৬২ রানের যুগলবন্দিই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়। সতীর্থকে প্রশংসায় ভরিয়ে মিচেলের মন্তব্য, 'ইয়ং ক্লাস প্লেয়ার। ভালোবাসি ওর সঙ্গে জুটি করতে। স্পিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে বরাবর ভালো লাগে। কুলদীপ (যাদব) বিশ্বের অন্যতম সেরা স্পিনার। দুই দিকেই বল ঘোরাতে পারে। চ্যালেঞ্জ সামলে বড় জয়, খুশিটা তাই একটু বেশিই।'

'মনে হয়েছিল আর ক্রিকেট খেলা হবে না'

রাজকোট, ১৪ জানুয়ারি : ধরতে গিয়েছিলেন ক্যাচ। সেই ক্যাচ ধরলেও উলটে মাটিতে পড়ে পেলেন চোট। সময়ের সঙ্গে বুঝলেন, চোট সাংঘাতিক।

প্লীহার চোটের কারণে শরীরের অন্দরে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল শ্রেয়স আইয়ারের। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হয়ে গিয়েছিল যে, সিডনি

প্লীহার চোটের স্মৃতিচারণায় শ্রেয়স

থেকে সতীর্থদের সঙ্গে তিনি দেশে ফিরতে পারেননি। বদলে ভর্তি হয়েছিলেন সিডনির হাসপাতালে। সেখানে দীর্ঘসময় ধরে তাঁর চিকিৎসা হয়েছিল। কেমন ছিল তাঁর চিকিৎসার, মাঠের বাইরে থাকার সেই দিনগুলি?

রাজকোটে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ শুরুর আগে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে

দেওয়া সাক্ষাৎকারে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে তাঁর পাওয়া চোট নিয়ে মুখ খুলেছেন শ্রেয়স। জানিয়েছেন, চোটের গুরুত্ব বোঝার পর তাঁর মনে হয়েছিল, আর ক্রিকেট খেলা হবে না। শ্রেয়সের কথায়, 'ক্যাচ ধরতে গিয়ে ওইভাবে পড়ে গিয়ে চোট পাব, বুঝতে পারিনি। মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও জানতাম না চোট কতটা গুরুতর। পরের দিন সিডনির হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর বুঝতে পারি চোট কতটা সিরিয়াস। শরীরের অন্দরে রক্তক্ষরণের সঙ্গে প্রবল যন্ত্রণা হচ্ছিল। সেই সময় মনে হয়েছিল, আর ক্রিকেট মাঠে ফেরা হবে না।'

সময়ের সঙ্গে ফিট হয়ে, চোট সারিয়ে ফের ক্রিকেট মাঠে ফিরেছেন শ্রেয়স। ফিরেছেন ক্রিকেটের মূল স্রোতেও। তাঁর কথায়, 'বরাবরই আমি খুব ছটফটে, চঞ্চল। এক জায়গায় বেশি সময় স্থির হয়ে থাকতে পারি না। কিন্তু সিডনির মাঠে পড়ে গিয়ে পাওয়া চোট আমায় অনেক ধীরস্থির করে দিয়েছে। বুঝতে শিখেছি, সবসময় ছটফট করা ঠিক নয়। আসলে জীবনে অনেক সময় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, যার সম্পর্কে আগাম কোনও ধারণা থাকে না। আমার জীবনেও তেমনই পরিস্থিতি এনেছিল মাস চারেক আগের পাওয়া চোট।' উল্লেখ্য, চোট সারিয়ে ফিট হয়ে মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলেই টিম ইন্ডিয়ায় ফিরেছেন শ্রেয়স।

ডব্লিউপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম ইউপি ওয়ারিয়র্স
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

ডব্লিইপিএলে প্রথম জয় দিল্লির

নভি মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : জোড়া হার দিয়ে এবারের ডব্লিউপিএল শুরুর পর অবশেষে স্বস্তি দিল্লি ক্যাপিটালসের। বুধবার তারা ৭ উইকেটে হারিয়েছে ইউপি ওয়ারিয়র্সকে। অধিনায়ক মেগ ল্যানিং (৩৮ বলে ৫৪) ভরসা দেওয়ার পরও ইউপি আটকে যায় ১৫৪/৮ স্কোরে। শেফালি ভার্মা (১৬/২), মারিজানে ক্যাপরা (২৪/২) জায়গাই দেননি তাদের ব্যাটারদের বড় শট খেলার। হার্লিন দেওল ৪৬ রান করলেও নিয়ে ফেলেন ৪৭ বল। ইনিংসের মাঝপথে তাঁকে ব্যাটিং থেকে তুলে নিতে বাধ্য হয় ইউপি। জবাবে দিল্লি ৩ উইকেটে ১৫৮ রান তুলে নেয়। লিজেল লি ৪৪ বলে ৬৭ রানে অপরাজিত থাকেন। শেফালি করেছেন ৩৬ রান।

জিতল আরএসএ

জলপাইগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে বুধবার আরএসএ ক্রিকেট কোচিং সেন্টার ৭ উইকেটে হারিয়েছে বেলাকোবা পাবলিক ক্লাবকে। এফইউসি ময়দানে বেলাকোবা প্রথমে ৩৫ ওভারে ৮৮ রানে অল আউট হয়। সায়ন চক্রবর্তীর অবদান ১৪ রান। সায়ন মাহাতো ২৭ রানে নিয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে আরএসএ ২৮ ওভারে ৩ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। কীর্তিমান রায় রেখে এসেছে ৩৯ রান।

ড্র রয়্যাল সিটি এফসি-র

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : বুধবার বেঙ্গল সুপার লিগে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধি জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। ৭ মিনিটে হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর দলকে এগিয়ে দেন পাওলো সিজার। ৩৫ মিনিটে রয়্যাল সিটির হয়ে গোল শোধ করেন জোটা। আপাতত ১১ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে ব্যারেটোর দল। সমসংখ্যক ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়্যাল সিটি।

নেতাজির জয়

জলপাইগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : জেওয়াইএমএ মাঠের নতুন টার্ফ পিচে বুধবার থেকে শুরু হল জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ। প্রথম ম্যাচে নেতাজি মডার্ন ক্লাব ১২০ রানে হারিয়েছে সুভাষ সংঘকে। নেতাজি প্রথমে ৩৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৮ রান তোলে। দেবজিৎ দাস ৪২ রানে অপরাজিত থাকেন। মহম্মদ সাহিল ২২ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে সুভাষ ৫৮ রানে গুটিয়ে যায়। হিমাংশু সিংহের শিকার ১৯ রানে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আশরাফুল আলিও (৬/২)।

সেরা পঞ্চানন স্মৃতি সংঘ

মেখলিগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জের ডাঙ্গারহাট এনএন ইয়ুথ একাদশের ৮ দলীয় নৈশ ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল কুচলিবাড়ি পঞ্চানন স্মৃতি সংঘ। নবীনচন্দ্র হাইস্কুলের মাঠে ফাইনালে পঞ্চানন ২-০ ব্যবধানে জয় পেয়েছে ডাঙ্গারহাট এমএলএ বাড়ি দলের বিরুদ্ধে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সদের ট্রফির সঙ্গে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

E-NIT
Notice inviting E-Tender by the undersigned for different works mentioned below.
E-NIT No. 13/eNIT/PGP/2025-26 (SI No 1 to 12) (Total 12 nos), Dt. 13.01.2026, 14/eNIT/PGP/2025-26 (SI No 1 to 12) (Total 12 nos), Dt. 13.01.2026, 15/eNIT/PGP/2025-26 (SI No 1 to 12) (Total 12 nos), Dt. 13.01.2026, & 16/eNIT/PGP/2025-26 (SI No 1 to 12) (Total 12 nos), Dt. 13.01.2026.
*Date of Dropping of all sealed e-Tender from 13.01.2026 at 10.00 Hrs. to 24.01.2026 at 12.00 Hrs.
For further details you may visit-https://www.wbtenders.gov.in and Notice Board of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Pararpar Gram Panchayat
Alipurduar-I Block, Alipurduar

বিনিয়োগকারী চূড়ান্ত মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : নতুন বছরে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সমর্থকদের জন্য সুখবর। চলতি মাসেই ঘোষণা হতে চলেছে নয়া বিনিয়োগকারী সংস্থার নাম।

বিনিয়োগকারী সমস্যা নিয়ে মরশুমের শুরু থেকেই টালবাহানা চলছিল সাদা-কালো শিবিরের। সেই সমস্যা এবার মিটতে চলেছে। বুধবার সন্ধ্যায় ক্লাব তাঁবুতে বৈঠকে বসেছিলেন মহমেডান কর্তারা। বৈঠকের শেষে ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি বলেছেন, 'আমাদের বিনিয়োগকারী সমস্যা মিটছে। মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় নতুন বিনিয়োগকারী চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। ২৫ জানুয়ারির মধ্যে নতুন বিনিয়োগকারীর নাম ঘোষণা করা হবে।'

শোনা যাচ্ছে, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপই বিনিয়োগকারী হিসেবে মহমেডানের দায়িত্ব নিতে চলেছে। এছাড়াও স্পনসর হিসেবে আরও

এই মাসেই নাম ঘোষণা

একটি সংস্থা থাকতে পারে। তবে ক্লাবে বাংকারহিলের কী ভূমিকা থাকবে, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়।

চলতি মাসের শেষেই আইএসএলের জন্য প্রস্তুতি শুরু করবে মহমেডান শিবির। কোচ হিসেবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুই থাকছেন। স্বদেশি ব্রিগেড নিয়েই মাঠে নামবে সাদা-কালো শিবির। আনুমানিক ১৩ কোটি টাকা বাজেটের দল গড়ছে তারা। পুরোনো মুখদের মধ্যে, মাকান চোটে, ইসরাফিল দেওয়ান, গৌরব বোরা, অ্যাডিসন সিং, লালথানকিমারা রয়েছেন। এছাড়াও রিজার্ভ দল থেকে ট্যাংভা, লালনগাইসাকাকে সিনিয়ার দলে আনা হচ্ছে। নতুন মুখ হিসেবে হীরা মণ্ডল, ফারদিন আলি মোল্লারা দলে যোগ দেবেন। গতবারের মতো এবারেও কিশোরভারতী স্টেডিয়ামই সাদা-কালো শিবিরের হোম গ্রাউন্ড হতে চলেছে।

এদিকে, আসন্ন সন্তোষ ট্রফিতে মহমেডান থেকে বাংলা দলে ডাক পেয়েছেন জুয়েল আহমেদ মজুমদার। কিন্তু ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি কামারুদ্দিন জানিয়েছেন, জুয়েলকে সন্তোষের জন্য ছাড়া হবে না।

আজ যুব ডার্বি

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার অনূর্ধ্ব-১৮ এআইএফএ যুব লিগে ঘরের মাঠে ইস্টবেঙ্গল খেলবে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। আপাতত ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে এইচ গ্রুপের শীর্ষে সবুজ-মেরুন শিবির। ৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। দিনের অপর খেলায় মহমেডান খেলবে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে। এদিকে বুধবার ডায়মন্ড হারবার ১-১ গোলে ড্র করেছে এআইএফএফ ফিফা ট্যালেন্ট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে।

কোয়ার্টারে বারবিশা

বারবিশা, ১৪ জানুয়ারি : জোড়াই একাদশের জোড়াই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল বারবিশা একাদশ। বুধবার অষ্টম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৭ উইকেটে হারিয়েছে অসমের সিএসকে শিমুলটাপু দলকে। টসে জিতে সিএসকে ১২.৪ ওভারে ৭০ রানে গুটিয়ে যায়। অসীম সাহার অবদান ২৬ রান। ম্যাচের সেরা সন্দীপ প্রসাদ ৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বারবিশা একাদশ ৭.২ ওভারে ৩ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। রাবিশ রানা ২৫ বলে ৪২ রান করেন। ভালো ব্যাটিং করেন ম্যাচের সেরা সন্দীপও (২৩ রান)। রিঙ্কু আহমেদ ১৭ রানে নেন ২ উইকেট। বৃহস্পতিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে বারবিশা একাদশের প্রতিপক্ষ সিঙ্গিমারি রামপুর।

ম্যাচের সেরা হয়ে আদিত্য মণ্ডল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

জয়ী আরএফএল

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে কোয়ার্টার ফাইনালে বুধবার আরএফএল একাদশ ৮ উইকেটে জিতেছে যুব শক্তির বিরুদ্ধে। অরবিন্দনগর মাঠে টসে জিতে যুব ১৫.৩ ওভারে ৫৩ রানে সব উইকেট হারায়। শুভদীপ দাসের অবদান ১৭ রান। জবাবে আরএফএল ৬.৩ ওভারে ২ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। সুমন বর্মন ২০ রান করেন। আদিত্য মণ্ডলের শিকার ১৯ রানে ৩ উইকেট।

উত্তরের খেলা

আজ শুরু অম্বর রায় ক্রিকেট

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ক্রিকেটে আলিপুরদুয়ার জেলার কোয়ালিফায়ার রাউন্ডের খেলা বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে। ১০টি দল অংশ নেবে। প্রথম দিনে টাউন ক্লাব মাঠ ও অরবিন্দনগর মাঠে খেলা রয়েছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা সুজন বিশ্বাস - কে 17.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 34K 71569 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই মুহূর্তটি আমার কাছে সবকিছু। ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার সিদ্ধান্ত আমার পথ বদলে দিয়েছে এবং এই জয় আমাকে সেই জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে যা আমি সবসময় স্বপ্ন দেখে এসেছি। আমি ডিয়ার লটারির কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন

* বিজ্ঞাপীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বাপির ৫ শিকার

কোচবিহার, ১৪ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ২২ দলীয় প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার শান্তিকুটির ক্লাব ও ব্যায়ামাগার ৩৭ রানে হারিয়েছে জয়হিন্দ ক্লাবকে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে শান্তিকুটির ৩১ ওভারে ১৫৬ রানে অল আউট হয়। মিঠুন রায় ৩৪ রান করেন। সায়ন দে ১৫ রানে নিয়েছেন

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে বাপি দে। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

৪ উইকেট। জবাবে জয়হিন্দ ৩৩.২ ওভারে ১১৯ রানে সব উইকেট হারায়। শুভঙ্কর দত্তর অবদান ৩০ রান। ম্যাচের সেরা বাপি দে ২৩ রানে ৫ উইকেট ফেলে দেন। বৃহস্পতিবার খেলবে ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাব ও কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব।

ফাইনালে কল্যাণ

কোচবিহার, ১৪ জানুয়ারি : বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ১৬ দলীয় ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৪০ রানে জিতেছে জাভেদ ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। এমজেএন স্টেডিয়ামে টসে হেরে কল্যাণ ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ২২৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা কিষাণ কুমার ১০৭ রান করেন। রোশন সিং ৪১ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। জবাবে জাভেদ ১৮.১ ওভারে ১৮৩ রানে অল আউট হয়। রোশন রেখে এসেছেন ৪২ রান। অশ্বিনী কুমার

ম্যাচের সেরা হয়ে কিষাণ কুমার। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

৩৭ রানে ৩ উইকেট নেন। শুক্রবার ফাইনালে কল্যাণের প্রতিপক্ষ আলিপুরদুয়ার প্লেয়ার্স ইলেভেন।

জয়ী এমজেএন

কোচবিহার, ১৪ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সিএবি-র ৮ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে বুধবার এমজেএন ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ২২১ রানে হারিয়েছে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। পুন্ডিবাড়িতে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে এমজেএন ২৬ ওভারে ৯ উইকেটে ২৬৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা প্রদীপ্ত সরকারের অবদান ৫০ রান। অঙ্কুশ সরকার ২৬ রানে ৬ উইকেট নেয়। জবাবে চিলাখানা ১৮ ওভারে ৪৬ রানে গুটিয়ে যায়। সৌমিক সাহার শিকার ৩ রানে ৩ উইকেট। বৃহস্পতিবার খেলবে আয়োজকদের কোচিং ক্যাম্প ও মাথাভাঙ্গা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে প্রদীপ্ত সরকার। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর